চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 1 June 2019 ■ আগরতলা, ১ জুন, ২০১৯ ইং ■ ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়লেন সুদীপ বর্মণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। ছক সাজানো ছিল আগেই। তাই হয়তো, দিল্লি থেকে ফিরেই কালবিলম্ব দেরী না করে রাজ্য মন্ত্রিসভা থেকে সুদীপ রায় বর্মণকে বাদ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। শুক্রবার ভারপ্রাপ্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। এখন থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান দপ্তর, তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর এবং পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর সামলাবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মাকে। এই দপ্তরগুলি সামলাতেন সুদীপ রায় বর্মন। তাতে, বিভিষণ ইস্যুতেই রাজ্য মন্ত্রিসভার অন্যতম হেভিওয়েট মন্ত্রীর উপর কোপ পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই সাহসী সিদ্ধান্ত এখানেই থেমে থাকবে বলেও মনে হচ্ছে না। কারণ, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরই হতে চলেছে মন্ত্রিসভায় রদবদল। ওইসময় দলের প্রতি আনুগত্য এবং লোকসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে বিবেচনা হবে বলেই অনুমান করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে সুদীপ রায় বর্মণের মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল বেশ কয়েকদিন ধরেই। তাই হয়তো লোকসভা নির্বাচনে সুদীপ বর্মণকে প্রচারের ভার দেওয়া হয়নি। অবশ্য, মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করেই বক্তব্য রেখেছিলেন তিনি।

শুক্রবার দিল্লি থেকে ফিরে দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ সচিবালয়ে পৌছান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব জরুরি তলব করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সূত্রের আরো দাবি, বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ অন্য মন্ত্রিদের সুদীপ বর্মণকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়টি জানান সদস্যদের সাথে আলোচনা করেই সুদীপ বর্মণকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়ার এবং দপ্তর বন্টনের বিজ্ঞপ্তি জারি করেন ভারপ্রাপ্ত মুখ্য সচিব কুমার অলক।

GOVERNMENT OF TRIPURA
GA (CONFIDENTIAL AND CABINET) DEPARTMENT
F.3(1)-GA(CAB)/2018 31st MAY 2019

NOTIFICATION

In partial modification of the earlier Notification of this Department vide even number dated 10th March 2018 and in pursuance of the provision of Rule-5 of the Rules of Executive Business of the Government of the State of Tripura, the Governor of Tripura has on the advice of the Chief Minister been pleased to allocate with immediate effect to the Ministers, the business of the Government by assigning the charges held by Shri. Sudip Roy Barman, Minister as mentioned below:-

Sl No	Name & Designation	Departments
1	2	3
1	Shri Biplab Kumar Deb, Chief Minister	PWD (DWS) Industry & Commerce (IT), Health & Family Welfare.
2	Shri Jishnu Dev Varma, Deputy Chief Minister	Science, Technology & Environment.

Shri. Sudip Roy Barman ceases to be a member of the Council of Ministers.

By order of the Governor
(Kumar Alok)
Chief Secretary (In-charge)
Government of Tripura

চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনায় সুদীপ রায় বর্মণ যেভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, তাতে লোকসভা নির্বাচনী মুহুর্তে অন্তর্কোন্দলের বার্তাই ছড়িয়েছে গোটা রাজ্যে। বৃহস্পতিবার মন্ত্রী হিসেবে সুদীপ বর্মণ অন্তিম সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন। তাতে, অবশ্য কুমার দেব। সূত্রের খবর, এদিনই মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠক হওয়ার সূচী নির্ধারিত ছিল। কিন্তু, মন্ত্রিসভার বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হয়। এই বৈঠকটি আগামী ৩ জুন অনুষ্ঠিত হবে। সূত্রের দাবি, মন্ত্রিসভার বৈঠক বাতিল হলেও, সুদীপ বর্মণ বাদে বাকি মন্ত্রিদের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়ার কারণও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই সময় আধিকারিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক সহ মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাসভাজন কয়েকজন পদস্থ আধিকারিক। মন্ত্রিসভার বাকি

দূরত্ব থেকেই সম্পর্কে সূচনার পরিণতি লক্ষ্য করলেন রাজ্যবাসী। সুদীপ বর্মণের বিজেপি যোগ দেওয়া থেকে শুরু করে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন এবং রাজ্যপাট পরিচালনায় বারে বারেই দূরত্ব ফুটে উঠেছে। সাধারণত, বিজেপি অফিসে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দপ্তর বন্টনেও চমক প্রধানমন্ত্রীর স্বারাষ্ট্রে অমিত রাজনাথ প্রতিরক্ষায়

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : দপ্তর বন্টনেও চমক নিয়ে হাজির হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রথম লোকসভায় পা দিয়েই মোদি মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় মন্ত্রী হলেন অমিত শাহ। তাঁকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একধাপ পিছিয়ে দেওয়া হলেও গুরুত্ব প্রায় সমান রাখা হয়েছে রাজনাথ সিংকে। নরেন্দ্র মোদির প্রথম অধ্যায়ে রাজনাথ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। একই সাথে ওই মন্ত্রিসভায় দ্বিতীয় মন্ত্রীর স্থান পেয়েছিলেন তিনি। একধাপ নেমে তৃতীয় মন্ত্রী হলেও রাজনাথ সিংকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিকে, প্রাক্তন আমলা সুব্রহ্মণিয়ম জয়শংকরের হাতে বিদেশ মন্ত্রকের দায়িত্ব তুলে দিয়ে একদিকে নরেন্দ্র মোদি চমক দিয়েছেন অন্যদিকে বিদেশ নীতিতে রক্ষণাত্মক নীতি বদল হতে পারে সেই ইঙ্গিতও বিশ্ববাসীর কাছে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদির চমক এখানেই থেকে থাকেননি। স্বাধীন ভারতের পূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রথম মহিলা অর্থমন্ত্রী হলেন নির্মলা সীতারমন। তিনি গত মন্ত্রিসভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। তবে, তাঁর গুরুত্ব এখনো সমান রয়েছে। কারণ, দেশের সর্বোচ্চ কমিটি নিরাপত্তা বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, বিদেশ মন্ত্রীর সাথে অর্থমন্ত্রী হিসেবে নির্মলা সীতারমনও স্থান পেয়েছেন। নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে ৩০ মে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে চমক, কৃষক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর জন্য পেনশন শহীদের সন্তানকে স্কলারশীপ

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য পেনশন প্রকল্প আনল কেন্দ্রীয় সরকার। এই প্রকল্পের জন্য আগামী ৩ বছরে ১০,৭৭৪.৫ কোটি টাকা খরচের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া খুচরো বিক্রেতা ও দোকানদারদের জন্যও পেনশন প্রকল্প চালু করছে কেন্দ্র। শুক্রবার দ্বিতীয় মোদী মন্ত্রিসভার প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় কৃষি ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ পেনশন যোজনা"র আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা যে পরিমাণ টাকা জমা দেবেন কেন্দ্র সরকারও সমপরিমাণ টাকা জমা করবে। দেশজুড়ে এই প্রকল্প চালু হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সেইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ যোজনার দরজা সমস্ত কৃষকের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ১৪.৫ কোটি কৃষক উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

ছোট দোকানদার, ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র বিক্রেতাদের জন্য এ বার পেনশন স্কিম চালু করবে মোদী সরকার। গতকাল রাইসিনায় শপথ গ্রহণের পর শুক্রবার দুপুরে মন্ত্রীদের দায়িত্ব তথা মন্ত্রক বন্টন করেন প্রধানমন্ত্রী। তার পর বিকেলে মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকে ছোট দোকানদার, ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র বিক্রেতাদের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকার। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, জিএসটি সহ যে সব দোকানদার, ব্যবসায়ী ও খুচরো বিক্রেতার বছরে ব্যবসা দেড় কোটি টাকার কম তাঁরা এই স্কিমের জন্য আবেদন করতে পারবেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে। গোটা দেশে সওয়া তিন লক্ষ কমন সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া চলবে।

জাভরেকর আরও জানিয়েছেন, যাঁরা নাম নথিভুক্ত করবেন তাঁরা ৬০ বছর বয়সের পর থেকে প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা করে পেনশন পাবেন। তবে নাম নথিভুক্ত করার জন্য এবং পেনশন পাওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের মাসে ন্যূনতম আমানত জমা করতে হবে। প্রতি মাসে কাকে কত টাকা চাঁদা দিতে হবে তা ব্যবসায়ীর বয়সের উপর নির্ভর করবে। অনেকটা বিমার প্রিমিয়ামের মতই হিসাব হবে। যেমন, ১৮ বছর বয়সে নাম নথিভুক্ত করলে রোজ ২ টাকা অর্থাৎ মাসে ৬০ টাকা চাঁদা দিতে হবে। ২৯ বছর বয়সে কেউ নাম নথিভুক্ত করলে তাঁকে মাসে একশ টাকা দিতে হবে। চল্লিশ বছর বয়সে কেউ নাম নথিভুক্ত করলে তাঁকে মাসে ২০০ টাকা দিতে হবে। আবার সরকার তাঁদের অ্যাকাউন্টে ম্যাচিং গ্র্যান্ট দেবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সহকারি অধ্যাপকের শূন্যপদ পূরণ অধিকর্তাকে স্মারকপত্র এবিভিপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। রাজ্যের কলেজগুলিতে অধ্যাপকের ঘাটতি রয়েছে । তাছাড়া, নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত বিভিন্ন কলেজ । এই সমস্ত সমস্যার সমাধান চেয়ে উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তাকে স্মারকপত্র প্রদান করেছে এবিভিপি-র আগরতলা শাখা । শাখার সভাপতি ড় সন্দীপ দেবের কথায়, শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষাঙ্গনে পরিকাঠামোগত ত্রুটি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। তাতে প্রকৃত শিক্ষার সুফল থেকে ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত হন । তাই কলেজগুলিতে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার আগে ওই সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধানের দাবি জানানো হয়েছে ।

ড় সন্দীপ দেব বলেন, রাজ্যে ২০০৭ সাল থেকে কলেজগুলিতে সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ করা হচ্ছে না। প্রচুর শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও তা পূরণ করছে না রাজ্য সরকার। অথচ রাজ্যে প্রায় ৬০০ নেট/শ্লেট/পিএইচ.ডি যোগ্যতাসম্পন্ন চাকরি-প্রত্যাশী রয়েছেন। তাঁর দাবি, অবিলম্বে কলেজগুলিতে যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যাপক নিয়োগ করা হোক। তাতে, ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবেন।

এছাড়া রাজ্যে নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলেও ককবরক এবং বাংলা বিষয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়নি । শুক্রবার এবিভিপি-র পক্ষ থেকে ককবরক এবং বাংলা বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তের দাবি জানানো হয়েছে । তাছাড়া, পরিকাঠামোগত সমস্যা নিয়েও ওই ছাত্র সংগঠন আজ সরব হয়েছে। আগরতলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নতুন সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি-পিআইবি

দুর্ঘটনায় হত জিআরপি কর্মী আহত আরও এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। চালকের ভুলের মাশুল দিলেন এক জিআরপিএফ কর্মী। শুক্রবার সকালে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার জোরা কালভার্ট এলাকায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় জিআরপিএফ কর্মী মহেন্দ্র সিং (৫৮)-এর মৃত্যু হয়েছে। ওই দুর্ঘটনায় জনৈক কাপড় ব্যবসায়ী রঞ্জিত দাস (৫৫) গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন। তাঁকে ধর্মনগর হাসপাতাল থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। চালক পলাতক বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশের খবর, আজ সকাল সাতটা নাগাদ ধর্মনগর জোরা কালভার্ট এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি তেল পরিবাহী গাড়িতে একটি মারুতি কারের ধাক্কা লাগে। পুলিশ জানিয়েছে, টিআরসি ৫ ডি ১৫৯৬ নম্বরের তেল পরিবাহী গাড়িটিকে চালক রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে পরিষ্কার করছিলেন। এমন সময় প্রচণ্ড গতিতে এমএল ১১ ১৮৩০ নম্বরের মারুতি গাড়িটি তেল পরিবাহী গাড়িতে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। তাতে গাড়ির সামনের সিটে বসা জিআরপিএফ কর্মী মহেন্দ্র সিং-এর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। গাড়ির পেছনের সিটে বসা কুমারঘাটের বাসিন্দা পেশায় কাপড় ব্যবসায়ী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিবেশীকে কুপিয়ে হত্যার দায়ে দোষীর যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। প্রতিবেশীকে দা দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে খুনের অপরাধে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে বিশালগড়ের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত। ২০১৭ সালের ৬ এপ্রিল সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় মহকুমার লেম্বুতলিতে এই নৃশংস খুনের ঘটনা ঘটেছিল। আদালত আসামিকে কারাদণ্ডের পাশাপাশি পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের ৫ এপ্রিল রাতে সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় মহকুমার লেম্বুতলি উত্তরপাড়ার বাসিন্দা কালিপদ রায় (৬০) মদমত্ত অবস্থায় প্রতিবেশী বীরুলাল সরকারকে (৬০) প্রচণ্ড গালিগালাজ করেন। ওই সময় অন্য প্রতিবেশীদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি বেশি দূর এগোতে পারেনি। কিন্তু, তার পরের দিন সকালে বীরুলাল সরকার কালিপদ রায়ের বাড়িতে গিয়ে হইচই শুরু করেন। ওই সময় দুই প্রতিবেশীর মধ্যে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা হয়। তাতে উত্তেজিত হয়ে কালিপদ রায় দা দিয়ে বীরুলাল সরকারকে তিনবার আঘাত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে গড়ে উঠবে এনসিসি অ্যাকাডেমি পূর্বোত্তরে দ্বিতীয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। রাজ্যে গড়ে তোলা হবে এনসিসি অ্যাকাডেমি। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অধীন মোহনপুরে ৪.৩ একর জমিতে এই অ্যাকাডেমি গড়ে উঠবে। শুক্রবার এ-কথা জানিয়েছেন এনসিসি-র পূর্বোত্তর জোনের এডিজি মেজর জেনারেল বিপিন বক্সি। তাঁর কথায়, রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় এই অ্যাকাডেমি স্থাপিত হবে।

আজ আগরতলায় বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে এনসিসি-র স্টেট অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, এনসিসি-র পূর্বোত্তরে জোনের এডিজি মেজর জেনারেল বিপিন বক্সি এবং রাজ্য সরকার ও এনসিসি-র পদস্থ আধিকারিকরা। মূলত, এ-ধরনের বৈঠক প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হয়।

এনসিসি-র পূর্বোত্তর জোনের এডিজি মেজর জেনারেল বিপিন বক্সি বলেন, এনসিসি পরিচালনা নিয়ে রাজ্য সরকারের শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথের সাথে আলোচনা হয়েছে। রাজ্য সরকার সবরকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে। তিনি জানান, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোহনপুরে ৪.৩ একর জমিতে গড়ে তোলা হবে এনসিসি অ্যাকাডেমি। সেখানে এনসিসি-র পুরো প্রশিক্ষণ একই স্থানে দেওয়া সম্ভব হবে। শ্যুটিং থেকে শুরু করে যাবতীয় সমস্ত প্রশিক্ষণ একই জায়গায় হবে।

তিনি বলেন, এখন বিভিন্ন সময়ে ক্যাম্পে এক জায়গায় সমস্ত ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই, এই অ্যাকাডেমি গড়ে তোলা খুবই জরুরি, দাবি করেন তিনি। মেজর জেনারেল বক্সির কথায়, পূর্বোত্তরে শুধু অসমের যোরহাটে এনসিসি অ্যাকাডেমি রয়েছে। এই অঞ্চলে দ্বিতীয় অ্যাকাডেমি হবে ত্রিপুরায়। তাঁর মতে, ওই অ্যাকাডেমি ত্রিপুরা সরকারও নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে।

আজকের বৈঠক সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, ত্রিপুরায় ২১টি ডিগ্রি কলেজে এবং ৫৫টি বিদ্যালয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্ষণ ও প্রতারণা মামলায় অভিযুক্ত আইপিএফটি বিধায়কের আগাম জামিন নাকচ হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। ধর্ষণ ও প্রতারণার মামলায় আইপিএফটি বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরার আগাম জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট। শুক্রবার ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ এই রায় দিয়েছেন। ফলে, যে-কোনও মুহূর্তে বিধায়ক গ্রেফতার হতে পারেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার শাসক জোট শরিক আইপিএফটি-র বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও প্রতারণার অভিযোগ এনে মামলা করেছিলেন এক যুবতী। তাঁর বিরুদ্ধে মান্দাই থানায় ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৭৬ এবং ৪১৭ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। ধলাই জেলার রাইমাভ্যালি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ধনঞ্জয় শুরু থেকেই এই অভিযোগ অস্বীকার করছেন। তিনি আবারও জানিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত হচ্ছে।

পশ্চিম জেলার জিরানিয়া মহকুমার মান্দাই এলাকার এক যুবতীর অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০১৪ সাল থেকে তাঁকে ধর্ষণ করে আসছেন বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা। তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তারই ফায়দা নিয়েছেন ধনঞ্জয়, অভিযোগ যুবতীর। তাঁর অভিযোগ, এখন ধনঞ্জয় তাঁকে বিয়ে করতে অস্বীকার করছেন। এই অভিযোগ তুলে যুবতীটি তাঁর বাড়ির পার্শ্ববর্তী মান্দাই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। বর্তমানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সমাজদ্রোহীদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ কৈলাসহরের মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে ।। চোর, ছিনতাইকারী ও সমাজদ্রোহীদের ত্রিবেণী সংযোগে কৈলাসহর শহরের ব্যবসায়ী সহ সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। প্রতি রাতেই কোন না কোন ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ব্যবসায়ী ও স্থানীয় জনগণ। বৃহস্পতিবার রাতে শহরের নেতাজী কর্নারে ২ টি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। কৈসাসহর ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে শনিবার থানা কতৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা সহ পূর্বোত্তরের একাধিক ট্রেনে যোগ হল অতিরিক্ত কামরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। আগরতলা-গর্জি এবং আগরতলা-ধর্মনগর প্যাসেঞ্জার ট্রেনে অতিরিক্ত কামরা জুড়েছে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে। তাতে মোট ৪৯০টি আসন বেড়েছে। এছাড়া, জনপ্রিয় প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলিতেও পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে অতিরিক্ত কামরা জুড়ে দেওয়ায় অতিরিক্ত ৮১০টি আসন বেড়ে গিয়েছে। মূলত, স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি অধিক যাত্রী পরিবহণের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক প্রণবজ্যোতি শর্মা।

শর্মা জানান, আগরতলা-গর্জি দুটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে অতিরিক্ত কামরা যুক্ত করা হয়েছে। ৫৫৬৮১/৫৫৬৮২ এবং ৫৫৬৮৩/৫৫৬৮৪ এই দুটি ট্রেনে চারটি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির কামরা এবং একটি লাগেজ ভ্যান জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে ওই ট্রেনগুলিতে বর্তমানে যাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত চারশোটি নতুন আসন উপলব্ধ হয়েছে। তিনি আরও জানান, ৫৫৬৭৯/৫৫৬৮০ আগরতলা-ধর্মনগর ট্রেনেও সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির একটি কামরা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে, এই ট্রেনের যাত্রীরা এখন থেকে অতিরিক্ত ৯০টি আসন পরিষেবার সুবিধা পাবেন।

প্রণবজ্যোতি শর্মার কথায়, পূর্বোত্তরের আরও কয়েকটি জনপ্রিয় প্যাসেঞ্জার ট্রেনেও অতিরিক্ত কামরা যুক্ত করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। তিনি জানান, ৫৫৬১৫/৫৫৬১৬ গুয়াহাটি-শিলচর-গুয়াহাটি ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনে একটি এসি-থ্রি টায়ার কোচ লাগানো হয়েছে। তাতে ৬৪টি অতিরিক্ত আসন ওই ট্রেনে উপলব্ধ হচ্ছে। পাশাপাশি নিউ বঙাইগাঁও-গুয়াহাটি তিনটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সঙ্গে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির তিনটি কামরা যুক্ত হয়েছে। ফলে, ৫৫৮০৩/৫৫৮০৪, ৫৫৮০৯/৫৫৮১০ এবং ৫৫৮১৭/৫৫৮১৮, এই তিনটি ট্রেনে এখন থেকে অতিরিক্ত ২৭০টি আসন উপলব্ধ হবে।

প্রণবজ্যোতি শর্মার কথায়, রাঙাপাড়া- রঙিয়া ৫৫৮৯৩/৫৫৮৯৪ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২২৮ ▫ ১ জুন ২০১৯ ইং ▫ ১৭ জ্যৈষ্ঠ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বাংলায় সূর্য্য অস্তমিত?

বাংলা আর বাঙালীর গর্ব নহে। ইহা সারা দেশবাসীর মনেই গাঁথিয়া থাকিবার কথা। ইহা ইতিহাস স্বীকৃত যে, আজ বাংলা যাহা ভাবে ভারত তাহা ভাবে কাল। যুগে যুগেই এই গৌরব গাঁথা সারা দেশেই প্রেরণা যুগাইয়াছে। ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ভারতের নবজাগরণের সূচনা হইয়াছিল বাংলার মাটি হইতেই। বাংলা মানে অবিভক্ত বাংলা। পূর্ব ও পশ্চিমের মেলবন্ধন। এই বাংলাকে নিয়াই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কবিতায় গানে বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিয়াছেন। 'তুমি আমরা সোনার বাংলা, তোমায় আমি ভালবাসি'। সত্যি বাংলা ছিল সোনার। এই বাংলাতেই একের পর এক মনীষিরা আভির্ভূত হইয়াছেন। গোটা দেশকে পথ দেখাইয়াছেন। এই বাংলাতেই জন্মিয়াছিলেন নেতাজী, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ হইতে শুরু করিয়া বহু মনীষি। যাঁহারা জাতীয় স্তরেই নহে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভাব ছড়াইয়াছিলেন। ভারতের সেই পশ্চিম বাংলা কি অতীত স্মৃতি বিস্মিত হইয়াছে? দিনে দিনেই এই রাজ্য রাজনীতির কর্দমাক্ত পথে যেন হাঁটিতেছে। এরাজ্য দীর্ঘ সময় ছিল কংগ্রেস শাসিত। প্রতিথযশা ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রীত্ব করিয়াছেন। কার্য্যত পশ্চিমবঙ্গের রূপকার তিনিই। কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসনের পর এই রাজ্যে বামপন্থীরা ক্ষমতা দখল করে। সেই বাম শাসনেই পশ্চিমবঙ্গ স্বকীয়তা হারায়। ষাট সত্তরের দশকে রাজনৈতিক হিংসা হানাহানি, বেকারত্ব দারিদ্রতা বিশ্লেষণ নিষ্পেষণ ইত্যাদির কারণে জনমন মুক্তির পথ খুঁজিতেছিল। গরীব সর্বহারার মুক্তির স্লোগান তুলিয়া বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করে। বামেদের দীর্ঘ শাসনে পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ রোধ করা যায় নাই। শিক্ষা, কৃষি, শিল্প সর্বব্যাপী ব্যর্থতা মানুষকে ক্ষীপ্ত করে। বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান রাজ্য ছাড়িতে বাধ্য হয়। শ্রমিক দরদের নামে শিল্পের সর্বনাশ ত্বরান্বিত হয়। ক্ষমতাসীন সিপিএম দলে সুবিধাভোগী শ্রেণীর আধিপত্য বিস্তৃত হয়। অহংকার গ্রাস করে নেতাদের। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে ক্ষোভের আগুন যখন তীব্র হয় তখনই তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের জোট পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসীন হয়। কিন্তু, একক গরিষ্ট তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেস জোটবদ্ধ থাকিতে পারিল না। কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক তখনই তিক্ততার পর্য্যায়ে পর্য্যবসিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস, সিপিএমের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতেই তৃণমূল কংগ্রেসের সামনে প্রবল প্রতাপের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেসের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতায় আঘাত হানে গেরুয়া শিবির। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে আঠারোটি আসন পাইয়া বিজেপি তৃণমূলকে কড়া বার্তা দিল।

সিপিএম বা বামেদের শাসনে লড়াইর ইতিহাসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনন্য ভূমিকাকে অনেকেই কুর্নিশ জানাইয়াছেন। এতবড় প্রতিবাদী কন্ঠ দুর্লভ ইহা স্বীকার না করিয়া বোধহয় উপায় ছিল না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অপশাসনের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই করিয়া মমতা অগ্নিকণ্যারূপে জনমনে আভির্ভূতা হইয়াছিলেন। পায়ে চটি জুতা, আটপাড়ে শাড়ি, সাদাসিদা অনাড়ম্বর জীবন জনমনে তিনি জায়গা করিয়া নিয়াছিলেন। তিনি কেন্দ্রের রেলমন্ত্রীত্ত্ব করিয়াছেন। কেন্দ্রে এনডিএ অর্থাৎ বিজেপির সঙ্গে ঘর করিয়াছেন। আজ তিনি বিজেপি সম্পর্কে চরম অসহিষ্ণু। তাঁহার প্রায় আট বছরের মুখ্যমন্ত্রীত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা কতখানি হ্রাস পাইয়াছে তাহা লোকসভা ভোট দেখাইয়া দিয়াছে। তৃণমূল কংগ্রেসের একশ্রেণীর নেতার অহংবোধ, তোল্লাবাজী ইত্যাদি অত্যাচারের বিরুদ্ধে সিপিএম ও কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা বিজেপির মধ্যে অবলম্বন খুঁজিয়াছে। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির তৎপরতা দেখিয়া মমতা বুঝিয়া গিয়াছেন পরিস্থিতি কত ভয়ানক। আর এজন্যই হয়তো বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তাঁহার মাত্রাতিরিক্ত রাগ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। রাগ থাকিতেই পারে। কিন্তু, আচরণ হইতে হইবে সংযত। বিনয় মানুষকে মহান করে। মোদি যতখানি বিনয়ী হইতে পারিয়াছেন মমতা তাহার ধারে কাছে আছেন কিনা বলা মুশকিল। গণতন্ত্রের থাপ্পড়, কান ধরে উঠবোস করানোর মতো গালাগাল মোদি খুব বিনয়ের সঙ্গে ভোট টানিতে কাজে লাগাইয়াছেন বলা যাইতে পারে।

অগ্নিকন্যা লোকসভা ভোটের আগেই এমন অসংযত আচরণে মত্ত হইলেন কিভাবে বুঝা মুশকিল। ভোট ফল প্রকাশের পর তাঁহার মেজাজ হারানোর ঘটনা সত্যিই উদ্বেগের। জয় শ্রীরাম বলিলেই একজন মুখ্যমন্ত্রী তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিবেন? গণতন্ত্রে অন্য মতাদর্শে বিশ্বাসীদেরও শ্রদ্ধা করিতে হয়। 'জয় শ্রীরাম' তো নিষিদ্ধ শব্দ নহে? নেত্রী সুলভ আচরণের সামনে এই ঘটনা কি প্রশ্ন চিহ্ন আঁকিয়া দিল না? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শপথ অনুষ্ঠান বয়কট করিয়াও তিনি গণতন্ত্রের সংবিধানের মর্যাদা রক্ষায় ভূমিকা নিতে পারিয়াছেন কিনা আজ বড় প্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে খুন হইয়াছেন এমন ৫৬জন বিজেপি কর্মীর পরিবার পরিজনদের শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোয় মমতা ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে একটিও রাজনৈতিক খুন হয় নাই বলিয়া তিনি দাবি করিয়াছেন। তুমি অধম বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন বলিতে পারেন যিনি তিনি জনমনে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠা পান। একজন নেতা নেত্রীর আচরণ জনমনে গভীর রেখাপাত করে। মমতার সাম্প্রতিক ভূমিকা জনমনে হতাশাই ডাকিয়া আনিয়াছে। চারিদিকে যখন বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি আগ্রাসনের মুখে পড়িয়াছে, যখন মোদের গরব মোদের আশা আ'মরি বাংলা ভাষার আকাশে দূর্য্যোগের কালো মেঘ ঢাকিয়া গিয়াছে তখন এক সময়ের অগ্নিকন্যা মমতা যেন আশাহত করিয়াছেন। মমতাই ঘোষণা করিয়াছিলেন বাংলাই গোটা দেশকে পথ দেখাইবে। কিন্তু, এক সময়ের অগ্নিকন্যাই তো এখন মেজাজ হারাইয়া বিধ্বস্ত। নেত্রী মমতা এতদিনের অর্জিত ও সঞ্চিত ভাবমূর্তিকে কি গঙ্গার জলে বিসর্জনের ব্যবস্থা করিতেছেন না?

গণতন্ত্রের স্বার্থে নির্বাচনী সংস্কার জরুরী

বরুণ দাস

ভারত সংসদীয় গণতন্ত্র কি বিপর্যয়ের মুখে? এমন একটি জরুরী ও সময়ানুগ প্রশ্ন উঠেছে নানা মহল থেকে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে দেশে এমন বিতকির্ত প্রশ্ন ওঠা গভীর চিন্তার বিষয় নিঃসন্দেহে। গণতন্ত্রের বিপর্যয় বা 'ক্লোদাক্ত প্রবাহ' মহানান্য সর্বোচ্চ আদালতেরও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর পুপ্রিম কোর্ট পার্লামেন্টকে নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়, আইন প্রণয়নে মাধ্যমে গণতন্ত্রের বিপর্যয় আটকানোর জন্য। এখন প্রশ্ন হল, কীভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিপর্যয় হতে চলেছে? এই বিপর্যয়ের কারণই-বা কী ? কীভাবেই বা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ভূমিকা নিতে হবে?

আসলে রাজনীতির দুর্বত্তায়ন নিয়ে আমরা অনেকেই হয়তোবা সচেতন। কিন্তু প্রতিকারের পথ আমাদের জন্য নেই বা জানলেও তা আমাদের ক্ষমতায় বাইরে। এই অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত। রাজনীতিকরা এর মধ্যে হয়ত-বা বিচারবিভাগের 'অতি সক্রিয়তা'র দিক খুঁজে পাবেন। ইতিপূর্বে বিচারবিভাগের অতি সক্রিয়তার সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রে মহামান্য সরকার বাহাদুর। অপ্রিয় সত্যভাষণ কারই -বা ভালো লাগে। কেন্দ্রীয় সরকারই বা ব্যতিক্রম হবে কেন?

'চোর না শোনে ধর্মের কাহিনি' বলে বহুশ্রুত বাংলা প্রবাদবাক্যটি মান্যতা নিতে আগ্রহী আমাদের সরকার বাহদুর। শুধু কেন্দ্রে সরকার বাহাদুরই বা কেন, যারা জাতীয় স্তরে এখন বিরোধী পক্ষে আছেন কিম্বা রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় আছেন, তাঁরাই বা কী ভূমিকা পালন করছেন? দশ বছর কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত ইউপিএ সমর্থন জুগিয়ে ওই সরকারের অন্যতম অংশীদার ছিলেন। তারাই -বা রাজনীতিক-দুর্বৃত্ত আঁতাত নিয়ে কী করেছেন?

আসলে শুধু দক্ষিণপন্থীরাই নয়, বামপন্থীরাও রাজনীতিক-দুর্বৃত্ত আঁতাতের বিষয়টা মোটামুটি মেনে নিয়েছেন। কেননা সংসদীয় রাজনীতিতে 'টিকে' থাকতে গেলে রাজনীতিক -দুর্বৃত্ত আঁতাত মেনে নিতেই হয়। বাংলায় চৌত্রিশ বছরের রাম শাসনেরক চব্বিশ বছর তারাও দুর্বৃত্তদের সাহায্য নিয়েছেন। প্রতিটি নির্বাচনে ওই দুর্বৃত্তদের 'ব্যবহার' করেছেন। আসলে জনগণের ওপর আস্থা চলে গেলে 'ভোট করাতে' দুর্বৃত্তদের সক্রিয় সাহায্য প্রয়োজন। হাত-কাটা, কান-কাটা, নাক-কাটাদের ওপর ভরসা রাখতে হয়।

হ্যাঁ, এটাই সংসদীয় গণতন্ত্রে আসল ট্র্যাজেডি। গণতন্ত্র বিপর্যস্ত হলে, গণতন্ত্র ধর্ষিত হলে, গণতন্ত্র কলঙ্কিত হলে কিম্বা গণতন্ত্র মরে গেলেও সংসদীয় রাজনীতির কোনও ক্ষতি নেই, কারণ তার শবদেহ নিয়েও বেশ চলে যায়। এবং বলতে দ্বিধা নেই, এখন জীবিত গণতন্ত্রে থেকেও মৃত গণতন্ত্র অর্থাৎ গণতন্ত্রে গলিত শবদেহ নিয়ে রাজনীতি করতেই আজকের রাজনীতিকরা বেশি স্বাচ্ছেন্দ্য বোধ করেন। সত্যি এ এক দুঃসময়। এই দুঃসময়ের অবসান আদৌ হবে কিনা তা আমাদের কারও হয়ত-বা জানা নেই।

যাঁরা এখনও সংসদীয় গণতন্ত্রে স্বাস্থ্যও সুস্থতা নিয়ে কিছুটা অন্ততঃ চিন্তাভাবনা করেন, তাঁদের মতে, মতবাদ নির্বিশেষে ডান-বাম রাজনৈতিক দলগুলি সংসদীয় গণতন্ত্রে সুস্থতা নিয়ে মোটেই ভাবিত নন। কারণ সুস্থ গণতন্ত্র তাদের সংকীর্ণ। কে আর সাধ করে নিজেদের স্বার্থ বিঘ্ন করতে চাইবেন (পড়ুন নিজেদের প্রায় কুড়ুল মারবেন)? তাই ব.াজনৈতিক বিভেদ-বিদ্বেষ-দ্বন্দ্ব-ভ্রান্তির মাঝেও এ ব্যাপারে সবাই কেমন যেন বৌদ্ধিক নীরবতা অবলম্বন করতেই আগ্রাহী।

তবে একথা আজ জলের মতোই স্পষ্ট যে, রাজনীতিক -দুর্বৃত্ত আঁতাতের বিষয়টা ঠেকাতে হলে অবিলম্বে কিছু জরুরি পদক্ষেপ দেওয়া প্রয়োজন। কী সেই জরুরি পদক্ষেপ? এর বিরুদ্ধে কঠোর ও কঠিন আইন প্রণয়ন করে প্রতিটি রাজনৈতিক দলগুলিকে কড়া নির্দেশ দেওয়া দরকার। কী সেই কড়া নির্দেশ?

একদিকে দলের কলঙ্কিত সদস্যদের যেমন দ্রুত বরখাস্ত করতে হবে, অন্যদিকে দলের বাইরের দুর্বৃত্তদের সঙ্গেও কোনওরকম গোপন আঁতাত রাখা চলবে না। নির্বাচনে তাদের 'ব্যবহা'ও করা যাবে না।

এক প্রাজ্ঞ আইনজীবীর কথায়, 'যতক্ষণ পর্যন্ত না সংবিধানের ১০২ ধারা এবং পিপলস রিপ্রেজেন্টেশন অ্যাক্ট-এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হচ্চে, সংসদে, কোনও পরিবর্তনই সম্ভব নয়। কিন্তু কথ হল, বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবেন কে? রাজনীতিক-দুর্বৃত্ত আঁতাত যে সব দলেরই দরকার। ভীষণভাবেই দরকার। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের আস্থা হারানো রাজনৈতিক দলগুলির। আসল সমস্যাটা এখানেই। তাই মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আর বাস্তবায়িত হয় না। সংসদের ঠাণ্ডা-ঘরে বন্দি হয়ে গুমকে কাঁদে।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে 'ন্যাশনাল ইলেকশন ওয়াচ' এবং 'অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস'-এর এক যৌথ সমীক্ষায় ৫৪৩ জন নির্বাচিত সাংসদের মধ্যে ৫৪২ জনের শপথ নেওয়া শংসাপত্রের বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এক চমকপ্রদ তথ্য। যা ওপেন সিক্রেটও বলা যায়। ওই বিশ্লেষণে দেখা গেছে, দুর্বৃত্ত প্রার্থীদের জেতার সম্ভাবনা প্রায় ১৩ শতাংশ। যেখানে সাধারণ সৎ প্রার্থীর জেতার সম্ভাবনা মাত্র ৫ শতাংশ। এরপর মতবাদ নির্বিশেষে কোনও রাজনৈতিক দল আর দুর্বৃত্তদের সঙ্গেও আঁতাত নষ্ট করার ঝুঁকি নেবে? যাঁরা সক্রিয় রাজনীতি করেন, তাঁরা আর যাই হোন, নির্বোধ ননন। কারণ আজকের রাজনীতিতে চতুর ও স্বার্থান্বেষী না হলে কোনও দলেই টিকে থাকতে পারবে না। রাজনীতি মানে দেশেসেবা বা সমাজসেবা অর্থাৎ কোনওভাবেই জনসেবা নয়, নির্বাচনে জয়ী হওয়াই একজন রাজনীতিকের একমাত্র লক্ষ্য। এজন্য একবার নির্বাচিত হওয়ার পর পরের পার কোনও কারণে নিজের দলের টিকিট না পেলেই দল-বদলের প্রস্তুতি নেন রাজনীতিকেরা। পিঠ বাঁচানোর ঢাল হিসেবে শুধু গুছিয়ে একটা সময়ানুগ 'কারণ' বের করেন।

ওই সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে, ৮১৬৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৩৯৮ জনের (শতাংশের বিচারে ১৭ শতাংশ) বিরুদ্ধেই সমাজবিরোধী কাজে জড়িত থাকার গুরুতর অভিযোগ ছিল। এবার আর একটু পিছনে ফেরা যাক, ২০০৯ সালের লোকসবা নির্বাচনে ৭৮১০ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১৫৭ জনের (শতাংশের হিসেবে ১৫ শতাংশ বিরুদ্ধে নানারকম অপরামধূলক কাজের অভিযোগ ছিল। যার মধ্যে ৮৮০ (১১ শতাংশ) জনের বিরুদ্ধে খুন , খুনের চেষ্টা, অপরহরণ, সাম্প্রদায়িক হিংসা, নারী নির্যাতনের মতো গুরুতর অভিযোগও রয়েছে।

সুতরাং ওই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, কোনওরকম লুকোচুরির ব্যাপার নয়, মতবাদ নির্বিশেষে ডান-বাম প্রতিনি রাজনৈতিক দলের সুপ্রিমো বা কাণ্ডারীরা জানতেন দলীয় প্রার্থীদের গুরুতর অপরাধের যাবতীয় খতিয়ান। এবং বলতে দ্বিধা নেই, সবকিছু জেনেশুনে সচেতনভাবেই তারা 'অভিযুক্ত' প্রার্থীদের সংসদে পাঠানোর জন্য নির্বাচনে দাঁড়ানোর মনোনয়ন দিয়েছেন। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, প্রকৃত অপরাধী কে বা কারা ? যিনি দলের হয়ে দাঁড়াচ্ছেন-তিনি নাকি তার দলের সুপ্রিমো বা কাণ্ডারী?

> আসলে রাজনীতির দুর্বত্তায়ন নিয়ে আমরা অনেকেই হয়তোবা সচেতন। কিন্তু প্রতিকারের পথ আমাদের জন্য নেই বা জানলেও তা আমাদের ক্ষমতায় বাইরে। এই অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত। রাজনীতিকরা এর মধ্যে হয়ত-বা বিচারবিভাগের 'অতি সক্রিয়তা'র দিক খুঁজে পাবেন। ইতিপূর্বে বিচারবিভাগের অতি সক্রিয়তার সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রে মহামান্য সরকার বাহাদুর। অপ্রিয় সত্যভাষণ কারই -বা ভালো লাগে। কেন্দ্রীয় সরকারই বা ব্যতিক্রম হবে কেন?

অনেকেরই হয়ত-বা স্মরণে আছে,জনতা আমলে মোরারজি দেশাই সরকারের পতন হলে, চরণ সিং, চন্দ্রশেখর প্রমুখদের নেতৃত্বে সাময়িকভাবে নড়বড়ে সরকার গঠিত হয়। ওই সরকারে বামপন্থীরা সমর্থন দেন। সিপিআই সরকারের যোগ দেয়। প্রবীণ সিপিআই সাংসদ কমরেড ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন। স্বরাষ্ট্র-প্রতিমন্ত্রী হন বিহারের লালুপ্রসাদের দলের সাংসদ তসলিমুদ্দিন যার নামে ৪২টি মামলা ছিল যার মধ্যে খুন, খুনের চেষ্টা, ধর্ষণ, অবহরণ, সাম্প্রদায়িক হিংসা, নারী নির্যাতনের মতো গুরুতর অভিযোগ।

পরে অবশ্য চাপে পড়ে নানা গুরুতর অপরাধে তসলিমুদ্দিনকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তেকে 'সরিয়ে' দেওয়া হয়। এরপরও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সংসদীয় গণতন্ত্রে ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনওরকম উদ্বেগ দেখা যায়নি। বরং 'এমনটা তো হয়েই থাকে' গোছের মানসিকতা দেখা গেছে। এরপরও আমাদের অনেকের মধ্যে ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে অপনার মহিমা নিয়ে উচ্চকিত হতে দেখা গেছে। রাজনীতি কোন অবস্থায় পৌঁছলে এমন মানসিকতার জন্ম দেয় তা ভাবলে আমাদের মতো পাঁচ-পাবলিকেরও পিলে চমকে ওঠে।

এই উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধের ইতি টানি অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস এর আরও একটি সমীক্ষার ফলাফল উল্লেখ করে। ২০১৮ সালে করা ওই সমীক্ষার ফলাফলে জানা গেছে, ভারতের বিধানসভা ও লোকসভা মিলিয়ে মোট প্রতিনিধিদের প্রায় ৩৩ শতাংশের বিরুদ্ধেই অসামাজিক কাজে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে মামলা চলছে। রয়েছে দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার গুরুতর অভিযোগও। কিন্তু অবাখ কাণ্ড, এদের সিংহভাগকেই পুনরায় নির্বাচনে লড়ার টিকিট দিয়েছে মতবাদ নির্বিশেষে রাজনৈতিক দলগুলি।

ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র এরপরেও নিরাপদ আছে ভাবলে কফিন শেষ পেরেকটি পোঁতা হবে এবং পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা সেদিকেই পা বাড়িয়ে আছি। কঠোর হাতে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করতে না পারলে সমূহ সর্বনাশ একথা আর কবে বুঝব আমরা? রাজনৈতিক দলগুলি এ নিয়ে সরব হবে না একথা বলাই বাহুল্য। এগিয়ে আসতে হবে আমাদের মতো পাঁচ-পাবলিককেই। তাদের দাবি হবে, নির্বাচনের আগে প্রতিটি দলের ইস্তাহারে তাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে এসব অনাচার বন্ধ করতে। নাহলে ভোট নয়।

(সৌজন্য দৈঃ স্টেটসম্যান)

প্রয়াত কালিয়াগঞ্জের কংগ্রেস বিধায়ক প্রমথনাথ রায়

কলকাতা, ৩১ মে (হি.স): বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কলকাতায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হলেন কালিয়াগঞ্জের কংগ্রেস বিধায়ক প্রমথনাথ রায়। জনপ্রতিনিধি হিসেবে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন। রাজ্যে পালাবদলের পর মন্ত্রীও ছিলেন প্রায় বছর দেড়েক। ফুসফুসের সংক্রমণে ভুগছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

গত কয়েক মাস ধরে তিনি ক্যানসারে ভুগছিলেন বলে জানা গেছে। প্রবীণ এই বিধায়কের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা আবদুল মান্নান। উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থেকে তিনি একাধিকবার বিধায়ক হয়েছিলেন। ১৯৯৬, ২০০১, ২০১১ ও ২০১৬-তে তিনি কালিয়াগঞ্জে কংগ্রেসের টিকিটে বিধায়ক নির্বাচিত হন। ২০১১-তে তৃণমূল ও কংগ্রেসের জোট সরকারে উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তিনি। তবে বেশিদিন অবশ্য মন্ত্রী ছিলেন না তিনি। বছর দেড়েক পর যখন কংগ্রেস ও তৃণমূলের জোট ভেঙে যায়, তখন মন্ত্রিত্ব হারান প্রমথনাথবাবুও। তবে ২০১৬ সালে ফের কালিয়াগঞ্জ থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। জানা গেছে, কয়েক মাস আগে যকৃতে সিস্ট ধরা পড়ে প্রয়াত কংগ্রেস বিধায়ক প্রমথনাথ রায়ের। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে ভর্তি করা হয় কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সিস্ট থেকেই শেষপর্যন্ত ক্যানসারে আক্রান্ত হন কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রমথনাথ রায়। তবে যেহেতু এখন স্পিকার শহরে নেই, তাই রীতি মাফিক প্রয়াত বিধায়কের দেহ আনা হয়নি বিধানসভায়। শুক্রবার সকালে মরদেহ নিয়ে কালিয়াগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান পরিবারের লোকেরা। গত বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের টিকিটে জিতে বিধায়ক হয়েছিলেন ৪৪ জন। কিন্তু, পরবর্তীকালে দলবদলে তৃণমূলে যোগ দেন ১৭ জন। যদিও বিধায়ক পদ থেকে এখনও পর্যন্ত কেউই ইস্তফা দেননি। প্রয়াত প্রমথনাথ রায় অবশ্য আমৃত্যু কংগ্রেসেই ছিলেন। দলের কঠিন সময়ে তাঁর মৃত্যু কংগ্রেসের বড় ক্ষতি বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। প্রয়াত বিধায়কের পরিবার সূত্রে খবর, মরদেহ কলকাতা থেকে সড়কপথে কালিয়াগঞ্জের বাড়িতে নিয়ে আসা হবে। বিধানসভার অধিবেশন বন্ধ থাকায় ওই বেসরকারী হাসপাতালে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়াত বিধায়ককে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।

ভূগর্ভস্থ জলের আধারে টান

আমিনুর রহমান

আজ থেকে পাঁচ বছর আগে কৃষি প্রধান বর্ধমান জেলাতে যে ভয়াবহ জলসংকট নেমে আসতে চলেছে তার আগাম সতর্কতা জারি করে স্টেট ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সুইড)। কথাটা যে কতটা সথ্য তার বাস্তব প্রমাণ পাচ্ছেন গ্রামবাংলার মানুষ। সুইড শুধু বর্ধমান জেলার ক্ষেত্রে এই বিষয়টিতে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন এ কাররণেই যে রাজ্যের মধ্যে এই জেলাতে চাষবাদ বেশি হয়। আর চাষবাদের ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবার এই জেলাতেই বেশি। কারণ এখানকার মানুষ কমপক্ষে দু-বার অন্তত ধান চাষ করেন। প্রথম ধানচাষের ক্ষেত্রে বর্ষা ভালো হলে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু দ্বিতীয় ধানচাষের ক্ষেত্রে অর্থাৎ বোরো ধানের ক্ষেত্রে বলা যায় প্রায় ৭৫ শতাংশই হয় মাটির তলার জল ব্যবহার করে। যদিও জলসংকট গত কয়েক বছরে ক্রমশ ভয়াবহতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের বীরভুম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর সব জেলাতেই কমবেশি জলের আকাল। বর্ধমান বাদে ওইসব জেলাগুলিতে গ্রীষ্মকালে প্রয়োজনমতো পানীয় জলই মেলে না। সেখানে তাই বোরো চাষ করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। যদিও বর্ধমান জেলাতেও ওই এক ধরনের সংকট নেমে এসেছে। আর তার জন্যই বোরো ধান বাদ দিয়ে বিকল্প ফসলের চাষ নিয়ে কৃষি দফতর থেকে বারাবর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যদিও খুব যে একটা বোরো এলাকা কমেছে এস কথা বলা

যাবে না। পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতার হলেও কোনওভাবেই চাষিদের যোলোআনা সচেতন করা যাচ্ছে না। বেশি লাভের আশায় বোরো চাষ করেই চলেছেন। কালবৈশাখী, শিলাবৃষ্টি ঘূর্ণিঝড় এগুলো তো আছেই। কিন্তু সবেচেয়ে সংকট এখন ভূগর্ভের জল।

এ জেলা সহ রাজ্যের কয়েকটি জেলাতে এখন সেচের জলের জন্য অনেকটাই নির্ভর করতে হয় ডিভিসি অর্থাৎ দামোদর ভ্যাল কর্পোরেশনের ওপর । কিন্তু গত একদশকে ডিভিসি সেচের জলের ক্ষেত্রে অনেকটাই হাত গুটিয়ে ফেলেছে। তার অন্যতম কারণই হল তাদের জমানো জলের ভাণ্ডারের টান পড়েছে। মাইথন, পাঞ্চেত জলাধারে আগের মতো জল মজুত করা সম্ভব নয়। পলি পড়ে জলাধারের জায়গা কমেছে প্রায় ৫০ শতাংশ। সংস্কারের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ উদাসীন। ফলে ক্যাটমেন্ট এলাকাতে বৃষ্টি বেশি হলে বাড়তি জল ক্যানেল বা দুর্গাপুর ব্যারজ দিয়ে বের করে দিতে হয়। আর সেটা যদি হয় অসময়ে তাহলে ওই জলই ফসল ডুবিয়ে চাষির ঘরে বিপদ ডেকে আনে।

গত এখদশকে বাস্তব চিত্রটা লক্ষ্য করা গেলে দেখা যাবে ডিভিসি বরাদ্দ প্রতিবছরই কমিয়ে আনছে। আর যখনই বোরো বাঁচাতে ঝলসে যাওয়া ধান নিয়ে চিন্তা চাষির তখনই অন্য উপায় না পেয়ে তেনুঘাট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে জল কিনতে হয়। শুধুমাত্র ডিভিসির ঘাড়ে দোষারোপ করেই বা কী হবে, বিভিন্ন জেলাকে সেচ দফতরের অধীন নালাগুলি সংস্কার অধরা। ফলে সেগুলিতেও জল ধারণের ক্ষমতা কম থাকায় বাড়তি জলের অপচয় রোধ করা সম্ভব হয় না। স্থানীয়ভাবে চাষিরা বারবার এ বিষয়টিতে সরকারি দফতরের নজরে আনার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে।

এতসব পদ্ধতি ও প্রযুক্তিগত গাফিলতির পাশাপাশি যেটা সবচেয়ে বড় সংকট তা হল মাটির নীচের জলভাণ্ডারে টান পড়ে যাওয়া। একদিকে প্রাকৃতিক কারণে তো বটেই, অন্যদিকে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও যথেচ্ছভাবে সেচের কাজে ভূগর্ভস্ত জলের ব্যবহার বেড়ে চলা। বিভিন্ন ব্লকের মাটির নীচে জলস্তর কমতে থাকায় সংকট যে বাড়ছে তার জন্য ২০০৬-০৭ সাল থেকেই কৃষি আধিকারিকরা সতর্ক করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কোনও নিষেধাজ্ঞা, অনুরোধ কাজে লাগেনি। প্রতি বছরই গ্রীষ্মকাল এলে জলসংকটের মাত্রা তীব্র হয়। গ্রাম ও শহরে একই চিত্র। নলকূপগুলো দিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জল ওঠে না। ভয়াবহ এই জলসংকটকে রুখতে 'সুইড' এক সমীক্ষা চালিয়ে কোথায় জল তোলা যাবে না বা যাবে তার একটি নির্দেশিকাও চালু করে। তালিকা তৈরি হয় রেডজোনের তাতেও সামলা দেওয়া সম্ভব হয়নি। রেডজোন এলাকাতেই গভীর ও অগভীর নলকূপ বসিয়ে যথেচ্ছভাবে জল তোলার কাজ চলছে নিয়মিতভাবেই। জানা গেছে রেডজোন এলাকাতে মাটির নীচের জলস্তর ৮ থেকে ১২ মিটার পর্যন্ত জলস্তর নেমে গেছে। ফলে আগামীদিনে কৃষিপ্রধান দুই বর্ধমান জেলা সহ আশপাশের অঞ্চলে স্থায়ীভাবে চাষবাস বন্ধ হয়ে যাবে সেকথা আগাম ঘোষণা না করলেও পরিস্থিতি ক্রমশ সেদিকেই যাচ্ছে। বর্তমানে তেনঘাট থেকে জল পাওয়া নিয়েও সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

(সৌজন্য দৈঃ স্টেটসম্যান)

তদানিন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শুক্রবার সুদীপ রায় বর্মন আগরতলায় একটি রক্তদান শিবিরে। ছবি-নিজস্ব।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদযাপনে অংশীদার হতে চায় ভারত

মনির হোসেন,ঢাকা, মে ৩১।। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে অংশীদার হতে চায় ভারত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের সঙ্গে এক বৈঠকে যৌথভাবে ওই আয়োজনের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদিন জানান।

টানা দ্বিতীয় মেয়াদে নরেন্দ্র মোদীর শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার দিল্লি যান রাষ্ট্রপতি হামিদ। শুক্রবার দিল্লীর হায়দ্রাবাদ হাউজে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে তাকে অভিনন্দন জানান রাষ্ট্রপতি।

বৈঠক শেষে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদিন গনমাধ্যমকে আলোচনার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানান।তিনি বলেন,বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে দুই দেশ যৌথ উদ্যোগ নিলে তা আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্ব পাবে বলে মত প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নতির ক্ষেত্রেও তা ভূমিকা রাখবে বলে তিনি মনে করেন।

আসছে ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মের শত বছর পূর্ণ হবে। আর ঠিক পরের বছর ২৬ মার্চ বাংলাদেশ উদযাপন করবে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী।১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেন শেখ মুজিবুর রহমান। কালক্রমে তার হাত ধরেই বিশ্ব মানচিত্রে নতুন দেশ হিসেবে স্থান করে নেয় বাংলাদেশ।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে আটক হওয়ার ঠিক আগে আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এরপর শুরু হয় প্রবাসী সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।

ডসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী এই যুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে পড়ে। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত মিত্রবাহিনীর কাছে ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। ওই যুদ্ধে কয়েক হাজার ভারতীয় সেনা শহীদ হয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে সরকারে ফেরার পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রাখা বিদেশি বন্ধুদের সম্মাননা জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১১ সালে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীকে সম্মাননা জানানো হয়। পরবর্তীতে সম্মাননা পান ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপায়ী এবং সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি। ২০১৫ সালের ৭ জুন বাংলাদেশ সফরে এসে বাজপায়ীর পক্ষে সেই সম্মাননা স্মারকটি নেন ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদিন বলেন, নরেন্দ্র মোদী আবারও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় বৈঠকে তাকে অভিনন্দন জানান রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ।তিনি বলেন, ভারতের জনগণ তার (মোদী) প্রতি যে আস্থা রেখেছে, সেই প্রত্যাশা তিনি পূরণ করতে পারবেন।প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার তরফ থেকেও নরেন্দ্র মোদীকে শুভেচ্ছা জানান রাষ্ট্রপতি। সেই সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান তিনি।রাষ্ট্রপতি বলেন, পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি থাকায় প্রধানমন্ত্রী নিজে আসতে পারেননি। তবে তিনি এবং বাংলাদেশের জনগণ নরেন্দ্র মোদীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।প্রেস সচিব বলেন,রাষ্ট্রপতি শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিষয়টি তাকে স্পর্শ করেছে। আর দুই দেশের মধ্যে অমীমাংসিত বিষয়গুলোর দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে এবং সেজন্য দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তির বিষয়টিও এদিন আলোচনায় আসে। ভারতে কংগ্রেস আমল থেকে আটকে থাকা ওই চুক্তির জট ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় যাওয়ার পরও খুলতে পারেননি মোদী। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তিতে বিষয়টি ঝুলে আছে।

প্রেস সচিব বলেন,বাংলাদেশের জনগণ যে তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তির সমাধানের বিষয়ে গভীরভাবে আগ্রহী, সে কথা রাষ্ট্রপতি বৈঠকে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, তিস্তা বাংলাদেশের জনগণের লাইফ লাইন। রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করেন, আগামী দিনে এই সমস্যার সমাধান হবে। নরেন্দ্র মোদীর নতুন সরকারের অধীনে আগামী ৫ বছরে দুই দেশের নিস্পত্তি না হওয়া বিষয়গুলোর সমাধান হবে।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, তিস্তাসহ দুই দেশের অভিন্ন নদীগুলোর পানি বণ্টনের বিষয়টির সমাধান হওয়া উচিৎ বলে ভারত মনে করে। সেজন্য যৌথ নদী কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।রাহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, এ সমস্যা শুধুমাত্র

ছয়ের পাতায়

নতুন অধ্যায়ের সূচনা নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দায়িত্বে অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি.স.): নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়ে গিয়েছে ৩০ মে থেকেইঊ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দ্বিতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদীঊ শপথ নেন মোট ৫৭ জন মন্ত্রীওঊ কে কে পূর্ণমন্ত্রী, স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী হচ্ছেন, তা শপথের সময়ই জানা গিয়েছিলঊ আর শুক্রবার দুপুরে ঘোষিত হল কে কোন মন্ত্রক পাচ্ছেনঊ নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রিসভায় বিদেশমন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হল ড় সুব্রহ্মণম জয়শঙ্করকেঊ নতুন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হল রাজনাথ সিংকে, নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হচ্ছেন অমিত শাহঊএছাড়াও অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হল প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকেঊ নীতীন গড়কড়ির দায়িত্বে কেন্দ্রীয় রোড ট্রান্সপোর্ট ও হাইওয়ে মন্ত্রকঊ রেলমন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হল পীযূষ গোয়েলকে, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হলেন প্রকাশ জাভড়েকরঊ পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের মন্ত্রী হলেন ধর্মেন্দ্র প্রধানঊ সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী হলেন মুক্তার আব্বাস নকভিঊ আইন মন্ত্রকের দায়িত্বে রবিশঙ্কর প্রসাদ।

আগামী বছরে ভোকেশনাল কোর্সের সাথে যুক্ত হতে চলেছে লিম্ব রিকন্সট্রাকশন কোর্স

কলকাতা, ৩১ মে (হি.স.): প্রথাগত শিক্ষার গন্ডি পেরিয়ে ভোকেশনাল কোর্সের দিকে ঝুঁকছে পড়ুয়ারাঊ এবার তাঁদের কথা মাথায় রেখেই রাজ্যের ভোকেশনাল কোর্সে যুক্ত হতে চলেছে লিম্ব রিকন্সট্রাকশন কোর্স।লিম্ব রিকন্সট্রাকশন কোর্স শিক্ষার্থীদের পেশাগত দিক থেকে খুবই সহায়ক হবে বলেই মত কাউন্সিল কর্তৃপক্ষের। পাশাপাশি রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে চালু হতে চলেছে এই কোর্স।

রাজ্যে এই ধরণের কোর্সের চাহিদা রয়েছে প্রবল মাত্রায়। তাই চাহিদা মেটাতেই চালু হতে চলেছে এই কোর্স। সধারনত অষ্টম শ্রেণী ও দশম শ্রেনীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভোকেশনাল কোর্সে ভরতি হওয়া যায়। তবে এবছর পর্যন্ত পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও লিম্ব রিকন্সট্রাকশন কোর্সের জন্য কোন শিক্ষক ছিলনাঊ সেই কারণেই কোর্স চালু করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। এবার থেকে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে যথেস্ট পরিমানে আর তারপরেই চালু করা হবে কোর্স।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ষ্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট-এর চেয়ারম্যান সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, "রাজ্যে ভোকেশনাল কোর্সে যুক্ত হতে চলেছে লিম্ব রিকন্সট্রাকশন কোর্স। অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়ে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা ভোকেশনাল কোর্সে ভরতি হতে চাইবেন তারাই সুযোগ পাবেন এই কোর্সে ভরতি হওয়ার। আগামী বছর থেকে রাজ্যের ভোকেশনাল কোর্সে অন্তর্ভুক্ত হবে এই লিম্ব রিকন্সট্রাকশন কোর্স'।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রস্তুতি : গাছের চারা রোপণ ও পরিচর্যা বিষয়ক অনুষ্ঠান ইচাবিলে

পাথারকান্দি (অসম), ৩১ মে (হি.স.) : সামনেই বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এই দিবসকে সামনে রেখে গাছের চারা রোপণ কার্যক্রমের প্রস্তুতি ও পরিচর্যা বিষয়ক এক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়া থানা এলাকার ইচাবিলে। আগামী পাঁচ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিনকে বিশেষভাবে পালনের প্রস্তুতি হাতে নিয়েছে লোয়াইরপোয়া বন দফতর। তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে শিবেরগুল এবিভিপি ইউনিট।

আসন্ন বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে ঘটা করে পালনের অঙ্গ হিসেবে এক সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ইচাবিল ৭৪৫ নম্বর এলপি স্কুলে। বন দফতর কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানটি পালনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে শিবেরগুল এবিভিপি ইউনিট। অনুষ্ঠানে গাছের চারা তৈরি করা-সহ গ্রাফটিং সিস্টেম সম্পর্কে উপস্থিতবর্গকে বিশদভাবে বুঝিয়ে দেন লোয়াইরপোয়া বন দফতরের রেঞ্জার অনুপম নিয়োগ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং নাগরিক ও স্কুল শিক্ষক, এবিভিপি কর্মকর্তাদের সামনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে রেঞ্জার বলেন, আজকাল নানা পদ্ধতিতে চারা তৈরি করা যায়। উন্নতমানের চারা বাজারেও পাওয়া যাচ্ছে। পরিবেশ রক্ষায় গাছের চেয়ে বিকল্প বন্ধু আর নেই। তাই সবাইকে বেশি করে বর্ষাকালে গাছের চারা বপণ করে পরিবেশকে সজীব করার আহ্বান জানান সাজিয়ে তোলার আহ্বান রেঞ্জার অনুপম নিয়োগ।

অনুষ্ঠানের অন্য বক্তা লোয়াইরপোয়া ফরেস্ট বিট অফিসার অনিমেশ মেধি বলেন, গাছের আরেক নাম জীবন। নিজের বাড়িতে গাছ লাগানোর জমি না থাকলেও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উঠোনে বৃক্ষের চারা রোপণ করা যেতে পারে। চারা দেবে বন বিভাগ। স্কুলসমূহের সিআরসিসি এসকে কানু তাঁর বক্তব্যে সবুজ বনানিকরণের গুরুত্ব আরোপ করে প্লাস্টিক সামগ্রী বর্জনর ডাক দিয়েছেন। অনুষ্টানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন বনকর্মী মনা পাল, শিক্ষক মৃণ্ময় নাথ, কালিচরণ সিনহা, আব্দুল বাহার, প্রীতম দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের হাতে বহু উন্নতমানের গাছের চারা তুলে দিয়েছেন এবিভিপি-র শিবেরগুল ইউনিটের সম্পাদক এবং বন আধকারিকরা।

পায়েল তাড়ভি আত্মহত্যা মামলা : ১০ জুন পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজত ৩ জন অভিযুক্তের

মুম্বই, ৩১ মে (হি.স.): পুলিশ হেফাজতের পর এবার পায়েল তাড়ভি আত্মহত্যা মামলায় বিচার বিভাগীয় পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হল ৩ জন অভিযুক্তকেইঊ ভক্তি মেহরে, হেমা আহুজা ও অঙ্কিতা খান্ডেওয়াল এই ৩ জন অভিযুক্তকে আগামী ১০ জুন পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুম্বইয়ের একটি আদালতের বিচারপতিঊ সিনিয়র ছাত্রীদের নিরন্তর র‍্যাগিং সহ্য করতে না পেরে সম্প্রতি আত্মঘাতী হন মুম্বইয়ের মেডিক্যাল ছাত্রী পায়েল তাড়ভি। অভিযোগ, পায়েলকে জাত তুলে মানসিক উৎপীড়ন চালাত এই তিন অভিযুক্ত। দু''দিন আগেই ভক্তি মেহরে, হেমা আহুজা এবং অঙ্কিতা খান্ডেলওয়ালকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। গত বুধবার ভক্তি মেহরে, হেমা আহুজা ও অঙ্কিতা খান্ডেওয়ালকে মুম্বইয়ের সেশন আদালতে তোলা হলে ৩ জন অভিযুক্তকেই ৩১ মে পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারপতিঊ পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ শেষ হলে, শুক্রবার ভক্তি মেহরে, হেমা আহুজা ও অঙ্কিতা খান্ডেওয়াল এই ৩ জন অভিযুক্তকে আগামী ১০ জুন পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

উল্লেখ্য, গত ২২ মে হোস্টেলের ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন গাইনোকোলজি নিয়ে এম ডি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী পায়েল তাড়ভি (২৬)। তিনি মুম্বইয়ের বি ওয়াই এল নায়ার হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জাতিবিদ্বেষের শিকার হয়েই পায়েল আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন, অভিযোগ জানিয়েছিলেন তাঁর মা। যদিও, ভক্তি মেহেরে-র মায়ের দাবি, "আমার মেয়ে ও অন্যদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন।" শুক্রবার ভক্তির মা জানিয়েছেন, "সমস্ত অভিযোগ মিথ্যে। এমন কাজ তাঁরা করতেই পারে না...তাঁরা প্রত্যেকেই নির্দোষ, অবশ্যই বিচার পাবে। তদন্ত করা উচিত, তবেই সত্য সামনে আসবে।"

বিজয় মিছিল থেকে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে গেরুয়া আবির দেওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য

সিউড়ি, ৩১ মে (হি. স.) : বিজয় মিছিল থেকে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে গেরুয়া আবির দেওয়ার অভিযোগ উঠলো বিজেপির বিরুদ্ধে। ঘটনায় সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় বীরভূমের সিউড়ি থানা এলাকার কোমা গ্রামে। যদিও পুলিশের উপস্থিতিতে সাথে সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আসে।স্থানীয় তৃণমূল নেতা বলরাম বাগদি বলেন,' শুক্রবার সকালে কোমা গ্রামে একটি বিজয় মিছিল করে বিজেপি। সেই মিছিল চলাকালীন বিজেপির কয়েকজন কর্মী কার্যালয়ের ভিতরে গেরুয়া আবির দিয়ে দেয়। এমনকি তৃণমূলের পতাকা সরিয়ে দেওয়া হয়।'

অন্যদিকে তৃণমূলের সিউড়ি ২নং ব্লক সভাপতি নুরুল ইসলাম বলেন, ' অতি উৎসাহিত হয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। ওরা যদি সঠিক রাজনৈতিক বুদ্ধি সম্পন্ন হত তাহলে এই ধরনের ঘটনা ঘটাতো না।' অন্যদিকে বিজেপির সিউড়ি ২নং ব্লক মন্ডল সভাপতি পবন বাগদি বলেন,' আমরা বিজয় মিছিল চলাকালীন আবির খেলেছি। সেই সময় হয়তো কিছু আবির হাওয়াতে উড়ে তৃণমূলের কার্যালয়ে পড়ছে। তবে উদ্দেশ্য প্রনদিতভাবে কিছু করা হয় নি। পতাকা খোলার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর ট্রায়াল রান হল সম্পন্ন

কলকাতা,৩১ মে (হি.স): ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর ট্রায়াল রান হল আজ, শুক্রবার। দীর্ঘ ২৫ বছর পর সুড়ঙ্গে পরীক্ষা মূলকভাবে চলল কলকাতার এই নতুন মেট্রো রেল। শুক্রবার দুপুরে ফুলবাগান থেকে ট্রেন ছুটল শিয়ালদহের দিকে। তবে, পুরোটা নয়। ১৩০০ মিটার যাওয়ার পরই ট্রেনের মুখ ঘুরিয়ে ফিরে এল ফুলবাগানে। ঐতিহাসিক এই ট্রায়াল রানের সাক্ষী রইলেন গুটিকয়েক আধিকারিক। তাঁরা জানান, এই ট্রায়াল সফল। আর এই পরীক্ষা মূলক যাত্রায় খুশি মেট্রো কর্মীরাও। তারা রীতিমত নতুন মেট্রোতে তুললেন সেলফি।

১৯৮৪ সালে প্রথম যাত্রা শুরু করে কলকাতা মেট্রো রেল। প্রথমে রুট ছিল এসপ্ল্যানেড থেকে নেতাজি ভবন। তারপর ১৯৯৪ সালে বেলগাছিয়া, শোভাবাজার স্টেশনগুলোকে সংযুক্ত করা হয়। তখনই হয়েছিল শেষ মাটির নিচে ট্রায়াল রান। মাটির নিচে ট্রায়াল রানের ২৫ বছর পর হল আজ। মেট্রো সূত্রের খবর, মাটির উপরে যাত্রী নিয়ে ট্রেন ছুটতে দেখা যেতে পারে জুনের শেষেই। তবে ফুলবাগান পর্যন্ত এখনই নয়। কারণ স্টেশনের কাজ অনেক বাকি। তাই, যাত্রী নিয়ে সুড়ঙ্গে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর প্রবেশ করতে লেগে যেতে পারে সেপ্টেম্বর। আর শিয়ালদহ পর্যন্ত কাজ শেষ হয়ে পরিষেবা শুরু হতে ২০২০-র শেষ হয়ে যাবে। প্রথম দফায় মাটির ওপরেই চলাচল করবে অত্যাধুনিক এই মেট্রো। সেক্টর ৫ থেকে সল্টলেক স্টেডিয়াম পর্যন্ত নির্ধারিত রুটে হবে শুভসূচনা।

মেট্রোর আধিকারিকরা জানান, নতুন এই রেকে থাকবে পুশ অ্যান্ড টক সিস্টেম। ফলে ট্রেনের কামরায় কোনও ঘটনা ঘটলে যাত্রীরা এই মাধ্যম ব্যবহার করে চালককে সজাগ করতে পারবেন। চালকও প্রয়োজনে তা কন্টোলে জানিয়ে দেবেন। এই রেকের একেকটি কোচে যাত্রী বসতে পারবেন ৪৩ জন এবং দাঁড়াতে পারবেন ৩৫৪ জন। প্রথম এবং অন্তিম কোচে বসতে পারবেন ৫০ জন দাঁড়াতে পারবেন ৩২৩ জন করে। অত্যাধুনিক এই রেকে যাত্রীদের ওঠানামার জন্য দরজার মাপ বর্তমান মেট্রোর তুলনায় বাড়ানো হয়েছে। দাঁড়ানোর জন্যও অনেকটা জায়গা থাকছে নতুন রেকে।

নতুন এই মেট্রোর প্রত্যেক কামরায় থাকছে সিসিটিভি। যার ফলে মেট্রোর কন্টোলরুম থেকে সরাসরি মেট্রোর ভিতরে কী হচ্ছে তা দেখা যাবে। প্রতিবন্ধীদের ট্রেনে ওঠার জন্য থাকছে হুইল চেয়ার। এখনকার মেট্রোয় এই ব্যবস্থা নেই।

ছয়ের পাতায়

উত্তরপ্রদেশে এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো দুই যুবকের বিরুদ্ধে

শাহজাহানপুর, ৩১ মে (হি.স.) : এক বিবাহিত মহিলাকে ধর্ষণ করে সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করার অভিযোগ উঠল দুই যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুরে। শুক্রবার পুলিশের তরফ থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুরে এক বিবাহিত মহিলাকে ধর্ষণ করে সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করার অভিযোগ উঠল দুই যুবকের বিরুদ্ধে। সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ (গ্রামীণ) সুভাষ চান্দ্রা শাক্য জানিয়েছেন, এপ্রিলের ১০ তারিখে নিগৃহীতা মহিলা যখন তাঁর বাড়িতে ঘুমোচ্ছিলেন তখন অভিযুক্ত দুই যুবক তাঁকে ধর্ষণ করে। ঘটনায় মহিলার স্বামী দুই যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেছে। দুই অভিযুক্ত যুবকের নাম, নীলেশ এবং শ্যামু পাল।

এসপি সুভাষ চান্দ্রা শাক্য আরও জানিয়েছেন, সামাজিক লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে মহিলার স্বামী এবং তিনি এতদিন পুলিশের কাছে

ছয়ের পাতায়

স্বাধীন ভারতের প্রথম মহিলা অর্থমন্ত্রী হলেন নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি.স.) : কেন্দ্রে মোদী জমানার প্রথম মেয়াদেই ইতিহাস গড়েছিলেন তিনি। দেশের প্রথম প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হয়েছিলেন নির্মলা সীতারমন। নরেন্দ্র মোদীর দ্বিতীয় মন্ত্রিসভায়ও ফের ইতিহাস গড়লেন নির্মলা। স্বাধীন ভারতের প্রথম মহিলা অর্থমন্ত্রী হলেন তিনি। রাইসিনা হিলের সাউথ ব্লক থেকে নর্থ ব্লকে আনা হল তাঁকে। তবে বিগ ফোরে তাঁর আসন রইল অটল।

বিজেপি-তে অনেক ব্যাপারেই ফার্স্ট গার্ল নির্মলা। ২০০৭-২০০৮ সালের কথা। কেন্দ্রে বিজেপি তখন বিরোধী আসনে। দলের সভাপতি রাজনাথ সিংহ। অরুণ জেটলিরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন যে, কেন্দ্রীয় সংগঠনে একজন ঝাঁঝালো ও বলিষ্ঠ মহিলা মুখপাত্র নেই। সুষমা-উমা ভারতীদের তো টেনে মুখপাত্র স্তরে আনা যায় না। এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই ২০০৮ সালের শেষ দিকে কর্নাটকে বিজেপি-র জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক চলাকালীন সেই প্রথমবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নজরে পড়ে যান নির্মলা। উচ্চ শিক্ষিত এবং যুক্তি দিয়ে কথা বলতে পারেন। দিল্লি ফিরে এসে জেটলিই রাজনাথকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, নির্মলাকে জাতীয় স্তরে মুখপাত্র হন তিনি।

বিজেপি-তে এর পর আর ফিরে তাকাতে হয়নি নির্মলাকে। মোদীর প্রথম মেয়াদেই বাণিজ্য মন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি। পরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। আর এ বার অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব তাঁর উপর দিলেন মোদী। আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল মোদী-অমিত শাহর কতটা আস্থাভাজন তিনি।

প্রথম মেয়াদে নির্মলা যখন বাণিজ্য মন্ত্রকে ছিলেন তখন বকলমে তাঁর মন্ত্রক চালাতেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। পরে নির্মলা প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব নেওয়ার পর মোটামুটি ভাবে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকেই মন্ত্রক চালানো হত বলে বিস্তর আলোচনা হয়েছে পাওয়ার করিডরে। অনেকের মতে, এ বারও অর্থমন্ত্রকের সচিবরাই প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে মন্ত্রক চালাবেন। মোদী-শাহ-র অন্তত এই ভরসা থাকবে যে তাঁদেরকে অন্ধকারে রেখে অর্থমন্ত্রী আগ বাড়িয়ে কোনও উদ্যোগ নেবেন না। এবং হ্যাঁ অবশ্যই দুর্নীতির আশঙ্কাও থাকবে না।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে অরুণ জেটলি সরে দাঁড়ানোয় অর্থ মন্ত্রকের দায়িত্ব নির্মলার হাতেই তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০০৮-এ বিজেপি-তে যোগ দেন দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি নিয়ে পাশ করে বেরনো নির্মলা সীতারামন। সেই সময় দলের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতেন তিনি। ২০১৪-য় প্রথম প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভায় যোগ দেন তিনি। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন নির্মলা। ২০১৭-য় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব পান তিনি।

রাজনীতিতে আসার আগে লন্ডনে একটি কনসালটিং ফার্মে কাজ করতেন নির্মলা সীতারামন। অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা এবং কমার্স সেক্টরে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতার কারণেই তাঁকে অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হল বলে মনে করা হচ্ছে।

সিবিআই দফতরে পাসপোর্ট জমা দিলেন রাজীব কুমার

কলকাতা, ৩১ মে (হি.স.) : শুক্রবার দুপুরে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দফতরে শেষ পর্যন্ত নিজের পাসপোর্ট জমা দিলেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার। যদিও তিনি নিজে এদিন সিবিআই দফতরে হাজির হন নি। তিনি কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিকের হাত দিয়ে নিজের পাসপোর্টটি পাঠিয়ে দেন। এরই মধ্যে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট থেকে সারদা মামলার নথি বোঝাই ট্রাঙ্ক পৌঁছল সিবিআই দফতরে। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবার ফের দু'ট্রাঙ্ক নথি পেল সিবিআই। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় চারটি ট্রাঙ্ক।

গতকালই কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানিয়ে আপাতত ১৪ দিনের স্বস্তি পেয়েছেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার। তবে শহর কলকাতা ছাড়ার অনুমতি মেলে নি তাঁর। সেই সঙ্গে হাইকোর্টের নির্দেশ, তাঁর পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে সিবিআইয়ের হেফাজতে। বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দেন হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চের বিচারপতি প্রতীকপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অনুযায়ী আজ পাসপোর্ট জমা দিলেন রাজীব কুমার। যদিও আগামী ১২ জুনের মধ্যে এই সংক্রান্ত হলফনামা তলব করেছেন বিচারপতি বন্দোপাধ্যায়। মামলার পরবর্তী শুনানি ১২ জুন।

গতকাল আইপিএস অফিসার অর্ণব ঘোষকে জেরার সময়, দু'ট্রাঙ্ক ভর্তি নথি সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সের সিবি আই দফতরে পৌঁছে দিয়েছিল বিধননগর দক্ষিণ থানা। এদিন আরও দু'টি ট্রাঙ্ক হাতে পেল কেন্দ্রীয় ওই গোয়েন্দা সংস্থা। ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার তৎকালীন সাব ইনসপেক্টর আর আই মোল্লা প্রিজন ভ্যানে করে ওই দু'টি ট্রাঙ্ক সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দফতরে নিয়ে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে আনেন বেশ কয়েকটি ফাইলও।

সিবিআই সূত্রে খবর, চিটফান্ড তদন্তের ক্ষেত্রে এই নথিগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিধাননগরের প্রাক্তন গোয়েন্দা প্রধান অর্ণব ঘোষকে দু'দফায় সব মিলিয়ে ১৫ ঘণ্টা জেরায় অনেকটাই ধোঁয়াশা কেটেছে বলে ওই সূত্রটির দাবি। ওই সূত্রটির মতে, যে নথি পাওয়া যাচ্ছিল না অর্ণবকে জেরা করার পর তার অনেকটাই হাতে এসেছে। সারদা কাণ্ডের তদন্তে অর্ণব ঘোষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সেই সময় বিধননগরের পুলিশ কমিশনার ছিলেন রাজীব কুমার। অর্ণব ঘোষের থেকে পাওয়া তথ্য এবং হাতে আসা নথি খতিয়ে দেখে এবার রাজীবকে জেরার প্রস্তুতি

ছয়ের পাতায়

বাজারিছড়ায় যত্রতত্র ছিঁড়ে পড়ছে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার, আহত এক, আতঙ্ক

বাজারিছড়া (অসম), ৩১ মে (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়ায় যত্রতত্র ছিঁড়ে পড়ছে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার। এ-ধরনের কাণ্ডে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংস্পর্শে এলে এক ব্যক্তি সামান্য আহত হয়েছেন।

গত কয়েকদিন ধরে লোয়াইরপোয়া এলাকার বাজারিছড়ার ব্যস্ততম বাজার এলাকায় যেখানে-সেখানে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার তাদের নির্দিষ্ট খুঁটি থেকে ঝুলে পড়ছে। স্বাভাবিক কারণে স্থানীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক। বিষয়টি ইতিমধ্যে লোয়াইরপোয়ায় আসাম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি লিমিটেড (এপিডিসিএল) কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। কিন্তু এই খবর লেখা পর্যন্ত এ ব্যাপারে সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

একই ঘটনা শুক্রবার সকালে বাজারিছড়া বাজরে ঘটেছে। আজ সকালে সাধারণ মানুষ যখন নিজেদের কাজে সড়ক দিয়ে যাতায়াত করছিলেন ঠিক তখন এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের সামনে হঠাৎ ছিঁড়ে পড়ে বিদ্যুৎ পরিবাহী একটি তার। এতে জনৈক ব্যক্তি আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে সৌভাগ্যবলে অনকে বিদ্যুতের ছোবল থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় লোয়াইরপোয়া বিদ্যুৎ দফতরে। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ পাওয়ার কাট করে বিপদসঙ্কুলভাবে প্রকাশ্য রাজপথে ছিড়ে পড়া বিদ্যুতের তারটিকে মাটি থেকে তুলে সরিয়ে নেওয়া হলে সাময়িক বিপদ কেটেছে বলে জানা গেছে। দিন-কয়েক আগে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল বাজারিছড়ার সপ্তাহিক বাজারের এক গলির মুখে। জনৈক কাজল রায়ের দোকানের সামনে ছিঁড়ে পড়েছিল বিদ্যুতের তার। তবে ওই দিন সেখানে কেউ না থাকায় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। স্থানীয়দের বক্তব্য, বাজারিছড়া এলাকার বিদ্যুৎ পরিবাহী তারগুলো কয়েক দশক পুরনো। তাই যখন-তখন সামান্য বাতাসে

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

স্বাস্থ্যে কাজু বাদামের বিভিন্ন উপকারিতা জেনে নিন

কাজু বাদাম খাওয়া কি স্বাস্থ্যকর? এমন প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়, পুষ্টিগুণ এবং শারীরি উপকারিতার দিক থেকে কাজুবাদামের কোন বিকল্প হয় না বললেই চলে। এতে উপস্থিত প্রোটিন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট খনিজ এবং ভিটামিন নানাভাবে শরীরের উপকারে লেগে থাকে। শুধু তাই নয়, কাজু বাদামে ভিটামিনের মাত্রা এত বেশি থাকে যে চিকৎসকেরা একে প্রকৃতির ভিটামিন ট্যাবলেট নামও ডেকে থাকেন। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত যদি কাজু বাদাম খাওয়াযায়, তাহলে শরীরে নানা পুষ্টিকর উপাদানের ঘাটতি দূর হয়, সেই সঙ্গে আরও কিছু উপকার পাওয়া যায়। ক্যান্সার রোগ দূরে থাকে মারণ রোগটি যদি সাপ হয় , তাহলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হল বেজি। তাই তো যেখানে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে সেখানে ক্যান্সার সেলের খোঁজ পাওয়া কঠিন হয়েদাঁড়ায়। তাই তোপ্রতিদিন এক মুঠো করে কাজু বাদাম খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরাও। আসলে এই বাদামটির শরীরে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, যা ক্যান্সার সেলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি টিউমার যাতে দেখা না য়ে সেদিকেও খেয়াল রাখে। প্রসঙ্গত, কাজু বাদামে থাকা প্রম্যান্থোসায়ানিডিন নাম একটি উপাদানএক্ষেতে বিশেষ ভমিক পালন করে থাকে। সংক্রমণের আশঙ্কা কমে প্রাকৃতিক উপাদানটিতে থাকা জিঙ্ক, ভাইরাসের আক্রমণের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করে। তাই আপনি যদি এই ধরনের ইনফেকশনের শিকার প্রায়শই হয়ে থাকেন, তাহলে রোজের ডায়েটে কাজু বাদামের অন্তর্ভূক্তি ঘটাতেই পারেন। হার্টের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কমে কাজু বাদামে উপস্থিত অ্যান্টি অক্সিডেন্ট একদিকে যেমন ক্যান্সার রোগকে দূরে রাখে তেমনি নানবিধ হার্টের রোগ থেকে বাঁতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই যাদে পরিবার হার্ট ডিজিজের ইতিহাস রয়েছে, তারা প্রয়োজনে মনে করলে এই প্রকৃতির উপাদানটির সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতেই পারেন। ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে রাখা মাঝে মধ্যেই কি রক্তচাপ গ্রাফের কাঁটার মতো ওঠা নামা করে? তাহলে তো চটজলদি কাজু খাওয়া শুরু করতে হবে। কারণ এই বাদামে রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম, যা ব্লাড প্রেসারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

শিম চাষ: বীজ বপনের উপযুক্তসময়

শীতকালে দেশি শিম খুবই জনপ্রিয় সবজি শীত মরশুমের শুরুতেই সরবরাহ কম থাকায় দাম চড়া থেকে আমিষসমৃদ্ধ দেশি শিম একটি গুরুত্বপূর্ণ শীতকালন সবজি এটি পুষ্টিকর , সুস্বাদু ও অত্যন্ত জনপ্রিয় শিমের কচি শুঁটির বীজে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও শ্বেতসার থাকে বলে খাদ্য হিসেবে খুব উপকারী। তাছাড়া এতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ভিটামিন 'এ', 'বি' ও 'সি' থাকে। আমাদের দেহের পুষ্টিসাধনে এসব পুষ্টি উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

শিম সব ধরনের মাটিতেই চাষ করা যায়। তবে দো আশ বা বেলে দো আশ মাটি দেশি শিম চাষের জন্য বেশি উপযোগী। জল জমে না এমন উঁচু জমি শিম চাষের জন্য বেছে নেওয়া ভাল।

উপযোগী জমি ও মাটি : প্রায় সব ধরনের মাটিতে শিম চাষ করাযায়। তবে দোষ আশ ও বেলে দো আশ মাটিতে এর ফলন সবচেয়ে ভাল হয়।

জাত নির্বাচন ঃ শিমের বিভিন্ন জাতের মধ্যে ঘৃতকাঞ্চন, নলডক, আশ্বিনা, কার্তিকা, নলডক, হাতিকান, বৌকানী , রূপবান , বারি শিম- বারি শিম ২, বারিশিম ৩, বারি শিম ৪, ইপসা -১ ও ইপসা ২ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বীজ বপনের সময় ঃ আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগ: দেশি শিম প্রধানত মাদা প্রথায় বসতবাড়ির আশে পাশে পুকুরপাড়ে, পথের ধারে ও জমির আইলে চাষ করা হয়। তবে চাষ করা হলে ১ মিটার সারিকরে প্রতি সারিতে ৫০ সেমি পর পর ৪৫ সেমি লম্বা, ৪৫ সেমি চওড়া ও ৪৫সেমি গভীর করে মাদা তৈরি করতে হয়। তারপরপ্রতি মাদার মাটির সঙ্গে ১০ কেজি পচা গোবর, ১৫০ গ্রাম টিএপি ও ১০০ গ্রাম এসওপি সার ভালোভাবে মিশিয়ে মাদা ভরাট করতে হবে । বীজবপনকালে বর্ষাথাকে, তাই মাদায় যাতে জল না জমে সে জন্য জমির সাধারণ সমলত হতে মাদার ভরাটি মাটি ৫ সেমি পরিমাণ উঁচু রাখতে হয়।

বীজ বপন ঃ মাদায় সার প্রয়োগের ৮-১০ দিন পর প্রতি মাদায় দুই তিনটি বীজ ফাঁক ফাঁক করে ২.৫ - ৩.০ সেমি গভীর বপন করতে হয়। চারা গজানোর১০-১২ দিন পর প্রতি মাদায় দুটি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলি উঠিয়ে ফেলতে হবে। বীজ বপনের আগে ২৪ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে নিলে তাড়াতাড়ি চারা গজায় এক শতক বা ৪০ বর্গমিটার জমিতে ৪০ গ্রামশিম বীজের প্রয়োজন হয়।

পরবর্তী পরিচর্যা ঃ শিমের চারা ও তার আশপাশের আগাছা নিড়ানি দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। তাছাড়া মাঝে মধ্যে নিড়ানি দিয়ে চারার গোড়ারমাটি খুঁচিয়ে আলাদা ও ঝুরঝুরে করে রাখতে হবে। শিমের খরা সহ্য করার মতো থাকলে ও বৃষ্টির অভাবে মাটিতে রসের ঘাঁটতি হলে জল সেচ দিতে হবে।

উপরি সার প্রয়োগ: শিমের জমিতে সার উপরি প্রয়োগের কাজ দুই কিস্তিতে করতে হয় প্রথম কিস্তি চারা গজানোর এক মাস পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি গাছে দুই চারটি ফুল ধরার সময়। প্রতি কিস্তিতে মাদা প্রতি ২৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ২৫ গ্রাম এমওপি সার গাছের গোড়ার চারদিকে উপরি প্রয়োগকরে মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের সময় মাটিতে রসের অভাব হলে ঝাঁঝরি দিয়ে জল সেচ দিতে হবে।

মাচা ও বাউনি দেওয়া ঃ শিমগাছ বাওয়ার সুযোগ যত বেশি পায়, ফলন তত বেশি হয়। তাই শিমগাছ যখন ১৫-২০ সেমি লম্বা হবে তখন গাছের গোড়ার পাশে বাঁশের ডগা (কঞ্চিসহ) মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। এ ঝড়েশিমগাছ পড়ে ভালো ফুল ও ফল দিতে পা।

রোপণের আগে পরে করণীয় ও পরিচর্যা ঃ আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত দেশি শিমের বীজ বপন করার সময়। যে মাসেই বীজ বপন করা হোক, অগ্রহায়ণের শেষ বা কার্তিক শুরুর আগে কোন গাছেই ফুল ও ফল ধরে না, ব্যতিক্রম বারমাসী জাত। দেশি শিমে যেহেতু আগাম, মাঝরি ওনারী জাত আছে, তাই জাতের সঠিক তথ্য নাজেনে চাষ করলে সময়মতো ফলন পাওয়া যায় না। দেশি শিম ক্ষেত ছাড়াও বসতবাড়ির দেওয়ালের পাশে, আঙিনার ধারে ছোট মাচায়, ঘরের চালে পুকুর ও রাস্তার ধারে এবং ক্ষেতের আইলে চাষ করা যায়। ক্ষেতে চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে ঝুরঝুরে ও সমান করে নিতে হয়। এরপর ১০ ফুট দূরত্বে সারিকরে সারিতে ৫ ফুট পর পর গর্তবা মাদা তৈরি করতে হয়। দেড় ফুট চওড়া ও দডড়েদ ফুট গভীর গর্তুখুড়ে গর্তের মাটির সঙ্গে ১০ কেজি জৈব বা গোবর সার, ৫০ গ্রম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ৫০ গ্রাম এমওপি সার মিশিয়ে ৬ থেকে ৭ দিন রেখে দিতে হয়।

শিমের রোগ বালাই: পাতার রোগ : দেশি শিমের পাতায় কালো দাগ ও ফোস্কা পড়া দেখা দিলে মেনকোজের জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়। আর পাতায় হলুদ মোজাইকরোগ হলে গাছটি তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। রোগটি হয় জ্যাসিড বা সাদা মাছির কারণে।এজন্য অন্যান্য সুস্থ গাছে ইমিডাক্লোরপিড বা ফেনথিয়ন গ্রুপের কীটনাশন স্প্রেকরে জ্যাসিড বাসাদামাছি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

গোড়া ও শিকর পচা রোগ:শিকর পচা রোগ হলে আক্রান্ত গাছ তুলে বাকি গাছে ও মাটিতে ভাল করে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়। শিমের গোড়া ও শিকড়পচা রোগ সাধারণত বর্ষার শুরুতে বা অতি বর্ষণের ফলে গোড়ায় জল জমলে হয়।তবে মাঝেমাঝে আবহাওয়ারআর্দ্রতা বেড়ে গেলে ও উচ্চ তাপমাত্রায় গোড়াপচারোগের প্রকোপ বাড়ে গাছের বৃদ্ধির যে কোন অবস্থাতেই এ রোগ হতে পারে মাটির ঠিক ওপরে গাছের কাণ্ডে লালচে বাদামি দাগ পড়ে ধীরে ধীরে এইদাগ বিস্তার লাভ করে বেশি হলে শিকড়েও ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত অংশ আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়,ফলে গাছ দুর্বল হয়। ফলন কম হয়। কখনো কখনো গাছগুলো মরেও যেতে পারে। চারা অবস্থায় আক্রান্ত হলে চারা মারা যায়। মরিচা রোগ: দেশি শিমগাছের বয়স্ক অবস্থায় মোজাইক বা মরিচা রোগ দেখা যায়। এটি ছত্রাকঘটিত রোগ। মাঘ মাসের শুরুর দিকে বিশেষ করে এ সময় দু-এক পশলা বৃষ্টি হলে বা বেশিকুয়াশা হলে এই রোগদেখা দেয়।শিমগাছের পাতায় বিশেষ করে নিচের দিকের পুরনো পাতায়, কাণ্ডে ও ডগার বা কখনো কখনো শুঁকিয়ে মরিচা রোগের আক্রমণ দেখা যায়। এর আক্রমণে ছোট ছোট বাদামি ধূসর রঙের দাগ পড়ে পাতায়। পরে দাগগুলো আকারে বাড়। পরে দাগগুলো আকারে বাড়ে, গোলাকার বা কোণবিশিষ্ট হয় এবং গাঢ় বাদামি রং ধারণ করে শেষে বড় দাগগুলো কালো রঙে রূপান্তরিত হয়।

সত্যি কি সন্তানের জন্ম দিতে পারবে পুরুষও ?

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এখন আগের থেকে অনেক কিছুই সম্ভব হচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতেই আর শুধু মহিলারাই নন, এবার সন্তানের জন্ম দিতে পারবেন পুরুষও। 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' বা গর্ভ রোপনের মাধ্যমে পুরুষরাও হতে পারবেন অন্তঃসত্ত্বা এবং ভবিষ্যতে জন্ম দিতে পারবেন সন্তানের। এমনটাই দাবি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রজনন বিশেষজ্ঞরা।

ইন্ডিপেন্ড-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে, যে পদ্ধতিতে মহিলাদের 'উম্ব ট্রান্স প্ল্যান্ট' করা হয়ে থাকে, সেই একই পদ্ধতি পুরুষদের উপর প্রয়োগ করলে, পুরুষরাও সন্তানের জন্ম দিতে পারে। প্রজনন বিশেষজ্ঞ ডক্টর রিচার্ড পলসন এই প্রসঙ্গে বলেন যে, 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ। মহিলা এবং পুরুষদের আলাদা আলাদা আকৃতির পেলভিস রয়েছে। গর্ভ রোপণের পদ্ধতি খুবই জটিল একটি বিষয়। আর বিষয়টা সিজারিয়ান সেকশনের মাধ্যমে একজন ট্রান্সজেন্ডার মহিলার সন্তান জন্ম দেওয়ার মতোই।

তবে আমাদের দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের যা পরিকাঠামো তাতে কি আদৌ সম্ভব পুরুষদের 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'? আমরা কথা বলেছিলাম স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ গৌতম খাস্তগীরের সঙ্গে । তিনি বলেন, 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিষয়টি আমাদের কাছে এখনও প্রায় বলতে গেলে কল্পনার জগতেই রয়েছে। এটি করা আদৌ সম্ভব কিনা, তা এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত নয়। মহিলাদের ক্ষেত্রেই বিষয়টি এখনও বেশ জটিল পর্যায়ে রয়েছে, পুরুষদের ক্ষেত্রে আরও বেশি জটিল। মহিলাদের ক্ষেত্রেই এই উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট-র মতে জটিল অপারেশন সারা পৃথিবীতে মাত্র ৩ থেকে ৪ টি হয়েছে। এবং সেগুলিও এখনও পর্যন্ত খুব একটা সফল নয়। 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর ক্ষেত্রে রোগীকে দুটি বড় বড় অপারেশনেরমধ্যে দিয়ে যেতে হবে।' সেগুলিও এখনও পর্যন্ত খুব তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর ক্ষেত্রে উন্নত পরিকাঠামোর প্রয়োজন। আমাদের দেশে এক থেকে দুটি এমন অপারেশন হয়েছে। সেগুলি সব হয়েছে পুনেতে। বেশিরভাগ জায়গাতেই এই অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নেই। পাশাপাশি সেই পরিকাঠামো তৈরির জন্য যা খরচ হয়েছে, তা অন্য কোনও ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে অনেক বেশি পল পাওয়া যাবে। বিদেশে এই অপারেশন সফল হয়েছে। তবে, ১০ টি অপারেশনের মধ্যে একটি সফল হয় এই ক্ষেত্রে। পুনেতে যে অপারেশনগুলি হয়েছে, তাও সফল হয়েছে কিনা জানা যায়নি।'

কী এই উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট?

অন্য কোনও মহিলার ইউট্রাস নিয়ে অন্য কোনও মহিলা কিংবা পুরুষের শরীরে প্রতিস্থাপন করাহয়। এই প্রতিস্থাপনের জন্য ৬ থেকে ৮ ঘন্টার দীর্ঘ অপারেশন হয়। যার শরীরে 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' করা হচ্ছে, তার পরিবর্তন হচ্ছে হরমোনেরও। হরমোন পরিবর্তন কী কী ঝুঁকি কিংবা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে? চিকিৎসক গৌতম খাস্তগীর বলেন, 'হরমোন পরিবর্তন তেমন কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু এই অপারেশনে ঝুঁকি এত বেশি যে, চিকিৎসকরা এখনও উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' নিয় আশাবাদী নন। তবে, আরও একটি পদ্ধতি রয়েছে। কৃত্রিমভাবে উম্বন্ট্রান্সপ্ল্যান্ট' যাতে শরীরের মধ্যে প্লাস্টিকের মতো একটা বস্ত ভরে দেওয়া হবে। যার মধ্যে বাচ্চাটি বড় হবে। এবং এটাকে পেটের মধ্যে ভরে দেওয়া 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর তুলনায় অনেক সহজ হবে। কৃত্রিম প্রক্রিয়াটিকে কতটা সফল করা যায়, তা নিয়েই এখন গবেষণাচলছে।''

ধূমপান শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়

সর্দিকাশি থেকে শুরু করে দাঁতের ক্ষয়, এমনকি হজমের সমস্যা ও ডায়ারিয়া, বাচ্চাদের নানা অসুখবিসুখের অন্যতম কারণ সিগারেটসহ তামাকের ধোঁয়া।

এমনকি এক বছরের কম বয়সী শিশুদের আচমকা মৃত্যুর অন্যতম কারণ হতে পারে বাবা অথবা বাড়ির বড়দের ধূমপান।

সিগারেট না টানলেও ফুসফুসের ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে। এ যেন অন্যের দোষে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়া।

সিগারেটের ধোঁয়া প্রবেশ করে শিশুদের শরীরে নানা অসুখবিসুখের সঙ্গে ক্যানসার ডেকে আনতে পারে।

সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে বড় হরফে ক্যানসারের কারণ লেখা থাকলেও ধূমপায়ীদের কেউই খুব একটা তোয়াক্কা করেন না। তাদের নিজেদের ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ করে তুলছেন বাচ্চাদের। দু'চারটে নয়, সাত হাজার ক্ষতিকর রাসায়নিক পাওয়া গিয়েছে সিগারেট বিড়ির ধোঁয়ায়। এদের মধ্যে ১০০ টি অত্যন্ত ক্ষতিকর ৭০ টি কার্সিনোজেনিক, অর্থাৎ ক্যানসার ডেকে আনতে সিদ্ধহস্ত। গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা থাকলে গর্ভস্থ ভ্রূণ ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনেক সময় গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই সন্তান বেরিয়ে আসে। গর্ভবতী মায়ের সামনে যদি বাড়ির অন্য সদস্যরা সিগারেট টানেন, তাহলেও বাচ্চার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকি অন্য ঘরে সিগারেটের ধোঁয়া টানলেও সন্তানসম্ভবার শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি থাকে।

সাইড স্ট্রিম বেশি ক্ষতিকর

সিগারেটের ধোঁয়া দুভাবে অধুমপায়ীর শরীরে প্রবেশ করে। সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছাড়া হলে তা যখন অন্যজন বাতাসের সঙ্গে টেনে নেন, তাকে বলে মেন স্ট্রিম। আর সিগারেট জ্বালিয়ে রাখা আছে, তার থেকেধোঁয়া সরাসরি বাতাসের সঙ্গে টেনে নিলে তাকে বলে সাইড স্ট্রিম।

এই ধোঁয়ায় আরও বেশি কার্সিনোজেনিক , অর্থাৎ ক্যানসার উৎপাদনকারী বিষাক্ত রাসায়নিক থাকে। অত্যন্ত ক্ষতিকর এই ধোঁয়া ছোটদের ভয়ানক শারীরিক ক্ষতি করে। বড়রাও ক্ষতিগ্রিস্ত হন।

শ্বাসনালি ও ফুসফুসের কষ্ট

লক্ষ করে দেখবেন, বাচ্চারা খুব দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়। তাই সিগারেট বিড়ির ধোঁয়া চট করে ওরা টেনে নেয়। শিশুদের শ্বাসনালি আকারেও অনেকটা ছোট। তাই নিজেদের অজান্তে বুক ভরে টেনে নেয় বাবা কাকা মামার মতো নেশাখোরদের ছেড়ে দেয়া বিষ ধোয়া।

সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোকিংয়ের ফলে বাচ্চার অত্যন্ত সংবেদনশীল শ্বাসনালি আর ফুসফুস 'ইরিটেটেড' হয়ে পড়ে। শুরু হয় সর্দিকাশি । এ রকম চলতে থাকলে বারবার শ্বাসনালি ও ফুসফুসের প্রদাহ হয়ে ক্রনিক সর্দিকাশি, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি ও নিউমোনিয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

যেসব শিশুর অ্যাজমা আছে, তামাকের ধোঁয়ায় তাদের বারবার অ্যাটাক হয়। অনেক সময় ইনহেলার বা ওষুধের কোনও কাজ হয় না। নিউমোনিয়ায় কাহিল হয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়ে। বাচ্চার ভোগান্তির শেষ থাকে না। হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করে রিলিফ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। বরাবরের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শ্বাসযন্ত্র। আচমকা শেষ নিঃশ্বাস পড়ার ঝুঁকি থাকে

মা, বাবা অথবা বাড়ির অন্য সদস্যদের ধুমপানের কুপ্রভাবে এক বছরের কমবয়সী বাচ্চাদের আচমকা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থার শুরুতে মা ধূমপান করলে অথবা পরোক্ষভাবে সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে থাকলে এক বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে আকস্মিক মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গর্ভবতী নারী ধূমপায়ী হলে শিশুমৃত্যুর ঘটনা অধূমপায়ীদের থেকে ৫৮ শতাংশ বেশি। সুতরাং সাবধানতা নিতেই হবে।

নাক কান দাঁতের অসুখ থেকে ক্যানসার

সিগারেটের বিষ ধোঁয়া শুধুই যে ফুসফুসের বারোটা বাজায় তা নয়, শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিকল করে দিতে পারে। নাক কান গলায় সংক্রমণ, কানের ইউস্টেশিয়ান টিউবে বাধা, অটাইটিস মিডিয়া, মধ্য কর্ণের সংক্রমণ থেকে ক্রমশ বধির হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে।

কথা বলার সমস্যা তো হয়ই, মানসিক বিকাশও ব্যাহত হতে পারে। এছাড়া দাঁতের ক্ষয়, গন্ধের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে লিউকোমিয়াসমেত নানা রক্তের অসুখ ও ক্যানসারে শঙ্কা বাড়ে।

বাড়ির বারান্দায় সিগারেট ধরালেও শিশুর ক্ষতি

নিকোটিনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল শিশুর নিকটাত্মীয়েরা অনেক সময় বাড়ির বারান্দায় গিয়ে সিগারেট টেনে এসে বাচ্চাকে কোলে নেন। মনে রাখবেন, এর ফলেও শিশুর শরীরে সিগারেটের বিষ প্রবেশ করে।

ধূমপানের পর জামাকাপড়ে ও ধূমপায়ীর শরীরে বিষাক্ত রাসায়নিক থেকে যায় কমপক্ষে ঘন্টা চারেক। তাই বারান্দায় সিগারেট টানলেও বাচ্চার ক্ষতির পরিমাণ বহাল থাকে পুরোদমে।

আসছে মানুষ অদৃশ্য করার প্রযুক্তি

মানুষকে অদৃশ্য করে ফেলার প্রযুক্তি এতদিন শুধু সায়েন্স ফিকশনেই দেখাগেছে। কিন্তু এবার তো বাস্তবে আনার জন্য গবেষণা চলছে। এ আবিষ্কার বাস্তবে মানুষের নাগালে এলে আগামী দিনে সেনাবাহিনী এবং বিভিন্ন পরিকাঠামো রক্ষা করতে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে বলে মনে করছেন গবেষকরা।

সম্প্রতি ইনফ্রায়েড নাইট ভিশন টুল থেকে মানুষকে অদৃশ্য করতে নতুন উপাদান তৈরি করেছে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার আরভাইনের একদল গবেষক। স্কুইডের অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করেই নতুন উপাদানটি প্রস্তুত করেছেন তারা।

গবেষকদের মধ্যেঅন্যতম অ্যালন গোরোডেস্কি জানিয়েছেন, মূলত আমরা একটি নরম উপাদান তৈরি করেছি, যা স্কুইডের চামড়া যেভাবে আলোর প্রতিফলন করে একইভাবে তাপ প্রতিফলিত করতে পারে। এটি অমসৃণ এবং অনুজ্জ্বল অবস্থা থেকে মসৃণ এবং চকচকে রূপ ধারণ করতে পারে, যেভাবে এটি তাপের প্রতিফলন ঘটায়। নতুন এ উপাদানের সম্ভাব্য ব্যবহার নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, সেনাসদস্যদের আরও ভালো ছদ্মবেশ এবং মহাকাশযান স্টোরেজ কনটেইনারসহ একাধিক কাজে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। নতুন এ আবিষ্কারের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে সায়েন্স জার্নালে।

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই ও তার প্রতিকার সম্পর্কে

ঢেঁড়শ আমাদের দেশে একটি সবজি জাতীয় ফসল ঢেঁড়শ চাষ করে বর্তমানে আমাদের দেশের কৃষকরা অনেক লাভবান হচ্ছেন তবে ঢেঁড়শ চাষ করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ঢেঁড়শের ক্ষেতে বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাইয়ের আক্রমণ হয়। ঢেঁড়শের কিছুরোগবালাই ও তার প্রতিকার ঃ

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন রোগের লক্ষণ ও বর্ণনা

১. উইল্ট রোগ: ক) ফিউসেরিয়াম ও ওক্সিস্পোরাম এফ ভেসিনফেকটাম নামক ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগ হয়ে থাকে এই রোগ ঢেঁড়শ গাছের অনেক ক্ষতি করে থাকে। খ) এই রোগে আক্রান্ত গাছ হলদে ও বামনাকৃতির হয়ে যায়। এরপরে পাতাগুটিয়ে গাছ ঢলে পড়ে যায় এবং এরপরে গাছ মরে যায় গ) আক্রান্ত গাছের কাণ্ড অথবা শিকড় লম্বালম্বিভাবে চিরলে এক মধ্যকার রস সঞ্চালন নালীকে কালো মনে হয়। এইরোগের আক্রমণ বেশি হলে গাছের সম্পূর্ণ কাণ্ডই কালো হয়ে যায়।

২. গোড়া এবং কাণ্ড পচা রোগ : ক) ম্যাক্রোফোমিনা ফেসেওলিনা নামক ছত্রাকের আক্রমণের ফলে এই রোগের সৃষ্টি হয়। রোগাক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলার পর শিকড়গুলি বিভিন্ন অবস্থায় দেখা যায় খ) এই রোগে আক্রমণের ফলে মাটির সংলগ্ন গাছের গোড়া নরম হয়ে পচে যায় ।আক্রান্ত শিকড়ে এবং কাণ্ডে কালো কালো বিন্দুর মতো পিকনিডিয়া হয় গ) রোগ বিকাশের অনুকূল অবস্থায় ২-৩ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ গাছ শুকিয়ে যায়।

৩. শিরা স্বচ্ছতা রোগ ঃ ক) একপ্রকার ভাইরাসের আক্রমণের ফলে এই রোগ হয়ে তাকে। এই রোগে আক্রান্ত গাছের পাতার শিরাগুলি স্বচ্ছ হয়ে যায় খ) যদি রোগের প্রকোপ বেশি হয়তাহলে গাছের কচি পাতাগুলি হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং পাতাছোট হয় এবং গাছ খর্বাকৃতি হয়ে যায় গ) ক্ষেতের যে কোন বয়সের গাছের এই রোগ হতে পারে এই রোগের ফলে গাছ ফুল কম হয় এবং ফল ছোট ও শক্ত হয়ে যায়।

৪. পাতায় দাগ ধরা রোগ : ক) অল্টারনেরিয়া হাইবিসেসিনামনামক ছত্রাক পাতায় বিভিন্ন আয়তনের গোলাকার বাদামী ও চক্রকার দাগ সৃস্টি করে। খ) সারকোসপোরাএবেলমোসছি এই ছত্রাক পাতার নিম্নদিকে কালো গুঁড়ার আস্তরণসৃস্টি করে। এই রোগের আক্রমণ বেশি হলেপাতা মুড়িয়ে মাটিতেঢলে পড়ে। গ) ফিল্লোসটিকটা হিবিসছিনি বড় বড় দাগ উৎপন্ন করে।এর মধ্যে বড় বড় স্পোর হয়।

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন রোগের প্রতিকার সম্পর্কে

১) উইল্ট রোগ: ক) এই রোগ দমনে তেমন কোন সুনির্দিস্ট পন্থা নেই। খ) রোগপ্রতিরোধী জাতের গাছ লাগিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাকরা হয়।

২) গোড়া এবং কাণ্ড পচা রোগ ঃ ক) এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য মরশুমের শেষে ক্ষেতেরগাছ শিকড় সমেত উঠিয়ে গর্তে পুঁতে অথবা আগুনেপুড়িয়ে নষ্ট করতে হবে খ) জমিতে বীজ বপন করার পূর্বে বীজ ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করেনিতে হবে। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের মধ্যে বীজ লাগালে রোগ কম হয়।

৩) শিরা স্বচ্ছতা রোগঃক) এই রোগনিয়ন্ত্রণের জন্য মাঝে মাঝে পোকা মারা কীটনাশক ছিটিয়ে দিতে হবে। তাহলে পোকা দমন হবে। খ) রোগপ্রতিরোধী জাতের গাছলাগিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৪) পাতায় দাগ ধরা রোগ: ক) এই সকল রোগ দমনের বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় না। খ) ম্যানের জায়নের ক্যাপটান, ডায়থেন, রোভরাল ইত্যাদি ছত্রাকনাশক ছিটিয়ে এই রোগ দমন করা যায়।

বাচ্চাদের বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ, দৌড়

বাচ্চাকে শুধুই ঘাড় গুঁজে বইপড়াচ্ছেন? স্কুল টিউশনেই ব্যস্ত সন্তান? ভুল করছেন এতে আপনার বাচ্চার কোনও লাভই হচ্ছে না। ওকে দৌড় করান । শরীর থাকবে ঝরঝরে। বাড়বে বুদ্ধিও। বই, খাতা, স্কুলের ভারে ভারাক্রান্ত শৈশব। মাঠ, ঘাট, দমকা হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার টান বাঁধা পড়ছে ইট কাঠ কংক্রিটের জঙ্গলে। বইথেকে মুখ তুললেই ছোটা ভীমের হাট করে খোলা জগৎ। সবুজ মাঠ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার সব উপকরণ চার দেওয়ালের অন্দরেই মজুত। পড়াশোনা ছাড়া কার্টুন এভাবেই আবর্তিত ছেলেবেলা, মেয়েবেলা। সবুজ ঘাসে পা ফেলার ফুসরত কই! ভুল হয়ে যাচ্ছে। বিরাট ভুল। দৌড়তে হবে। আরওবেশি। পা ফেলতে হবে মাটিতে। বই খাতার মুখ গুঁজে থাকলেই বুদ্ধি বাড়ে না। টিভির পর্দায় চোখ আটকে থাকলে আই কিউ বাড়ে না। বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ। দৌড়। বিশেষজ্ঞদের দাবি, সাধারণত ৮ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র বলে, একজন মানুষ খুব বেশি হলে তাঁর বুদ্ধির মাত্র ২ শতাংশ ব্যবহার করতে পারে। আমেরিকান দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং এর গবেষণা বলছে, দৌড়লে মানুষের শরীরের মাংসপেশি থেকে ক্যাথাপসিন বি নামে একটি প্রোটিন বেরোয়।

শুক্রবার আগরতলায় এনসিসি'র স্টেট এডভাইজারি কমিটির বৈঠক। ছবি- নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে বাধা ও জয় শ্রীরাম স্লোগান ভাটপাড়ায় গ্রেফতার ১০

কলকাতা ও ভাটপাড়া, ৩১ মে (হি.স.): ঘড়ির কাঁটায় বিকেল তখন ৪.৩০ মিনিট হবে, মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় বারাকপুর অতিক্রম করে জগদ্দলের দিকে ঢুকছিলঊ মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় আসতে দেখেই মেঘনা মোড়ে জড়ো হয়ে থাকা ভিড় থেকে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে থাকেন বেশ কয়েকজনঊ ততণাতগাড়ি থেকে নেমে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ঊ পুলিশ তখন জনতাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়ঊ এরপর বাধা আসে ভাটপাড়ার রিলায়েন্স জুটমিলের সামনেঊ মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, সেখানে তাঁর গাড়ির উপরে হামলা চালানোর চেষ্টা করেন জড়ো হয়ে থাকা একদল বহিরাগতঊ জুটমিলের সামনে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন মুখ্যমন্ত্রীঊ

মমতা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'বাঁদরামো! গাড়ির সামনে এসে হামলাঊ চামড়া গুটিয়ে নেবঊ' এরপরই সামনে থাকা ডিরেক্টর সিকিউরিটি বিনীত গোয়েলকে নির্দেশ দেন, যে ছেলেরা হামলার চেষ্টা করছিল তাঁদের নাম ও জায়গার নাম লিখে নিতেঊ মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশের ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভাটপাড়া থেকে গ্রেফতার করা হল ১০ জনকেঊ বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিকে, ১০ জন 'নিরপরাধ'-কে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে শনিবার থানা ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন বারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংঊ ধৃতদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

মমতা-ঘনিষ্ঠ আমলার তিন বছর এক্সটেনশন

কলকাতা, ৩১ মে (হি .স.) : একবারেই তিন বছর কাজের মেয়াদ বাড়ল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যয় ঘনিষ্ঠ এক আমলার। এতে হতবাক অফিসার মহল। অনগ্রসর সম্প্রদায় উন্নয়ন দফতরের প্রধান সচিব সঞ্জয় থাড়েকে তিন বছরের জন্য 'এক্সটেনশন' দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার ৩১ মে তাঁর অবসর নেওয়ার কথা ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তিনি ২০২২ সালের ৩১ মে পর্যন্ত এক্সটেনশন পেলেন। গত বছর তিনেক ধরে ছাত্রছাত্রীদের সবুজ সাথী প্রকল্পে সাইকেল দেওয়ার কর্মসূচি চালানোর দায়িত্ব ছিল তাঁর কাঁধে। নবান্ন সূত্রের খবর, তিন বছর 'এক্সটেনশন' দেওয়ায় সেই দায়িত্ব তাঁর কাঁধেই রেখে দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে, রাজ্যের তিন আইএএস অফিসার ইন্দিবর পাণ্ডে, আর এস শুক্লা ও চন্দন সিনহা দিল্লি চলে যাচ্ছেন। গত বছর প্রোমোশন পেয়ে সেন্ট্রাল ডেপুটেশনে চলে যাওয়ার সুযোগ আসে তাঁদের। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তাঁদের দিল্লিতে যাওয়ার ছাড়পত্র চেয়েছিলেন। অবশেষে নবান্নের অনুমোদন মিলল। স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রশাসনিক সংস্কার ও কর্মিবর্গ (পার) বিভাগের পক্ষ থেকে দিল্লিতে ডিপার্টমেন্ট অব পার্সোনেল ট্রেনিংকে (ডিওপিটি) চিঠি দিয়ে তাঁদের ছাড়পত্র দেওয়ার কথা জানিয়ে দেওয়া হল।

এবার ডিওপিটি এই তিন সিনিয়র আইএএস অফিসারকে পোস্টিং দেবে। তারপরেই এই তিনজন অফিসার কেন্দ্রে যোগ দেবেন। ১৯৮৬ ব্যাচের আর এস শুক্লা বর্তমানে উচ্চশিক্ষা দফতরের প্রধান সচিব পদে রয়েছেন। দিল্লিতে তিনি কোনও মন্ত্রকের সচিব পদে যোগ দেবেন। ১৯৮৮ ব্যাচের ইন্দিবর পাণ্ডে দীর্ঘদিন পূর্ত দফতরের প্রধান সচিব হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর আমলে রাস্তাঘাটের হালও বদলে গিয়েছে। বর্তমানে তিনি পরিবেশ দফতরের সচিব। তিনি দিল্লিতে কোনও মন্ত্রকে অতিরিক্ত সচিব পদে যোগ দেবেন। ১৯৮৯ ব্যাচের চন্দন সিনহা এ রাজ্যে প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (এটিআই) আছেন। তিনিও অতিরিক্ত সচিব পদে কোনও মন্ত্রকে যোগ দেবেন। ফলে দিল্লিতে বাংলার ক্যাডারের অফিসারের সংখ্যা বাড়বে বলে মনে করছে অভিজ্ঞমহল।

এই সঙ্গে এবার অবসর নিচ্ছেন এককালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সার্ভিসে চলে যাওয়া সঞ্জয় মিত্র। বর্তমানে তিনি দিল্লিতে প্রতিরক্ষা সচিব। সঞ্জয় মিত্র পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের ১৯৮২ ব্যাচের আইএএস অফিসার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের মুখ্যসচিব ছিলেন সঞ্জয় মিত্র। একটা সময় (২০০৪ সালের নভেম্বর থেকে ২০১১-র জুলাই পর্যন্ত) প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের দফতরের যুগ্ম সচিব হিসেবেও কাজ করেছেন।২০১৫ সালের ডিসেম্বরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও হাইওয়ে মন্ত্রকের সচিব পদে যোগ দেন। এরপর ২০১৭-র ৯ মে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সচিব হন।

মাদারিহাটে হাতির হামলায় মৃত্যু হল এক মহিলার

মাদারিহাট, ৩১ মে (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটে হাতির হামলায় মৃত্যু হল এক মহিলার। শুক্রবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। মৃত মহিলার নাম রাধিকা ওরাওঁ (৬০)। মাদারিহাটের মধ্য মাদারিহাট-ফালাকাটা রাজ্য সড়কে ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাদারিহাটের মধ্য মাদারিহাট-ফালাকাটা রাজ্য সড়কে ঘটনাটি ঘটে। ওই মহিলা মাদারিহাটের একটি হোটেলে কাজ করতেন। এদিন ভোরে কাজে মাদারিহাট যাচ্ছিলেন তিনি। পথে হাতির হামলায় মৃত্যু হয় তাঁর। এদিকে ঘটনার জেরে স্থানীয়রা মধ্য মাদারিহাট-ফালাকাটা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে। প্রায় দু'ঘণ্টা অবরোধ চলার পর মাদারিহাট থানার পুলিশ এবং জলদাপাড়া নর্থ রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। জলদাপাড়া নর্থ রেঞ্জের রেঞ্জার শ্রীবাস সরকার জানান, মৃত মহিলার পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

'অসমিয়া বিদ্বেষী স্লোগান' : তিন বাঙালি বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধে গুয়াহাটির বশিষ্ঠ থানায় এফআইআর

গুয়াহাটি, ৩১ মে (হি.স.) : সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে 'চলো পাল্টাই ২০২১' স্লোগান তুলে ২০২১ সালে অসমের বাঙালিদের যুদ্ধের জন্য তৈরি হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিন বুদ্ধিজীবী ও নেতা গর্গ চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু মুখোপাধ্যায় এবং চন্দন চট্টোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় এ-ধরনের স্লোগান জারি করার অভিযোগে এই তিনজনের বিরুদ্ধে গুয়াহাটির বশিষ্ঠ থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন আরটিআই কর্মী জনৈক দুলাল বরা। বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে দাখিলকৃত এফআইআর-এ দুলাল বরা তিন বাঙালি বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে আর্জি জানিয়েছেন।

থানায় দাখিলকৃত এফআইআর-এ অভিযোগকারী বরা লিখেছেন, 'চলো পাল্টাই ২০২১' স্লোগানের মাধ্যমে ২০২১ সালে অনুষ্ঠেয় আদমশুমারিতে অসমে বসবাসকারী সকল হিন্দু-মুসলমান উভয় জনগোষ্ঠীকে বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন তিন বাঙালি বুদ্ধিজীবী-নেতা।

ইন্ডিয়ান স্টেটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর সহকারী অধ্যাপক 'তথাকথিত বুদ্ধিজীবী' গর্গ চট্টোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় চলো পাল্টাই-২০২১' স্লোগান প্রচার করে বাংলাভাষীদের অসমিয়া বিদ্বেষী করে তুলছেন বলেও এফআইআর-এ লিখেছেন দুলাল বরা। তিনি আরও লিখেছেন, 'ওই নেতাটি দিল্লির একটি বৈঠকে একাংশ উগ্র বাঙালি নেতা এবং অসমের দুই বাঙালি নেতা শান্তনু মুখোপাধ্যায় এবং চন্দন চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে অসমিয়া জাতিকে খোলাখুলি হুমকি দিয়েছেন।'

এদিকে, সর্বোচ্চ আদালতের তত্ত্বাবধানে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নবায়ন প্রক্রিয়া যখন চলছে, তখন অসমের বাঙালি মানুষজনদের এনআরসি-র নামে হয়রান করা হচ্ছে বলে উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে বলেও প্রদত্ত এফআইআর-এ লিখেছেন দুলাল বরা।

তিনি লিখেছেন, 'আদমশুমারিতে বাঙালি মুসলমানদের তাঁদের মাতৃভাষা বাংলা লিখতে বাধ্য করা হবে বলেও হুংকার দিয়েছেন। এর প্রতিফলন ঘটেছে সোশ্যাল মিডিয়ায় গর্গ চট্টোপাধায়ের বিভিন্ন ধরনের অসমিয়া বিদ্বেষী মন্তব্য। গর্গ নাকি লিখেছেন, 'অনেক হল জয় আই অসম' (অনেক হলো জয় মা অসম), 'এবার অসমে 'জয় আই আসাম', আসামের ভবিষ্যত হলো বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠা', 'জয় মা আসাম চলো পাল্টাই' বলে স্পর্শকাতর এবং অশোভনীয় মন্তব্য পোস্ট করে সম্প্রীতির মিলনভূমি অসমে অসমিয়া এবং বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছেন।'ওই তিন বুদ্ধিজীবী-নেতার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে সাম্প্রদায়িক ও উসকানিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগে মামলা রুজু করে তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে দুলাল বরা থানা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

এবার কলেজের ফর্মে 'রিলিজিয়ন'-এর অপশনে 'হিউম্যানিটি' অপশন যুক্ত করল বেথুন কলেজ

কলকাতা, ৩১ মে (হি.স.) : হিন্দু-মুসলিম নয় এবার কলেজের ফর্মে যুক্ত হল 'হিউম্যানিটি' অপশন ঊ আবেদনপত্রে তৃতীয় লিঙ্গের অপশন দেওয়া শুরু হয়ে গেছে অনেক আগে থেকেই। তবে, এই প্রথম ভরতির আবেদনপত্রে ধর্মের জায়গায় হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, অন্যান্য-এর পাশাপাশি যুক্ত হল ''হিউম্যানিটি'' অর্থাৎ ''মানবতা'' অপশনটি। আর এই অপশনটি দেখা যাচ্ছে কলকাতার বেথুন কলেজে ভরতির অনলাইন আবেদন পত্রে।

কথায় বলে 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। মূলত আগামী প্রজন্মকে সেই আদর্শরের পথে চালনা করার জন্যই বেথুন কলেজের এই উদ্যোগ । এই পদক্ষেপের পিছনে কী কারণ তা জানতে চাইলে বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ মমতা রায় বলেন, 'বিষয়টির সঙ্গে অ্যাডমিশনের কোনও যোগ নেই। অনেক সময় ছেলে-মেয়েরা যারা আবেদন করে, তারা বলে আমি কোনও ধর্মে বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি না কথাটা না লিখে, আমি মানবতায় বিশ্বাস করি বলতে সাহায্য করেছি মাত্র ঊ সব ধর্মই শেষ অবধি মানবতায় বিশ্বাসী ঊ সব ধর্মই মানুষে বিশ্বাস করে। সেই দিক থেকে দেখলে প্রতিটি ধর্মেরই একটি কমন মিশন আছে। যদিও আবেদনপত্রে ধর্মের জায়গাটি পূরণ করা বাধ্যতামূলক নয়। আর তাই অনেকেই ওই কলাম আনটাচ রেখে চলে যায়। আর যারা আনটাচ রেখে চলে যায় তাদের ভাবনাকে সম্মান দিতে এবং তাদের একটি জায়গা দিতেই আমাদের এই পদক্ষেপ। আমাদের এই পদক্ষেপ আবেদনকারীদের যে কিছুতে একটা বিশ্বাস আছে, সেই ক্লু দেওয়া। পছন্দ হলে ওরা লিখবে। ওদের এটাই বলা যে, ওই ফিল্ডটা আনটাচ রেখে চলে যেও না। একটা কিছু নির্বাচন করো'ঊ

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের নিয়মে এবার সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই তাদের আবেদনের বিষয়টি অনলাইনে করে দিয়েছেন। ফর্ম ফিলাপ করতে কোন শিক্ষার্থীকেই আর ক্যাম্পাসে আসতে হবে না। দিতে হবে না ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন। মূলত,ভরতি প্রক্রিয়া নিয়ে ওঠা বিভিন্ন অস্বচ্ছতার অভিযোগ রুখতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

জমি বন্টন ও দুর্নীতি মামলায় হাজিরা হুডার : ১২ জুলাই এজেএল মামলার শুনানি, মানেসার দুর্নীতি ৬ জুন

পাঁচকুলা (হরিয়ানা), ৩১ মে (হি.স.): অ্যাসোসিয়েটেড জার্নাল লিমিটেড (এজেএল) জমি বন্টন কেলেঙ্কারি এবং মানেসার জমি দুর্নীতি মামলায় হরিয়ানার পাঁচকুলায় বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজিরা দিলেন হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডাঊ শুক্রবার সকালেই বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজিরা দেন ভূপিন্দর সিং হুডাঊ এদিন শুনানির পর অ্যাসোসিয়েটড জার্নাল লিমিটেড (এজেএল) জমি বন্টন কেলেঙ্কারি মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে আগামী ১২ জুলাইঊ মানেসার জমি দুর্নীতি মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে আগামী ৬ জুন।

হরিয়ানার ততালীন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০০৫ সালে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালকে কয়েক কোটি টাকার একটি জমি মাত্র ৫৯ লক্ষ টাকায় বেআইনি ভাবে পুনর্বণ্টন করেন তিনিঊ সেই সময় হরিয়ানা নগরোন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যানও ছিলেন হুডা। সরকারি কোষাগারের বিপুল আর্থিক ক্ষতি করে ওই জমি দান করা হয় বলেও অভিযোগঊ পর্ষদের আধিকারিকরা নিষেধ করলেও হুডা সেই সময় তাতে আমল দেননি বলেও অভিযোগ ওঠে। ভূপিন্দর সিং হুডার অধীনে থাকা হরিয়ানার নগরোন্নয়ন দফতর কীভাবে অ্যাসোসিয়েটড জার্নালকে জমি হস্তান্তর করল, সে বিষয়ে ২০১৬ সালে প্রথম এই মামলায় তদন্ত শুরু করে হরিয়ানার ভিজিল্যান্স ব্যুরোঊ এরপর ভিজিল্যান্স ব্যুরো কাছ থেকে জমি হস্তান্তরের তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে চলে যায়ঊ ২০১৬ সালে এফআইআর দায়ের করে সিবিআইঊ হুডার বিরুদ্ধে ফৌজদারি ষড়যন্ত্র, ক্ষমতার অপব্যবহারের মতো একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হয়ঊ সেই মামলাতেই শুক্রবার বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজিরা দেন ভূপিন্দর সিং হুডা।

সিবিআই-এর বক্তব্য, হরিয়ানার পাঁচকুলায় ২০০৫ সালে এই জমির রি-অ্যালোটমেন্ট করা বেআইনি ছিলঊ যদিও, এই জমি অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালকে প্রথম দেওয়া হয় ১৯৮২ সালেঊ কিন্তু, জমি দানের শর্ত অনুযায়ী দীর্ঘদিন কোনও নির্মাণ কাজ না হওয়ার কারণে ১৯৯৬ সালে সেই জমি অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে নেওয়া হয়ঊ পরবর্তী সময়ে হুডার হাত ধরে সেই জমি আবার ফিরে পায় অ্যাসোসিয়েটড জার্নালঊ পাশাপাশি মানেসার জমি দুর্নীতি মামলায়ও অভিযুক্ত হুডা।

নন্দকুমারে ভূষিমাল ও চায়ের দোকানে আগুন আতঙ্কিত এলাকাবাসী

নন্দকুমার, ৩১ মে (হি. স.) বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আগুনে পুড়ে ছাই হলো ভূষিমাল ও চায়ের দোকান দুটি দোকান।আনুমানিক প্রায় লক্ষাধিক টাকার দ্রব্য পুড়ে সম্পূর্ণ ছাই হয়ে যায়। পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমারে ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে। এলাকাবাসী প্রচন্ড শব্দ শুনে বেরিয়ে এসে দেখেন নরঘাট সাঁতেরচক গ্রামের পাশেই দুটি দোকান একটি চায়ের ও অপরটি ভুসিমাল দাউ দাউ করে জ্বলছে এলাকাবাসীরা দৌড়ে এসে পাশের একটি সাবমারসিবল চালিয়ে সেই জল দিয়ে আগুন নেভান। এলাকাবাসীরা বলেন চায়ের দোকানে সিলিন্ডার ছিল সিলিন্ডার লিক করে এই বিপত্তি ঘটতে পারে। চা দোকানদার নিরঞ্জন বেরা বলেন দোকান বন্ধ করে দশটার দিকে বাড়ি গিয়েছে তারপরেই কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো বুঝতে পারলাম না। দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ভুসিমাল দোকান জড় ভক্তদার বলেন আমি সন্ধ্যের পরে দোকান বন্ধ করে চলে যাই তারপর রাতে শুনে দোকানে আগুন লেগেছে ফিরে এসে দেখি দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। পাশেই পঞ্চায়েত প্রধান কাকলি জানার বাড়ি তিনি বলেন রাতের বেলা হঠাৎ দুমদুম আওয়াজ শুনতে পেয়ে বেরিয়ে দেখি দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে কি কারনে এই আগুন ধরল কিছু বুঝে উঠতে পারছিনা।

পালিত হল তামাক ছাড়ো দিবস, এবারের থিম 'তামাক এবং ফুসফুসের স্বাস্থ্য'

কলকাতা, ৩১ মে (হি. স.) : সিগারেট বা তামাকজাত নানা জিনিসের জন্য প্রতি বছর প্রচুর লোক অসুস্থ হন। মৃত্যু হয় এই নেশায় আসক্ত বহু মানুষ। এ ব্যাপারে সচেতনতা আনতে শুক্রবার পালিত হয় বিশেষ দিবস। এ বছরের থিম 'তামাক এবং ফুসফুসের স্বাস্থ্য'।

১৯৮৭ সালের ৩১ মে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে প্রথম পালিত হয় তামাক ছাড়ো দিবস। প্রতি বছরের মত এবারেও শুক্রবার পালিত হচ্ছে দিবসটি। হাটখোলার সমাজসেবী সংগঠন 'মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক' এদিন বেলা ১০টা থেকে প্রায় ১২টা পর্যন্ত শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনের কাছে আয়োজন করে একটি পদযাত্রা। এদিন পদযাত্রায় প্রায় ১০০টি বিভিন্ন স্কুল-কলেজের মুখোশ-পরিহিতরা অংশ নেয়। সঙ্গে ছিল সিগারেট ও তামাক বিরোধী নানা পোস্টার। সংগঠনের সম্পাদক ডি আশিস 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "প্রতি বছর এ রকম বিশেষ দিনগুলোতে আমরা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা আনার চেষ্টা করি।" কেবল ধূমপান নয়, যে কোনও রকম তামাকজাত দ্রব্য ক্যান্সার-সহ নানা ধরণের রোগ ডেকে আনতে পারে। সোমবার এই হুঁশিয়ারি দেন এসএসকেএম হাসপাতালের সিনিয়ার কনসালটেন্ট অঙ্কোলজিস্ট কৌশিক চট্টোপাধ্যায়। ক্যান্সার দ্রুত বাড়ছে এই কথা স্বীকার করে কৌশিকবাবু দিন কয়েক আগে প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ধূমপান করলেই যে ক্যান্সার হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। জীবনে ১০০ সিগারেটের ধূম পান করেননি, এমন মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আবার এক লক্ষ সিগারেটের ধূম পান করেও রোগ হয়নি, এমন মানুষও অনেক আছে। ক্যান্সার হবে কিনা, হলে কোন পর্যায়ের হবে, ধূমপানের ওপর তা সরাসরি নির্ভর করে না। কিন্তু ধূমপায়ীদের ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ এবং ক্রনিক অবস্ট্রাক্টিভ এয়ারওয়ে ডিজিজ হওয়ার আশঙ্কা থাকে বেশি মাত্রায়। চিকিৎসকেরা জানান, গোটা বিশ্বে প্রতি বছর ১২ লক্ষ ফুসফুসে ক্যান্সারের ঘটনা চিহ্নিত হয়। ভারতে সংখ্যাটা বছরে প্রায় ৬৫ হাজার। এদের একটা বড় অংশকে বাঁচানো সম্ভব হয় না। আইপিজিএমইআর-এর অঙ্কোলজি (ক্যান্সার চিকিৎসা) বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর কৌশিকবাবু জানান, এই রোগ নিরাময় নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চলছে।

কাশ্মীরের ডোডায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেল গাড়ি, দুই ভাই-সহ মৃত্যু ৪ জনের

শ্রীনগর, ৩১ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়িঊ বৃহস্পতিবার রাতের ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দুই ভাই-সহ মোট ৪ জনঊ এছাড়াও গুরুতর আহত হয়েছেন কমপক্ষে ন'জনঊ আহতদের উদ্ধার করে ডোডা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনকঊ বৃহস্পতিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ডোডা জেলার খেলানি নাল্লাহ এলাকায়ঊ নিহতদের নাম হল, বাদল, তাঁর ভাই অক্ষয় কুমার, অশ্বিনী কুমার এবং চাঙ্কু রামঊ জেলা পুলিশের পদস্থ এক কর্তা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে খেলানি নাল্লাহ এলাকায় পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি (জে কে ০২ এ এন-৮১৮৬)ঊ 'অভিশপ্ত' ওই গাড়িটিতে চালক-সহ মোট ১৩ জন ব্যক্তি ছিলো।

জমি বন্টন ও দুর্নীতি মামলা : বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজিরা দিলেন ভূপিন্দর সিং হুডা

পাঁচকুলা (হরিয়ানা), ৩১ মে (হি.স.): অ্যাসোসিয়েটড জার্নাল লিমিটেড (এজেএল) জমি বন্টন কেলেঙ্কারি এবং মানেসার জমি দুর্নীতি মামলায় হরিয়ানার পাঁচকুলায় বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজিরা দিলেন হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডাঊ শুক্রবার সকালেই বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজিরা দিয়েছেন ভূপিন্দর সিং হুডা। হরিয়ানার ততালীন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০০৫ সালে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালকে কয়েক কোটি টাকার একটি জমি মাত্র ৫৯ লক্ষ টাকায় বেআইনি ভাবে পুনর্বণ্টন করেন তিনিঊ সেই সময় হরিয়ানা নগরোন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যানও ছিলেন হুডাঊ সরকারি কোষাগারের বিপুল আর্থিক ক্ষতি করে ওই জমি দান করা হয় বলেও অভিযোগঊ পর্ষদের আধিকারিকরা নিষেধ করলেও হুডা সেই সময় তাতে আমল দেননি বলেও অভিযোগ ওঠেঊ ভূপিন্দর সিং হুডার অধীনে থাকা হরিয়ানার নগরোন্নয়ন দফতর কীভাবে অ্যাসোসিয়েটড জার্নালকে জমি হস্তান্তর করল, সে বিষয়ে ২০১৬ সালে প্রথম এই মামলায় তদন্ত শুরু

ছয়ের পাতায়

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রস্তুতি : গাছের চারা রোপণ ও পরিচর্যা বিষয়ক অনুষ্ঠান ইচাবিলে

পাথারকান্দি (অসম), ৩১ মে (হি.স.) : সামনেই বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এই দিবসকে সামনে রেখে গাছের চারা রোপণ কার্যক্রমের প্রস্তুতি ও পরিচর্যা বিষয়ক এক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়া থানা এলাকার ইচাবিলে। আগামী পাঁচ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিনকে বিশেষভাবে পালনের প্রস্তুতি হাতে নিয়েছে লোয়াইরপোয়া বন দফতর। তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে শিবেরগুল এবিভিপি ইউনিট।

আসন্ন বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে ঘটা করে পালনের অঙ্গ হিসেবে এক সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ইচাবিল ৭৪৫ নম্বর এলপি স্কুলে। বন দফতর কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানটি পালনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে শিবেরগুল এবিভিপি ইউনিট। অনুষ্ঠানে গাছের চারা তৈরি করা-সহ গ্রাফটিং সিস্টেম সম্পর্কে উপস্থিতবর্গকে বিশদভাবে বুঝিয়ে দেন লোয়াইরপোয়া বন দফতরের রেঞ্জার অনুপম নিয়োগ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং নাগরিক ও স্কুল শিক্ষক, এবিভিপি কর্মকর্তাদের সামনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে রেঞ্জার বলেন, আজকাল নানা পদ্ধতিতে চারা তৈরি করা যায়। উন্নতমানের চারা বাজারেও পাওয়া যাচ্ছে। পরিবেশ রক্ষায় গাছের রক্ষায় তারা নিরন্তন কাজ করে যাবে।

ফের দাম কমল পেট্রোল-ডিজেলের, সাময়িক স্বস্তিতে সাধারণ মানুষ

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৩১ মে (হি.স.): আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ক্রমাগত কমতে থাকায় ফের সস্তা হল পেট্রোল ও ডিজেল। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার পরপর দু''দিন হ্রাস পেয়েছে পেট্রোল-ডিজেলের দাম। পেট্রোল-ডিজেলের দর আবারও কমায় হাঁফ ছেড়েছেন সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিয়ে শুক্রবার রাজধানী দিল্লি-সহ সমস্ত মেট্রো সিটিতে সস্তা হয়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের দর। কলকাতায় শুক্রবার ০.০৭ পয়সা কমেছে পেট্রোলের দামঊ কলকাতায় আইওসি-র পাম্পে এদিন পেট্রোলের দাম দাঁড়িয়েছে লিটারে ৭৩.৭৯ টাকা। কলকাতা-সহ দেশের সমস্ত মেট্রো সিটিতে পেট্রোলের দাম এদিন সামান্য হলেও কমেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার পাশাপাশি, শুক্রবার পেট্রোল-এর দাম কমেছে দিল্লি এবং মুম্বইয়েওঊ দিল্লিতে ০.০৭ পয়সা কমার পর পেট্রোলের দাম এখন ৭১.৭৩ টাকা প্রতি লিটার। পাশাপাশি মুম্বইয়েও ০.০৭ পয়সা কমেছে পেট্রোলের দাম।

পেট্রোলের পাশাপাশি ডিজেলের দাম কমায় সাময়িক স্বস্তি পেয়েছে সাধারণ মানুষ। ০.১২ পয়সা দাম কমার পর কলকাতায় ডিজেলের দাম এখন লিটারে ৬৮.২৭ টাকা। ০.১২ পয়সা দাম কমার পর দিল্লিতে ডিজেলের দাম এখন ৬৬.৫১ টাকাঊ পাশাপাশি মুম্বইয়ে ০.১৩ পয়সা কমেছে ডিজেলের দামঊ মুম্বইয়ে ডিজেলের দাম ৬৯.৬৯ টাকা প্রতি লিটার। প্রসঙ্গত, বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশেও পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমায় কিছুটা যেন স্বস্তির হাওয়া।

লোকসভার ফলের পর প্রথম কোর কমিটির বৈঠক তৃণমূলের

কলকাতা, ৩১ মে (হি.স.): দলের সংগঠন নিয়ে আলোচনা করতে শুক্রবার কোর কমিটির বৈঠকে বসছে ঘাসফুল শিবিরঊ লোকসভা নির্বাচনের মর্মান্তিক ফল ঘোষণার পর এই প্রথম আজ কোর কমিটির বৈঠকে বসছে তৃণমূল। গেরুয়া শিবিরের সাথে কিভাবে মোকাবিলা করা যায় সেই নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা হতে পারে আজকের বৈঠকে। এর পাশাপাশি সাংগঠনিক স্তরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এদিনের বৈঠকে সদস্যদের পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবারের কোর কমিটির বৈঠকে মূলত সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা হবে। বিজেপিকে রুখতে তৃণমূলস্তরে সংগঠনকে শক্ত করার প্রয়োজন অনুভূত করেছে শাসকদল। তাছাড়া, আগামীদিনে দলীয় কর্মীদের কী বার্তা দেবে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব তাও ঠিক হয়ে যাবে এদিনের কোর কমিটির বৈঠকে। দলের সংগঠনের কোথায় আলগা রয়েছে, কোথায় বন্ধন শক্ত করতে হবে, বিজেপির মেরুকরণের মোকাবিলা কীভাবে করা যায় এসব নিয়েও আলোচনা হবে এদিনের বৈঠকে। তৃণমূল সূত্রের খবর, বেশ কিছু নেতার দায়িত্ব কমানো হতে পারে। সেই সঙ্গে দায়িত্ব অদলবদলেরও সম্ভাবনা রয়েছে।

ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক-স্তরে বেশ কিছু রদবদল করা হয়েছেঊ পুরোপুরি বিলীন না হয়ে গেলেও সপ্তদশ লোকসভায় কার্যত মুখ থুবরে পরেছে তৃনমূলঊ ভোট পরবর্তী পরিস্থিতিতে যেভাবে একের পর এক নেতা,মন্ত্রী গেরুয়া শিবিরে।

দ্বিতীয়

● প্রথম পাতার পর

সরকারের হিসাব মতো দেশে মোট তিন কোটি ব্যবসায়ী ও দোকানদার এই প্রকল্পের জন্য উপকৃত হবেন। কন্দ্রে দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম দিন থেকেই বড় সিদ্ধান্ত ঘোষণা শুরু করে দিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকার উ সেনা ও পুলিশের শহিদদের সন্তানদের জন্য যে স্কলারশিপ প্রকল্প ছিল তার ভাতা বাড়ানো হল। মাসিক স্কলারশিপের টাকা ছেলেদের জন্য ২ হাজার থেকে বাড়িয়ে আড়াই হাজার ও মেয়েদের জন্য ২ হাজার ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ হাজার টাকা করা হল।

ভারতের নিরাপত্তা ও জাতীয় সুরক্ষার সাথে যুক্ত নিরাপত্তারক্ষীদের বিষয়টি প্রথমেই গুরুত্ব পেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে। বৈঠকে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের অধীনে বৃত্তি প্রকল্প 'প্রধানমন্ত্রী স্কলারশিপ স্কিম''- পরিবর্তন আনা হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এদিন এই প্রকল্পে অনেকগুলি পরিবর্তন অনুমোদন করেছেন। এগুলি হল- স্কলারশিপ-এর হার বৃদ্ধি। ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ২০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে স্কলারশিপ করা হয়েছে ২৫০০ টাকা ও মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ২২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩০০০ টাকা। এই স্কলারশিপ পুলিশ কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও কার্যকর করা হয়েছে যারা সীমান্ত সন্ত্রাস কিংবা নকশাল হামলার শিকার হয়ে শহিদ হয়েছেন কিংবা হবেন। রাজ্য পুলিশ কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নতুন বৃত্তি কোটা নির্দিষ্ট হবে বছরে ৫০০টি। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নোডাল মন্ত্রক করা হয়েছে।

বৈঠকে পুলিশ কর্মকর্তাদের স্মরণীয় অবদান সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রখর গ্রীষ্ম, চরম শীত বা ভারী বৃষ্টির মধ্যেও আমাদের পুলিশ কর্মীরা কঠোর পরিশ্রমের সাথে তাদের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। এমনকি প্রধান উৎসবের সময়ও আমাদের পুলিশ কর্মীরা দায়িত্ব পালন করে এবং বাকি দেশ উৎসব উদযাপন করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটা জাতি হিসাবে এটা আমাদের কর্তব্য, কেবল তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা নয় বরং পুলিশ কর্মীদের ও তাদের পরিবারের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্যও কাজ করে যাওয়া। এই মনোভাব থেকেই যে প্রধানমন্ত্রী এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা এদিন স্পষ্ট করে দেন। এই বৃত্তি পুলিশ পরিবারের তরুণদের অধ্যয়ন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের উৎকৃষ্ট করে তুলতে সক্ষম হবে। এটি অনেক উজ্জ্বল তরুণ মনকে ক্ষমতায়ন করে তোলার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হবে।

উল্লেখ্য, গতকাল রাইসিনায় শপথ গ্রহণের পর শুক্রবার দুপুরে মন্ত্রীদের দায়িত্ব তথা মন্ত্রক বন্টন করেন প্রধানমন্ত্রী। এরপরই আজ নরেন্দ্র মোদী তাঁর বাকী ২৪ জন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে প্রথম বৈঠক করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এঁদের নিয়ে বৈঠক করে নিজের মন্ত্রিসভার প্রথম দিনের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন নরেন্দ্র মোদী সরকার।

জেরা করছে সিবিআই

আটের পাতার পর

আইনত গৃহবন্দী করে ফেলেছে। হাইকোর্ট নির্দেশে স্পষ্ট বলেছে, সিবিআই যখন ডাকবে, তখন হাজিরা দিতে হবে রাজীব কুমারকে। একই সঙ্গে বলা হয়েছে রাজীব কুমারের পাসপোর্ট থাকবে সিবিআইয়ের হেফাজতে। কলকাতার বাইরে যেতে পারবেন না তিনি। যোগ দিতে পারবেন না রাজ্য সরকারের কোনও কাজেও।

চলতি সপ্তাহের গোড়ার দিকে 'সিট'-এর অন্য এক সদস্য প্রভাকর নাথকে জিজ্ঞাসাকবাদ করেছিলেন সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা। সেই সময় প্রভাকর ছিলেন ইলেক্ট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার দায়িত্বে। এখন তিনি নিউটাউন থানায় পোস্টিং। পর্যবেক্ষকদের মতে, সবাইকে জেরা করে এবং নথি মিলিয়ে তবেই রাজীবকে জেরা করতে চাইছে সিবিআই। যাতে কোনও ফাঁক না থাকে। এখন দেখার কবে তলব করা হয় রাজীব কুমারকে।

মানুষ

● প্রথম পাতার পর

অনুরোধ জানানো হয়েছে। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন বলে হুশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। উনকোটি জেলার জেলা সদর কৈলাসহর বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত। সীমান্তঘেষা এই শহরে প্রায় প্রতিনিয়তই চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে চলেছে। গত ১মাসে কৈলাসহর শহরে ১০টি চুরির ঘটনা ঘটেছে। একটি ক্ষেত্রেও পুলিশ সাফল্য পায়নি। সর্বশেষ বৃহস্পতিবার রাতে দুটি দোকানে হানা দেয় চোরের দল কয়েক লক্ষ টাকার সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে গেছে। তাতে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দ শুক্রবার কৈলাসহর থানায় ডেপুটেশন ও স্মারক লিপি প্রদান করেছেন। এর আগেও তারা কৈলাসহর থানা কর্তৃপক্ষকে ডেপুটেশন ও স্মারক লিপি প্রদান করে চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা বন্ধ করতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছিলেন । কিন্তু তাতে তেমন কোন সাফল্য মেলেনি। শহর এলাকায় কয়েকটি রাস্তায় সিসি টিভি লাগিয়েছে পুলিশ। রাতে টহলদারী থাকলেও চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাতে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে পুলিশ। ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দ শুক্রবার শেষ বারের মতো ডেপুটেশন ও স্মারক লিপি প্রদান করে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন এসব ঘটনা বন্ধ করতে পুলিস সক্ষম না হলে ব্যবসায়ীরা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন। তারা পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার আঙুল তুলেছেন। পুলিস সক্রিয় ভূমিকা পালন করলে এধরনের চুরি, ছিনতাই ও অসামাজিক কাজকর্ম অনায়াসে বন্ধ করা সম্ভব হবে বলে ব্যবসায়ী বৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মন্ত্রিসভা

● প্রথম পাতার পর

সুদীপ বর্মণকে দেখা যায় না। সাংগঠনিক আদর্শের সাথেও তাঁর বৈসাদৃশ্য ফুটে উঠেছে বার বার। সমালোচকদের মতে, রাজ্য মন্ত্রিসভায় ক্ষমতা জাহিরে সমান্তরাল প্রতিযোগিতা চলেছে।

বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব লোকসভা নির্বাচনের পরই সাংগঠনিক সভায় বিভিষণদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়ার নিদান দিয়েছিলেন। নির্বাচনী আচরণ বিধি উঠে যেতেই প্রশাসনের কর্তা মুখ্য সচিবের উপর কোপ পড়েছিল। তাঁকে সিপার্ডে ডিজি পদে বদলি করে দেওয়া হয়েছিল। তবে, আরো বেশী সাহসী সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী নিতে চলেছেন তার আভাস সন্ত্রাস ইস্যুতে সরকারী বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে দিয়েছিলেন তিনি।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বৈঠকে রাজ্যের রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক পরিস্থিতি বিষয়ে অমিত শাহকে অবগত করেন তিনি। পাশাপাশি, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যদের বিষয়েও দলের সর্বভারতীয় সভাপতিকে জানিয়েছেন তিনি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর মন্ত্রিসভায় রদবদল হবে। লোকসভা নির্বাচন এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের প্রতি আনুগত্য এবং প্রশাসনিক কর্মক্ষমতার উপর মন্ত্রিসভার সদস্য বাছাই বিবেচিত হবে। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে এই মর্মে রিপোর্ট তৈরি করে পাঠানো হবে বলে অমিত শাহকে জানিয়েছেন বিপ্লব দেব, সূত্রের এমনটাই দাবি। তবে, সুদীপ রায় বর্মণ বাদে কাউকেই এখনই মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না, সে-বিষয়ে দিল্লি থেকে সবুজ সংকেত পেয়েই দেরী করেননি মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে ফিরেই সুদীপ বর্মণকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর এই সাহসী সিদ্ধান্তে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিতে চলেছে তা এখনই অনুমান করা যাচ্ছে না।

দুর্ঘটনায়

● প্রথম পাতার পর

রঞ্জিত দাস গুরুতর আহত হন। এদিকে, ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনগর থানাধীন হুরুয়া গ্রামের বাসিন্দা চালক জয়কৃষ্ণ দাস পালিয়ে যান। স্থানীয় জনগণ ধর্মনগর থানায় দুর্ঘটনার খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করেন এবং আহত ব্যক্তিকে ধর্মনগর হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশ দুটি গাড়ি আটক করেছে। জানা গেছে, অফিসের কাজে গাড়ি ভাড়া করে আগরতলায় গিয়েছিলেন জিআরপিএফ কর্মী মহেন্দ্র সিং। কাজ শেষ করে রাতেই ধর্মনগরের উদ্দেশে রওয়ানা দেন তিনি। কিন্তু চালকের অসাবধানতায় প্রাণ দিতে হল তাঁকে। আহত রঞ্জিত দাসের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

দ্বিতীয়

● প্রথম পাতার পর

এনসিসি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তাঁর কথায়, এনসিসি পরিচালনায় সমস্যা সমাধানের বিষয়েই আজ আমরা বৈঠকে মিলিত হয়েছি। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এনসিসি-কে সর্বোতভাবে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছি।

তিনি বলেন, ছেলেমেয়েদের শৃঙ্খলাপরায়ণ করে তুলতে এনসিসি-র বিকল্প নেই। তাই, বিভিন্ন কলেজে এনসিসি-র প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা সরকার এনসিসি অ্যাকাডেমি গড়ে তোলার জন্য জমি দিয়েছে। তাছাড়া, এই অ্যাকাডেমি গড়ে অন্যান্য সহযোগিতাও করবে রাজ্য সরকার। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আজকের বৈঠকে ২১টি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ-অধ্যক্ষা এবং ৫৫ বিদ্যালদের প্রধানশিক্ষক-প্রধানশিক্ষিকারা রয়েছেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরাও এই বৈঠকে উপস্থিত আছেন।

যাবজ্জীবন

● প্রথম পাতার পর

করেন। দায়ের কোপে বীরুলাল সরকার রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ওই ঘটনায় বিশালগড় থানায় কালিপদ রায়ের বিরুদ্ধে খুনের মামলা হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়। ঘটনার পর-পরই কালিপদ পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে ২০১৭ সালের ২৪ জুন পুলিশ গ্রেফতার করে। পুলিশি জেরায় কালিপদ খুনের ঘটনা স্বীকার করেন। পুলিশ ওই খুনের ঘটনায় চার্জশিট জমা দেয়। এর পর শুরু হয় বিচার প্রক্রিয়া।

সরকারি আইনজীবী জ্যোতিপ্রকাশ সাহা জানিয়েছেন, ওই খুনের ঘটনায় দীর্ঘ সাক্ষ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া শেষে আজ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক অংশুমান দেববর্মা রায় দিয়েছেন। তিনি আসামি কালিপদ রায়কে বীরুলাল সরকারকে খুনের দায়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছেন। বিচারক ওই খুনের দায়ে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

হাইকোর্টে

● প্রথম পাতার পর

পূর্ব আগরতলা মহিলা থানা এই মামলায় তদন্ত করছে।

এদিকে বিধায়ক ধনঞ্জয় দেববর্মা গ্রেফতারি এড়াতে ত্রিপুরা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। গত ২৭ মে ত্রিপুরা হাইকোর্টে বিচারপতি অরিন্দম লোধের বেঞ্চে তাঁর জামিনের আবেদনের উপর শুনানি শুরু হয়। আজ বিচারপতি লোধ বিধায়ক ধনঞ্জয় দেববর্মার আগাম জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন।

এ-বিষয়ে বিধায়কের আইনজীবী পীযূষকান্তি বিশ্বাস জানিয়েছেন, তাঁর মক্কেল ওই যুবতীকে বিয়ে কেন করেননি, তার সত্যতা তদন্ত করে বের করার জন্য আদালত পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে। পীযূষবাবু বলেন, আদালতে পুলিশ চার পাতার রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, অভিযুক্ত বিধায়ক ধনঞ্জয় দেববর্মা নির্যাতিতাকে প্রতিনিয়ত হুমকি দিচ্ছেন। তাই, তাঁর জামিন মঞ্জুর করা হলে তদন্ত প্রক্রিয়া প্রভাবিত হতে পারে।

পীযূষ বিশ্বাসের কথায়, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে থানায় অন্তত ১৭টি অভিযোগ জমা পড়েছে। তিনি নির্যাতিতাকে প্রতিদিন হুমকি দিচ্ছেন এমন অভিযোগ রয়েছে। অথচ, ওই যুবতীকে হুমকি দেওয়ার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই বলে বিধায়ক দাবি করেছেন। বিধায়কের কথায়, তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক জীবন নষ্ট করার উদ্দেশ্যে তিনি চক্রান্তের শিকার বলে দাবি করেছেন। তাঁর আরও দাবি, তদন্তে সমস্ত সত্য প্রমাণিত হবে। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে, তা-ও প্রমাণিত হবে বলে তিনি দাবি করেন।

এ-বিষয়ে পূর্ব আগরতলা মহিলা থানার ওসি জানিয়েছেন, বিধায়কের বিরুদ্ধে মামলার তদন্ত চলছে। তাঁকে গ্রেফতারের বিষয়ে এখন কিছু বলা যাবে না। তদন্তের স্বার্থেই এই গোপনীয়তা, দাবি করেন তিনি।

তলব করল নবান্ন

আটের পাতার পর

এলাকা থেকে ইতিমধ্যে ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে ২ জনকে ব্যক্তিগত বন্ডে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকেই তল্লাশি শুরু হয় এলাকায়।

রাতভর তল্লাশির পর জগদ্দল থানার পুলিশ বেশ কয়েকজনকে আটক করে। পুলিশের দাবি, ঘটনার সময় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকা পুলিশ কর্মীরা এবং এক শীর্ষ আইপিএস মোবাইলে ঘটনাটি রেকর্ড করেন। সেই ভিডিয়োর ভিত্তিতেই আটকদের মধ্যে থেকে ১০ জনকে চিহ্নিত করা হয় এবং তাঁদের শুক্রবার সকালে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে ধৃতদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের নিরাপত্তা ভাঙা এবং বাধা তৈরি করার অভিযোগ আনা হয়েছে। সকলকেই জামিন অযোগ্য ধারায়

দপ্তরে

● প্রথম পাতার পর

থেকেই। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দ্বিতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। শপথ নেন মোট ৫৭ জন মন্ত্রীও। কে কে পূর্ণমন্ত্রী, স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী হচ্ছেন, তা শপথের সময়ই জানা গিয়েছিল। আর শুক্রবার দুপুরে ঘোষিত হল কে কোন মন্ত্রকও পান সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা। এদিন বিকেলে নতুন মন্ত্রীদের নিয়ে প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে বসে ক্যাবিনেট। যার নেতৃত্বে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার শপথগ্রহণের পর মন্ত্রক বন্টনের পালাও শেষ। মন্ত্রক বন্টনের পর এদিনই দায়িত্ব বুঝে নেন বিভিন্ন দফতরের। এদিনই বৈঠকে বসে দ্বিতীয় মোদী সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা। আগামী ৫ জুলাই প্রথম বাজেট পেশ করতে চলেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর। সংসদে বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন।

বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন ৫৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। বৃহস্পতিবারই ট্যুইট করে প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ট্যুইটে তিনি লেখেন যারা এদিন শপথ নিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে অভিনন্দন। এই ক্যাবিনেট অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মিশেল। ভারতকে আরও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই ক্যাবিনেট, আশা রাখি।

নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রিসভায় বিদেশমন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হল ড় সুব্রহ্মণম জয়শঙ্করকে। নতুন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হল রাজনাথ সিংকে, নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হচ্ছেন অমিত শাহ। এছাড়াও অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হল প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকে। নীতীন গড়কড়ির দায়িত্বে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও হাইওয়ে মন্ত্রক। শিল্প ও বাণিজ্য এবং রেলমন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হল পীযূষ গোয়েলকে, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হলেন প্রকাশ জাভড়েকর। পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের মন্ত্রী হলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী হলেন মুক্তার আব্বাস নকভি। আইন মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রবিশঙ্কর প্রসাদকে।

ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

আটের পাতার পর

জলশক্তি মন্ত্রক গঠন করবেন। আর ২০১৯ সালের ৩০ মে শপথ নেওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই মোদী-সরকার জানিয়ে দেয় নতুন মন্ত্রক পেতে চলেছে দেশ, যার নাম " জলশক্তি মন্ত্রক"। প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছেন।

রান হল সম্পন্ন

তিনের পাতার পর

তাছাড়া আত্মহত্যা রুখতে এবং যাত্রী নিরাপত্তার কথা ভেবে থাকছে প্ল্যাটফর্ম স্ক্রিন ডোর। মাটির উপরের স্টেশনের জন্য থাকছে প্ল্যাটফর্ম স্ক্রিন গেট। আর সুড়ঙ্গের ভিতরের স্টেশনের জন্য স্ক্রিন ডোর। যাত্রী সংখ্যা দেখে তবেই ঠিক হবে কত মিনিট অন্তর ট্রেন চালাবে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো। দেড় মিনিট অন্তর চালকহীন রেক চালানো গেলেও এখনই অত কম সময়ে তা চলবে না। ন্যূনতম চার মিনিটের ব্যবধান রাখা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। কেএমআরসিএল সূত্রে খবর, নয়া এই পরিষেবা শুরু হবে কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্টোল সিস্টেমের মাধ্যমে। যার ফলে দুটি ট্রেনের মধ্যে দূরত্ব কম থাকবে। চালকরা নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারবেন। ফলে ট্রেন লেট কম হবে।

অংশীদার হতে চায় ভারত

তিনের পাতার পর

বাংলাদেশের একার নয়, পুরো দক্ষিণ এশিয়ার জন্য নিরাপত্তা হুমকি। এ সমস্যার সাধাধানে ভারতের ভূমিকা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে ভারত এ সমস্যা সমাধানে মিয়ানমারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভারতও মনে করে এটা বাংলাদেশের একার সমস্যা না। একটি সুষ্ঠু সমাধানের জন্য ভারত সব সময় আন্তর্জাতিক ফোরামে সোচ্চার থাকবে বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন।রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের এই সম্পর্ক পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও নরেন্দ মোদীর নেতৃত্বে গত ৫ বছরে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে নিরাপত্তা, জ্বালানি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন, সংস্কৃতি, জনগণের মধ্যে আন্তঃ যোগাযোগ, ব্লু ইকোনমিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'তাৎপর্যপূর্ণ' অগ্রগগিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন আবদুল হামিদ।

তনি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘদিনের অনিস্পন্ন ছিটমহল ও সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তির কথা স্মরণ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে তিনি বলেন, বাংলাদেশ জঙ্গি ও উগ্রবাদের ক্ষেত্রে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ কখনো সন্ত্রাসী বা জঙ্গিদের বাংলাদেশের সীমানা ব্যবহার করে অন্য দেশের বা জনগণের ক্ষতি করতে দেবে না।

সম্প্রতি ভারতের ওপর দিয়ে তৃতীয় দেশ থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ নেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয় নীতি শিথিল করায় নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানান রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, এর ফলে জ্বালানি খাতে ভুটান ও নেপালের সঙ্গে বাংলাদেশের সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে।আব্দুল হামিদ ও নরেন্দ্র মোদী উভয়েই দুই দেশের বাণিজ্য বিনোয়োগ সম্পর্ক নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন বলে জয়নাল আবেদিন জানান। দিল্লীর হায়দ্রাবাদ হাউজে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরপরই দেশে ফেরার জন্য বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হন রাষ্ট্রপতি হামিদ। বিকাল ৫টায় তিনি ঢাকা পৌঁছান।

জমা দিলেন রাজীব কুমার

তিনের পাতার পর

নিচ্ছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। তাঁকে ফের জেরার জন্য নোটিশ পাঠানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

শুক্রবার দুপুরে সল্টলেকের সিবিআই দফতরে হাজির হন সিআইডি'র ডিএসপি শঙ্কর ভট্টাচার্য । সারদা কান্ডে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এদিন তলব করে 'সিট'-এর অন্যতম সদস্য তথা তৎকালীন বিধাননগর

কামরা

● প্রথম পাতার পর

এবং ৫৫৮৯৫/৫৫৮৯৬ একজোড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির চারটি কোচ যুক্ত করা হয়েছে। তাতে, ওই

দুটি ট্রেনে ৩৬০টি অতিরিক্ত আসন পাচ্ছেন যাত্রীরা। তিনি আরও জানান, ১৫৭১৫/১৫৭১৬ কিষাণগঞ্জ-আজমের গরিব নওয়াজ এক্সপ্রেস ট্রেনে কিষাণগঞ্জ থেকে একটি এসি-থ্রি টায়ার যুক্ত করা হয়েছে। ফলে, ওই ট্রেনের যাত্রীরা অতিরিক্ত ৬৪টি এসি আসনের সুবিধা পাচ্ছেন। একইভাবে ১৫৭২১/১৫৭২২ নিউ জলপাইগুড়ি-দিঘা এক্সপ্রেস ট্রেনে নিউ জলপাইগুড়ি প্রান্ত থেকে একটি এসি-থ্রি টায়ার কামরা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে ওই ট্রেনের যাত্রীরাও অতিরিক্ত ৬৪টি এসি আসনের সুযোগ পাবেন।

জনসংযোগ আধিকারিক শর্মার বক্তব্য, বিভিন্ন ধরনের কোচ সংযোগের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে বেশ কিছু যাত্রীবাহী ট্রেনের ক্ষমতা বাড়িয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। এই অঞ্চলের রেল যাত্রীদের জন্য আরও ট্রেনে অধিক আসনের ব্যবস্থা করার যে নীতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে গ্রহণ করেছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই প্রয়াস, দাবি করেন তিনি। তাঁর আরও দাবি, অতিরিক্ত কোচ জুড়ে দেওয়ায় অধিক সংখ্যায় যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে যাতায়াত করতে পারবেন।

এবিভিপির

● প্রথম পাতার পর

মহিলা কলেজে শৌচালয়, রাধুনি, বৈদ্যুতিকরণের ভীষণ সমস্যা দীর্ঘদিনের । এই সমস্যা ছাত্রীদের নিরাপত্তায় প্রশ্ন তুললেও, সমাধানের কোনও উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না । ড় দেব বলেন, উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার কাছে মহিলা কলেজের সমস্যা সমাধানে আন্তরিক হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে ।

এদিকে, এমবিবি, বিবিএমসি এবং রামঠাকুর কলেজে শৌচালয়, ল্যাবরেটরি সামগ্রী, ক্রীড়া সামগ্রী, ডাস্টবিনের অভাব ইত্যাদি নানা কারণে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সময়ে সমস্যার পড়েন । তাছাড়া, পঠন-পাঠনেও ব্যাঘাত ঘটে । তাই, এই সমস্যাগুলি অবিলম্বে সমাধানের জন্যও উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে । পাশাপাশি, ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে এখনও বাণিজ্য বিষয় শুরু হয়নি। অবিলম্বে এই বিষয়টি চালু করার জন্যও অনুরোধ জানিয়েছে এবিভিপি, বলেন ড় সন্দীপ দেব । তিনি আরও জানান, আজ উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তাকে স্মারকপত্রের প্রতিলিপি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে । তাঁদের কাছেও ড় দেব অনুরোধ জানান, কলেজগুলিতে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার আগেই দীর্ঘদিনের এই সমস্যাগুলি সমাধান করা

দুই যুবকের বিরুদ্ধে

তিনের পাতার পর

কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি। কিন্তু দুদিন আগে নীলেশ এবং শ্যামু পাল ধর্ষণের ছবির ভিডিও তৈরি করে সেটির ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দেয়। তারপরই বৃহস্পতিবার নিগৃহীতার স্বামী একটি কেস রেজিস্ট্রার করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এসপি সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

আহত এক, আতঙ্ক

তিনের পাতার পর

এগুলো ছিঁড়ে পড়ছে। সমস্যা নিরসনে স্থানীয়রা জেলা এজিএম কৃষ্ণেন্দু নাথের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

ঘটনা সম্পর্কে লোয়াইরপোয়া এপিডিসিএল-এর এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বরূপ দাসকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে তিনি জানান, শীঘ্রই পুরনো বিদ্যুৎ পরিবাহী তার বদল করে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

মোদি মন্ত্রিসভার দায়িত্ব বন্টন :

প্রধানমন্ত্রী : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অধীনে থাকা মন্ত্রক গুলি হল : কর্মীবর্গ, জনস্বার্থ, পেনশন, পারমানবিক বিষয়ক মন্ত্রক, মহাকাশ বিষয়ক দফতর, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ বিষয়ক দফতর এবং যে সমস্ত মন্ত্রক বন্টন করা হয়নি সেই সমস্ত মন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্বে প্রধানমন্ত্রী।

রাজনাথ সিং : প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হল রাজনাথ সিংকে। এর আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

অমিত শাহ : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দায়িত্বে এলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ।

নীতিন জয়রাম গড়কড়ি : নীতিন গড়কড়িকে দেওয়া হল সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের দায়িত্বউ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের দায়িত্বও তাঁরই কাঁধে।

ডি ভি সদানন্দ গৌড়া : রাসায়নিক এবং সার মন্ত্রকের দায়িত্বে ডি ভি সদানন্দ গৌড়া।

নির্মলা সীতারমণ: নীর্মলা সীতারমণকে দেওয়া হয অর্থ মন্ত্রক ও কর্পোরেট সংক্রান্ত মন্ত্রকের দায়িত্ব।

সুব্রহ্মণম জয়শঙ্কর : প্রাক্তন বিদেশ সচিব এস জয়শঙ্কর বিদেশমন্ত্রকের মন্ত্রী হলেন।

রামবিলাস পাসোয়ান : রামবিলাস পাসোয়ানকে দেওয়া হল ক্রেতা সুরক্ষা, খাদ্য ও গণবন্টনের দায়িত্ব।

নরেন্দ্র সিং তোমার : নরেন্দ্র সিং তোমার পেলেন কৃষি, গ্রামোন্নয়ন দফতর, পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের দায়িত্ব।

রবিশঙ্কর প্রসাদ : রবিশঙ্কর প্রসাদের দায়িত্বে আগের মতোই আইন মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হল। সঙ্গে যোগাযোগ, বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তির দায়িত্ব দেওয়া হল।

হরসিমরত কৌর বাদল : হরসিমরত কৌর বাদল পেলেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকের দায়িত্ব।

থবরচন্দ গেহলট : থবরচন্দ গেহলট পেলেন সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন বিভাগের দায়িত্ব।

রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক : নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রিসভার নতুন সদস্য হলেন রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক। নিশাঙ্ক পেলেন মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের দায়িত্ব।

অর্জুন মুণ্ডা : ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডা পেলেন আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক।

স্মৃতি ইরানি : স্মৃতি জুবিন ইরানি পেলেন নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরেরউ বস্ত্র মন্ত্রকের দায়িত্বেও তিনি।

হর্ষ বর্ধন : হর্ষ বর্ধনের দায়িত্বে স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি এবং ভূপৃষ্ঠ বিষয়ক বিজ্ঞান মন্ত্রক।

প্রকাশ জাভড়েকর : প্রকাশ জাভড়েকর দায়িত্ব পেলেন পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রক, বন ও আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক।

পীযূষ গোয়েল : শিল্প ও বাণিজ্য এবং রেলমন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হল পীযূষ গোয়েলকে।

ধর্মেন্দ্র প্রধান : পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ও স্টিল মন্ত্রকের দায়িত্বে ধর্মেন্দ্র প্রধান।

মুক্তার আব্বাস নকভি : সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের দায়িত্বে মুক্তার আব্বাস নকভি।

প্রহ্লাদ যোশি : সংসদ বিষয়ক, কয়লা ও খনি দফতরের মন্ত্রী হলেন প্রহ্লাদ যোশি।

মহেন্দ্র নাথ পান্ডে : দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ দফতরের মন্ত্রী হলেন মহেন্দ্র নাথ পান্ডে।

গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত : জলশক্তি মন্ত্রকের দায়িত্বে পেলেন গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।

মোদি মন্ত্রিসভার স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী

সন্তোষ কুমার গাংওয়ার : শ্রম ও কর্মসংস্থান দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হলেন সন্তোষ কুমার গাংওয়ার।

রাও ইন্দ্রজিতসিং : পরিকল্পনা বিষয়ক দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হলেন রাও ইন্দ্রজিতসিং।

শ্রীপদ ওয়াই নায়েক : আয়ুশ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হলেন শ্রীপদ ওয়াই নায়েক।

জিতেন্দ্র সিং : উত্তর-পূর্বের উন্নয়ন, প্রধানমন্ত্রীর দফতর, কর্মীবর্গ, জনস্বার্থ, পেনশন, পারমানবিক বিষয়ক মন্ত্রক, মহাকাশ বিষয়ক দফতরের স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হলেন জিতেন্দ্র সিং।

কিরেণ রিজিজু : ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক দফতরের স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হলেন কিরেণ রিজিজু।

প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল : সংস্কৃতি ও পর্যটক মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হলেন প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল।

রাজকুমার সিং : নতুন ও নবীকরণ শক্তি এবং দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোগ দফতরের স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হলেন রাজকুমার সিং।

হরদীপ সিং পুরী : অসামরিক বিমান পরিবহণ এবং শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হলেন হরদীপ সিং পুরী।

এম এল মাণ্ডভিয়া : জাহাজ, রাসায়নিক এবং সার মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হলেন এম এল মাণ্ডভিয়া।

মোদি মন্ত্রিসভার প্রতিমন্ত্রী

ফগ্গনসিং কুলাস্তে : স্টিল মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হলেন ফগ্গন সিং কুলাস্তে।

অশ্বিনী কুমার চৌবে : স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হলেন অশ্বিনী কুমার চৌবে।

অর্জুন রাম মেঘওয়াল : সংসদ বিষয়ক, ভারী শিল্প এবং পাবলিক এন্টারপ্রাইজ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হলেন অর্জুন রাম মেঘওয়াল।

জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ভি কে সিং : **সড়ক পরিবহণ এবং হাইওয়ে** মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হলেন জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ভি কে সিং।

কিশান পাল : সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হলেন কিশান পাল।

দানভে রাওসাহেব দাদারাও : ভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও জনবন্টন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হলেন দানভে রাওসাহেব দাদারাও।

জি কিশান রেড্ডি : স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী হলেন জি কিশান রেড্ডি।

পুরুষোত্তম রুপালা : কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হলেন পুরুষোত্তম রুপালা।

রামদাস আঠাওয়ালে : সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হলেন রামদাশ আঠাওয়ালে।

নিরঞ্জন জ্যোতি : গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হলেন নিরঞ্জন জ্যোতি।

বাবুল সুপ্রিয় : পরিবেশ, বন এবং আবহাওয়া পরিবর্তন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হলেন বাব্ুল সুপ্রিয়।

সঞ্জীব কুমার বালিয়ান : পশু, খামার, ডেয়ারি এবং মত্য দফতরের প্রতিমন্ত্রী হলেন সঞ্জীব কুমার বালিয়ান।

ধোর্তে সঞ্জয় শামরাও : মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনসংযোগ, বৈদ্যুতিন এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হলেন ধোর্তে সঞ্জয় শামরাও।

অনুরাগ সিং ঠাকুর : অর্থ এবং কর্পোরেট বিষয়ক দফতরের প্রতিমন্ত্রী হলেন অনুরাগ সিং ঠাকুর।

এ সিং চান্নাবাসাপ্পা : রেল মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হলেন এ সিং চান্নাবাসাপ্পা।

নিত্যানন্দ রাই : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হলেন নিত্যানন্দ রাই।

রত্তন লাল কাটারিয়া : জলশক্তি, সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হলেন রত্তন লাল কাটারিয়া।

ভি মুরলীধরন : বিদেশ মন্ত্রক এবং সংসদ বিষয়ক দফতরের প্রতিমন্ত্রী হলেন ভি মুরলীধরন।

রেণুকা সিং সারুতা : উপজাতি বিষয়ক দফতরের প্রতিমন্ত্রী হলেন রেণুকা সিং সারুতা।

সোম প্রকাশ : শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের প্রতিমন্ত্রী হলেন সোম প্রকাশ। রামেশ্বর তেলি-খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রতাপ চন্দ্র সরাঙ্গি-ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কৈলাশ চৌধুরি-কৃষি ও কৃষক উন্নয়ন ও দেবশ্রী চৌধুরী-মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক।

ব্যাটিং বিপর্যয় পাকিস্তানের, প্রথম ম্যাচে অনায়াসে জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

নটিংহ্যাম: বিশ্বকাপে তাদের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানকে সাত উইকেটে হারাল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জয়ের জন্য ১০৬ রান তাড়া করতে ১৩.৪ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্রিস গেইল হাফসেঞ্চুরি করে আউট হন। ৩৪ বলে ৫০ রান করে মহম্মদ আমিরের বলে আউট হন তিনি। গেইল দলের ৭৭ রানে আউট হওয়ার পর নিকোলাস পূরান এবং শিমরোন হেটমেয়ার দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। পূরান ১৯ বলে ৩৪ ও হেটমেয়ার ৭ রানে অপরাজিত থাকেন। ৩৬ রানে প্রথম উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আমিরের বলে শাই হোপ আউট হয়ে যান। এরপর ডোয়েন ব্র্যাভো কোনও কান না করেই আমিরের বলে আউট হন। আমির তিনটি উইকেট পেয়েছেন। এর আগে বিশ্বকাপে তাদের প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মাত্র ১০৫ রানে অল আউট হয়ে যায় পাকিস্তান। ক্যারিবিয়ান বোলারদের দাপটে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলেন না পাক ব্যাটসম্যানরা। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান পেস ব্যাটারির ধাক্কায় ১৭.৩ ওভারে মাত্র ৭৮ রানে সাত উইকেট হারায় পাকিস্তান। প্রথম থেকেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে শুরু করে পাক ব্যাটিং অর্ডার। এদিন টসে জিতে পাকিস্তানকে ব্যাট করতে পাঠায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শুরু থেকেই পাক শিবিরে আঘাত হানতে শুরু করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলাররা। তৃতীয় ওভারের শেষ বলে প্রথম উইকেট হারায় পাকিস্তান। ইমাম-উল-হক ২ রান করে শেলডন কোট্রেলের বলে শাই হোপের হাতে ক্যাচ তুলে আউট হন। দলের রান তখন ১৭। ষষ্ঠ ওভারে ফকর জামানকে ফিরিয়ে আঘাত হানেন আন্দ্রে রাসেল। ১৬ বলে ২২ রান করে দলের ৩৫ রানের মাথায় আউট হন তিনি। হ্যারিস সোহেলকে বেশিক্ষণ ক্রিজে টিকতে দেননি রাসেল। মাত্র ৮ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরত যান তিনি। ৯.৪ ওভারে ৪৫ রানে তৃতীয় উইকেট হারায় পাকিস্তান। এরপর বাবর আজমকে ফেরান ওশেন থমাস। তিনি ২২ রান করেন। ৬২ রানে চতুর্থ উইকেট হারায় পাকিস্তান। ক্যারিবিয়ান ওপেন জেসন হোল্ডারের বলে দলের ৭৫ রানে আউট হন পাক অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদ। ৭৫ রানে অর্ধেক উইকেট হারানোর পর স্কোর বোর্ডে আর এক রান যোগ হওয়ার পর আরও একটি উইকেট হারায় পাকিস্তান। হোল্ডারের বলে আউট হন ইমাদ ওয়াসিম। ওশেন টমাস শাদাব খানকে আউট করেন। ৭৮ রানে সপ্তম উইকেট পড়ে পাকিস্তানের। পরে হাসান আলিকে আউট করেন হোল্ডার। ওশেনথমাস মহম্মদ হাফিজকে তুলে নেন। ৮৫ রানে নবম উইকেট হারায় পাকিস্তান। শেষপর্যন্ত ওয়াহাব রিয়াজ দু-একটি বড় শট খেলে পাকিস্তানের স্কোর কোনওক্রমে ১০০ পার করেন। ১১ বলে ১৮ রান করে ওশেন থমাসের বলে আউট হন তিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে থমাস ২৭ রানে ৪ উইকেট, হোল্ডার ৪২ রানে ৩ উইকেট, রাসেল ২ উইকেট নিয়েছেন। ২১.৪ ওভারে ১০৫ রানে অল আউট হয়ে যায় পাকিস্তান।

ওয়ার্নার, আর্চার ও রশিদের দিকে নজর রাখবেন শচীন

আজকাল ওয়েবডেস্ক: শচীন তেন্ডুলকার। যতদিন খেলেছেন। রাজত্ব করেছেন। খেলা ছাড়ার পরও তিনি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন। বৃহস্পতিবারই ধারাভাষ্যকার হিসেবে বিশ্বকাপে ফের অভিষেক হয়েছে শচীনের। ইংল্যান্ড—দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে কমেন্টি বক্সে সৌরভ, শেহবাগ, হরভজনদের সঙ্গে চুটিয়ে মজা করেছেন শচীন। মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে শচীনের কাছে প্রশ্ন ছিল। বিশ্বকাপে ভারতীয় বাদে একজন ব্যাটসম্যান ও বোলার বাছুন। যারা এবার মাতিয়ে দিতে পারে। শচীন বিদেশিদের মধ্যে বাছলেন অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নারকে। যুক্তি দিয়ে শচীন বললেন, 'ও রানের জন্য ক্ষুধার্ত। আইপিএলেই দেখেছি। সুস্থ থাকলে বিশ্বকাপ মাতিয়ে দিতে পারে ওয়ার্নার।' বোলারদের মধ্যে শচীন অবশ্য দু'জনকে বেছেছেন। একজন ইংল্যান্ডের জোফ্রা আর্চার। অপরজন আফগানিস্তানের রশিদ খান। শচীনের যুক্তি, 'জোফ্রা আর্চারের বোলিং দেখতে চাইব। ব্যাটসম্যানকে বিব্রত করতে পারে। যখন উইকেট দরকার। দলকে ব্রেক থ্রু দিতে পারে।' রশিদকে নিয়ে শচীন বলে গেলেন, 'রশিদের দিকেও নজর থাকবে। বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের সাফল্য রশিদের উপরেই নির্ভর করবে।' রশিদকে ছোট্ট পরামর্শও দিয়েছেন শচীন। বলেছেন, 'উইকেট নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। ভাব টেস্ট খেলতে নেমেছো। রান আটকানোর চেষ্টায় না গিয়ে উইকেট নেওয়ার চেষ্টা করো।' ১৯৮৯ সালে জাতীয় দলে অভিষেক হয়েছিল। ২০১৯ সালে ধারাভাষ্যে এলেন শচীন। বেশ উপভোগ করছেন নতুন ভূমিকা।

৬ জনকে বাদ দিলেন সুনীলদের হেড কোচ

আজকাল ওয়েবডেস্ক: কিংস কাপের দল গড়ার স্বার্থে ৩৭ জনের থেকে আগেই ৬ জনকে বাদ দিয়েছিলেন ভারতীয় ফুটবল দলের চিফ কোচ ইগর স্টিম্যাক। বৃহস্পতিবার ইগর ছেঁটে ফেললেন আরও ৬ ফুটবলারকে। এঁরা হলেন নারায়ণ দাস, সালাম রঞ্জন সিং, ধনপাল গণেশ, রওলিন বর্জেস, কোমল থাটাল। চোটের জন্য বাদ গেলেন স্টপার আনোয়ার আলি (জুনিয়র)। ২ জুন থাইল্যান্ডের বুরিরামের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে চূড়ান্ত ২৩ জনের নাম জানাবেন ইগর। ভারতীয় চিফ কোচ বলেন, 'বুধবারের প্রস্তুতি ম্যাচের পর পারফরমেন্স ও চোটের কারণে ২৫ জনে নামিয়ে এনেছি দল। শিবিরে প্রত্যেকেই সেরা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাই বাদ দিতে খারাপ লাগেই। কিন্তু শেষপর্যন্ত যারা অন্যদের থেকে কিছুটা এগিয়ে তারাই তো চূড়ান্ত দলে সুযোগ পাবে। এটাই সারা বিশ্বে নিয়ম। যারা বাদ পড়ল, তাদের বিশেষ ট্রেনিং প্রোগ্রাম দেওয়া হয়েছে।

নেটে বোলিং প্র্যাকটিস করলেন ভারতীয় অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বোলিং করেছিলেন তিনি। পরিসংখ্যান বলছে, ভারতীয় দলের হয়ে ওয়ানডে ও টি-২০ মিলিয়ে ৮ উইকেট শিকার করেছেন বিরাট কোহলি। ব্যাটসম্যান হিসাবেই বিশ্ব ক্রিকেটে তিনি জনপ্রিয়। তবে দলের প্রয়োজনে আবার হাতে বল তুলে নিতে পারেন তিনি। অধিনায়ক কোহলির প্রথম বিশ্বকাপ। প্রথমবারেই বিশ্বজয়ের জন্য তিনি মরিয়া। তার জন্য যা যা করণীয় সবই তিনি করতে রাজি। বিশ্বকাপে লড়াইয়ে নামার আগে নিজেকে তাই সবরকমভাবে ঝালিয়ে নিলেন কোহলি। নেটে বোলিং প্র্যাকটিস সেরে রাখলেন। বিশ্বকাপ শুরুর আগে প্রাক্তন ক্রিকেটারদের অনেকেই বলেছিলেন, ইংল্যান্ডের কন্ডিশন-এ বোলারদের থেকে ব্যাটসম্যানরা বেশি সুবিধা পাবে। তবে অনেকে আবার বলেছিলেন, ইংল্যান্ড-ওয়েলসের উইকেটে পেসাররা কিছুটা সুবিধা পেতে পারেন। তবে স্পিনারদের ভাল কিছু করে দেখানেরা সম্ভাবনা কম। বিরাট কোহলি কিন্তু সেসবে কান দিচ্ছেন না। তিনি নিজের স্পিন বোলিংয়ের দক্ষতা যাচাই করে নিলেন। অফ-স্পিনার হিসাবে নেটে প্র্যাকটিস করতে দেখা গেল তাঁকে। ৫ জুন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ভারতীয় দল। বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা যখন মাঠের লড়াইয়ে ব্যস্ত, ঠিক তখনই রোজবোল স্টেডিয়ামে বোলিং অনুশীলন করে নেন কোহলি। বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে তিনজন পেসারের সঙ্গে রয়েছে দুই স্পিনার কুলদীপ যাদব ও যুজবেন্দ্র চাহাল। এ ছাড়া আছেন অফ স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা ও কেদার যাদব। তবুও নিজেকে বোলার হিসাবে প্রস্তুত রাখছেন কোহলি! বিরাটের বোলিং-এর ভিডিয়ো ভাইরাল হতে নেটিজেনরা আবার বললেন, ভারতীয় দল এবার ষষ্ঠ বোলারের অপশন পেয়ে গিয়েছে।

পাঞ্জাবির উপর ব্লেজার! দেশের অধিনায়ককে বিদ্রুপ পাকিস্তানিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধুতি পরে লন্ডনে রাজার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। তাঁর এক পরামর্শদাতা বারণ করেছিলেন এমন পোশাকে রাজার সামনে যেতে! গান্ধীজি কথা শোনেননি। বলেছিলেন, আমি রাজাকে দেখাতে চাই যে, """তোমরা আমাদের সবই লুঠ করে নিয়েছ। বিলাসিতা দেখানোর মতো কিছুই আর আমাদের কাছে নেই।""" গান্ধীজির এই অভিনব প্রতিবাদের ভাষা পরাধীন ভারতবাসীকে মনোবল জুগিয়েছিল। শিখিয়েছিল, নিজের শিঁকড় আঁকড়ে থাকতে হয়। যা কিছু নিজের, নিজের দেশের ঐতিহ্য সেটা প্রদর্শনে কোনও লজ্জা থাকতে নেই। ন্ধীজির কথা স্মরণ করে বাকিংহাম প্যালেসে গিয়েছিলেন সরফরাজ আহমেদ? যে বাকিংহাম প্যালেসে নিয়মের এত কড়াকড়ি! সঠিক পোশাক, সঠিক আদল মেনে দাঁড়ানো, বসা, কথা বলা, হাঁটা-চলা করতে হয় যেখানে, সেই ঐতিহ্যের রাজপ্রাসাদে তিনি হাজির পাঞ্জাবি-পাজামার উপর ব্লেজার চাপিয়ে! পাকিস্তানের অধিনায়ক সাহস দেখালেন, নাকি দুঃসাহসের প্রদর্শন করলেন! নাকি সেসব কিছুই নয়। তিনি শুধু নিজের শিঁকড় জড়িয়ে থেকেছেন। জাতীয় পোশাক পরে রানির সামনে যেতে লজ্জা পাননি! সাদা চোখে দেখা সমাজ কিন্তু সরফরাজের এই ধৃষ্ঠতা মেনে নিল না। তুলোধনা হল সরফরাজের। এমনকী, পাকিস্তানিরা নিজেরাই নিজেদের দেশের ক্যাপ্টেনকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করলেন। এই গোটা ঘটনায় সব থেকে মজার ব্যাপার, পাকিস্তানের অধিনায়কের এমন উদ্যোগকে সমর্থন জানালেন ভারতীয় সমর্থকরা। সরফরাজের জন্য তাঁরা প্রতিবাদের ব্যারিকেড গড়ে তুললেন। পাকিস্তান থেকে বহিস্কৃত লেখক তারেক ফতেহ বিদ্রুপে ভরা লেখা লিখলেন। প্রত্যেক দলের ক্যাপ্টেনরা- আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড- স্মার্ট জ্যাকেট ও টাই পরে এসেছিলেন। একমাত্র পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন ছাড়া। উনি যে লুঙ্গি, গেঞ্জি, টুপি পরে চলে আসেননি এতেই আমি অবাক। এটা কী করে সম্ভব...! তারেক ফতেহ অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে সরফরাজের পাজামা পরে আসার ঘটনাটির সমালোচনা শুরু করেছিলেন। তবে তাঁর জবাব পেতে বেশি দেরি হয়নি। ভারতীয় সমর্থকরা তাঁকে পাল্টা যুক্তি দেন, রানি কিন্তু নিজস্ব পোশাকেই দেখা করতে এসেছিলেন। তাতে দোষ নেই! তা হলে সরফরাজ নিজের দেশের পোশাকে এসে কী দোষ করলেন!

সাও পাওলোতে ওবামা, দেখা করলেন পেলের সঙ্গে

আজকাল ওয়েবডেস্ক: ১৪ জুন থেকে শুরু হতে চলেছে কোপা আমেরিকার লড়াই। কোপা আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলের সেরা সম্মান। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ের মতো বিশ্ব ফুটবলের নামকরা দলগুলো মাঠে নামবে। ব্রাজিল প্রথম ম্যাচটি খেলবে বলিভিয়ার সঙ্গে। সাও পাওলোতে। কোপা আমেরিকার উত্তেজনাকে আরও চাঙ্গা করে তুলতেই আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি পৌঁছে গেলেন সাও পাওলোতে। দেখা করলেন ফুটবলের রাজা পেলের সঙ্গে। ফুটবল নিয়ে কথা বলার পাশাপাশি এই পৃথিবীকে কীভাবে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলা যায়, সেই বিষয় নিয়েও অনেক আলাপ আলোচনা করেন দু'জনে। হাত ধরে দাঁড়িয়ে দুজনের একসাথে একটি ছবিও টুইটারে পোস্ট করেন তিনবারের বিশ্বকাপ জয়ী পেলে।

TENDER NOTICE

Tender for "Internal Carrying of Agri. Inputs along with Loading & Unloading" under Matabari Agri. Sub-Division, Udaipur, Gomati District, Tripura during the 2019-20 will be received on 12-06-2019 in the chamber of the Superir.itendent of Agriculture, Matabari Agri. Sub-Division, Udaipur, Gomati District, Tripura from 10 A.M. to 3 P.M. Details information is available in the Notice Board of the Office of the Superintendent of Agriculture, Matabari.

All willing tenderers are requested to contact with the Office before 11-06-2019 in the Office hours for details.

ICA/C/085/19

**Superintendent of Agriculture
Matabari Agri. Sub-Division,
Udaipur, Gomati District, Tripura.**

ফুটবলের সব কিছু জেতা হয়েছে পেদ্রোর

বুধবার (মে ২৯) রাতে উয়েফা ইউরোপা লিগের ফাইনালে আর্সেনালকে হারিয়ে দ্বিতীয় শিরোপা ঘরে তোলে চেলসি। এই ম্যাচে গোল করেন পেদ্রো। ফলে চেলসির হয়ে ইউরোপা লিগের শিরোপা জিতেছেন তিনি। আর এই শিরোপার মধ্য দিয়ে নিজের ক্যারিয়ারের সব শিরোপা জিতেছেন তিনি। জাতীয় দলের জার্সি ছাড়া ক্লাব ক্যারিয়ারে বার্সেলোনা ও চেলসির হয়ে খেলেছেন পেদ্রো। স্পেনের হয়ে ২০১০ সালে বিশ্বকাপ ও ২০১২ সালে ইউরো জিতেছেন তিনি। বার্সেলোনার হয়ে ৩২১ ম্যাচ খেলেছেন এই স্প্যানিশ তারকা। চ্যাম্পিয়নস লিগ তিনবার, ক্লাব বিশ্বকাপ দুইবার, লিগ শিরোপা পাঁচবার, সুপারকাপ চারবার, উয়েফা সুপার কাপ তিনবার ও কোপা দেল রে'র শিরোপা তিনবার জিতেছেন। চেলসির হয়ে পেদ্রো ১৮৩ ম্যাচ খেলেছেন। লিগ শিরোপা ও এফএ কাপ জিতেছেন তিনি। শুধু বাকি ছিল ইউরোপা লিগের শিরোপা জেতা। আর্সেনালকে হারিয়ে সেটাও পূরণ হলো তার। ফুটবল ক্যারিয়ারের সকল শিরোপাই জেতা হয়ে গেছে তার। তাই ক্যারিয়ারের সকল পাওয়াই পূর্ন হয়েছে পেদ্রোর। আর্সেনালের বিপক্ষে গোল করে রেকর্ডের পাতায় নাম লিখিয়েছেন পেদ্রো।

VEHICLE HIRING TENDER

On behalf of the Government of Tripura, tender is hereby floated for offering rates of hiring of vehicle (LMW)" for official purpose for the office of the Deputy Director of Agriculture. South Tripura District, Belonia. Specifications for vehicle which can offer rates are as below: -

1.Types of vehicle: - Maruti Omni/ Gypsi/ Maruti Eco/ Maruti Celerio/ Maruti Wagon-r/ TATA Car or any other model must be new with very good fitness condition which is manufactured not earlier then 2012, must having Commercial Registration.

2.Unit/Mode or rate quoting: - per Kilometer Per day detention and extra duty charge. Extra duty limitation is as maximum as four hours per day. Quotation to submitted in plain paper.

3.Date of Dropping tender - <u>**13/06/2019**</u> at <u>**10.30 A.M to 3.30 P.M and opening on same day at. 4.00 P.M**</u> (if possible).

4.Maximum Rate Ceiling: - i) Four Maruti Omni/ Zypsy @ Rs. 600/- Per day and © Rs. 6.00 per km, @ Rs. 23,400/- per month, and Rs. 2,80,800/- per year. Ii) For Maruti Eco/ Celerio/ Wagoner @ Rs. 600/- per day, @ Rs. 6.50 per km. (Petrol), Rs. 5.50 per km (Diesel), Rs.4.00 For CNG & @ Rs.24,150 per Month and Rs.2,89,800/- per Year for Petrol Vehicles: @ Rs.22,650 per Month, @ Rs. 2,71,800/- per year for Diesel vehicles. @ Rs.20.400/- per Month & @ Rs.2,44,800 per Year for CNG Vehicles iii) For TATA Models (for all) @ Rs.600/ - per day. @ Rs. 6.00 per km.@ Rs.23,400/- per Month, and @ Rs Rs.2,80,800/-per year.

5.Earnest money: - Rs. 2,000/- (Rupees Two Thousand) only in favour of Deputy Director of Agriculture, South Tripura District in shape of Demand Draft of D. Call.

6.As per Govt. Rules, 2% I.T(if PAN is' available) and if gross payment exceed Rs. 2,50,000/-(Rupees Two Lakhs Fifty Thousand) only in a year, 2% GST deduction is applicable and will be deducted at source.

Other terms and conditions will be available at Notice Board of office which are liable to be applicable 'in lowest rate finalization.

ICA/C/080/19

**Deputy Director of Agriculture
South Tripura District, Belonia**

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. 01/EE/DWSIBLN/2019-20.

Sl No	Name of the work DNIT NO.	Estimated cost	Earnest Money	Cost of Tender Form	Last date of receiving of application	Last date of issue of tender form	Last date of dropping of tender
1	Running Mtc. of NRDWP Scheme/Hiring of Maruti Van (Omni/Eeco) Model not earlier than 2012 for rig sub-division, belonia for the Period of 1(one) year. **DNIT NO : 01/EE/DWS/BLN/2019-20**	3,02,400/	3,024/	1.000.00	Upto 4.00PM on 11/06/2019	Upto 4.00PM on 13/06/2019	Upto3.00PM on 15/06/2019
2	NRDWP Scheme/S.H : Development of Truck for drinking water by polythene storage tank in different pockets/spots/habitations during the scarcity of drinking water for the year 2019-20, within the area of Rajnagar & BC. Nagar R.D. Block U nder DWS Sub-Division, Barpathari. **DNIT NO : 02/EE/DWS/BLN/2019-20**	2,42,775/	2,428/				
3	..........Do..... With in the area of Jolaibari R.D. Block Under DWS Sub-Division, Jolaibari. **DNIT NO : 03/EE/DWS/BLN/2019-20**	1,77,000-	1,770/				

All other necessary information can be seen in the Office of the Executive Engineer, DWS Division, Belonia during office hour.

ICA/C/090/19

**(Er. Tamal Chakma),
Executive Engineer
DWS Division Belonia
Belonia, South Tripura**

"Conserve Water and Save Life"

SHORT NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the bonafied fish seed Growers (Individual/Fishery Based SHGs /MSS Ltd.) of Padmabil RD Block, Khowai Sub-Division producing available quantity fish fingerlings in their owned/Leased out water bodies for supply of **Catla** Fingerlings in different VCs areas unde" the Padmabil RD Block during the year 2019-20. The last date of submission of the tender is **15/06/2019 upto 4.00 PM.** The eligible tenderer must be within the area of Padmabil RD Block. The interested tenderer may contact with the office of the undersigned on or before **14/06/2019** on any working days (from 11.00 am to 5.00 pm) for collection of tender form and detail terms and condition.

ICA/C/074/19

**(KRISHNA HARI TRIPURA)
SUPERINTENDENT OF FISHERIES
KHOWAI SUB-DIVISION**

DECLARATION

WHEREAS, it was Notified by Government in the Revenue Department vide Notification **NO. F. 09 (02)-REV/ACQ/KVII/16** dated **11-02-2019,** that the land/ lands described in the schedule hereto (hereafter referred to as the said land / lands) was / were needed or likely to be needed for the public purpose, namely for the purpose of **construction of New Railway Line from Agartala to Sabroom under Santirbazar Sub-Division in South Tripura District;**

AND WHEREAS, the Government of Tripura **is satisfied, on the basis of the observation made by Administrator of the concerned District that the Rehabilitoo and Reset:1=e=..S...ineme sue: not apply** under **the provision of Sub-Section 2 of Section 17 of the "Right to Fair Compensation and** Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" (hereinafter referred to as "the Land Acquisition & Rehabilitation Act"), because no displacement of family / families will occur due to proposed acquisition process;

AND WHEREAS, the Requiring Body has deposited the cost of land to be acquired with the Collector;

NOW, THEREFORE, it is hereby Declared under the Provision of **Section 19 of** the Land Acquisition & Rehabilitation Act that the said land / lands is / are required for the public purpose, namely for the purpose of **construction of** New **Railway Line from Agartala to Sabroom under Santirbazar Sub-Division in South Tripura District.**

The Government is also pleased to direct the Collector, **South Tripura District under Section 20** of the said Act to proceed with the works.

The Land Statement and Plan may be inspected in the Office of the Collector, **South Tripura** District during office hours.

SCHEDULE

DECLARATION

(U/S-19 of the RFCTLARR Act, 2013)

SCHEDULE OF LAND

Name of the Distirct South : Tripura
Name of the Sub-Division : Santirbazar
Name of the Mouja : Dakshin Hichacharra
Name of the Tehsil : Dakshin Hichachara
Name of Project : Acquisition of additional land for Construction of New Railway Line from Agartala to Sabroom

SI. No.	Khatian No.	Plot No.		Class of Land	Acquired Area (In Acres)
1	2	3		4	5
Jote land					
1	374	2412/P		Lunga	0.16
		2413/P		Lunga	0.08 ‘
		Total Jote land:-		0.24	
Khas land					
2	1/80	2422/P		Tilla	0.20
		Total Khas land:-		0.20	
		Total Jote land measuring :-		0.24	
		Total Khas land measuring :-		0.20	
		Total Departmental land measuring			
		Grand total land measuring :-			0.44

ICA/D/257/19-20

**By order of the Governor,
A. Debnath)
Joint Secretary to the
Government of Tripura**

বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষে আগরতলা র‍্যালি। নিজস্ব ছবি।

আগরতলায় পালিত বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকারের পরিবার, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ দফতরের অন্তর্গত তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের উদ্যোগে শুক্রবার সকালে এক মিছিলের আয়োজন করা হয়। রাজধানীর বিবেকানন্দ ময়দানের সামনে থেকে মিছিলের সূচনা হয়। রঙিন বেলুন উড়িয়ে মিছিলের সূচনা করেন স্থানীয় বিধায়ক আশিসকুমার সাহা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের সচিব সমরজিৎ ভৌমিক, অধিকর্তা জেকে দেববর্মা, আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার এসকে যাদব-সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। আজকের বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবসের মিছিলে আগরতলার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নিয়েছিল। ছাত্রছাত্রীদের হাতে তামাক সেবনের নানা ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কিত পোস্টার ছিল। মিছিলটি শহরের নানা রাস্তা পরিক্রমা করে। এদিকে বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি নানা সংগঠনের উদ্যোগে একাধিক আলোচনাসভা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে আজ। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এই দিনটি পালন করা হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

ইমক্যাব আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক আরো জোরদার করতে হবে

মনির হোসেন,ঢাকা, মে ৩১।। ভারতীয় গণমাধ্যমের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সংগঠন ইন্ডিয়ান মিডিয়া করেসপন্ডেন্টস এসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ইমক্যাব) আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক আরো জোরদার করতে হবে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিজ নিজ দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

শুক্রবার বিকেলে ঢাকা জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ওই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ইমক্যাব সভাপতি বাসুদেব ধর। ইমক্যাব সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম সবুজ-এর সঞ্চালনায় সভায় বক্তৃতা করেন, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) এর সভাপতি মোল্লা জালাল, বিএফইউজে এর মহাসচিব শাবান মাহমুদ, সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের মহাসচিব হারুণ হাবীব, ভারতীয় হাই কমিশনের প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) লাবণ্য কুমার, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার সাহা, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সোহেল হায়দার চৌধুরী, নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সভাপতি নাসিমুন আরা হক মিনু, প্রবীণ সাংবাদিক আতাউর রহমান এবং ইমক্যাব নেতা আমিনুল হক ভূইয়া, লায়েকুজ্জামান, শাহিদুল হাসান খোকন, রাজীব খান, মাছুম বিল্লাহ ও মীর আফরোজ জামান। এসময় উপস্থিত ছিলেন, দৈনিক জাগরন পত্রিকার বাংলাদেশ প্রতিনিধি মনির হোসেন,দৈনিক আজকের ফরিয়াদ বাংলাদেশের প্রতিনিধি মনজুর আহমেদ অনিক,দৈনিক সন্দ্যান পত্রিকা বাংলাদেশের প্রতিনিধি জাকির হোসেন প্রমূখ। মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অনন্য অবদানের কথা তুলে ধরে সভায় বক্তারা বলেন, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে দু''দেশকে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ এখন আর একক ভাবে কোন দেশকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। আর ভারত ও বাংলাদেশ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে দু''দেশের ভিসা পদ্ধতিকে আরো সহজ করতে হবে। বিশেষ করে সাংবাদিকদের জন্য এটা খুবই জরুরী। সভায় ভারতের ভিসা পদ্ধতি সহজ করাসহ অন্যান্য বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের প্রতিশ্র''তি ব্যক্ত করেন ভারতীয় হাই কমিশনের প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) লাবণ্য কুমার।সভায় মোদি সরকারকে অভিনন্দন জানানো হয়। সভা শেষে সকলেই ইফতার পার্টিতে অংশ নেন।

‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি: রিপোর্ট তলব করল নবান্ন

কলকাতা,৩১ মে (হি.স): মুখ্যমন্ত্রীর পাইলট রুটে ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি কে দিল তা জানতে রিপোর্ট তলব করা হল জেলা প্রশাসনের কাছে। রিপোর্ট তলব করল নবান্ন। নবান্নর পক্ষে রাজ্যের স্বরাস্ট্র সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় বারাকপুরের পুলিশ কমিশনার তন্ময় রায়চৌধুরীর কাছে জানতে চেয়েছেন, কারা এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে ? নেপথ্যে কে বা কারা ছিল ? তন্ময় রায়চৌধুরীর কাছে এই বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন রাজ্যের স্বরাস্ট্র সচিব। এরইমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে স্লোগান, বিক্ষোভের ঘটনায় মামলা দায়ের করেছে প্রশাসন।

ভাটপাড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে ভাটপাড়া

ছয়ের পাতায় দেখুন

লোয়াইপোয়ায় মেয়াদ উত্তীর্ণ আটা খেয়ে অসুস্থ কতিপয়, অভিযোগ

পাথারকান্দি (অসম), ৩১ মে (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় একাধিক সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে দেদার বিক্রি হচ্ছে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রী। বিষয়টি সম্পর্কে এতদিন অভিযোগ পাওয়া যেত। আজ এমন এক ঘটনার হাতেনাতে প্রমাণ পাওয়া গেছে মহকুমার লোয়াইরপোয়ায়। বিষয়টি জেলা ও অসামরিক বিভাগ কর্তৃপক্ষকে অবগত করেছেন এলাকার সচেতন তথা ভুক্তভোগী ক্রেতারা। প্রাপ্য তথ্য মতে, অসম সরকার অনুমোদিত লোয়াইরপোয়া সমবায় সমিতির অধীনস্থ 'আমার দোকান'-এ দীর্ঘদিন থেকে নাকি মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রী বিক্রি হচ্ছিল। এ-ধরনের অভিযোগ এলাকার বিভিন্ন মহলে চর্চিত হলেও বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলছিলেন না অনেকেই। কিন্তু বৃহস্পতিবার ওই দোকান থেকে সামগ্রী কিনে ক্ষোভে গর্জে উঠেপছেন স্থানীয় জনৈক গ্রাহক গৌতম কৈরি। গৌতমবাবুর অভিযোগ, বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি ওই সরকারি বিপণি থেকে নগদ ২৫০ টাকায় পাঁচ কেজি আটা কিনে বাড়িতে নিয়ে যান। ওই আটায় তৈরি রুটি খেয়ে তাঁর পরিবারের সবার শুরু হয় পেটের ব্যাথা ও ডায়ারিয়া। আচমকা পরিবারের সবার পেটের গণ্ডগোল শুরু হলে গৃহকর্তা গৌতমবাবুর সন্দেহ হয়। সন্দেহের বশে কিনে আনা আটার প্যাকেটটি হাতে নিয়ে ঘাটাঘাটি করে তাঁর চোখ চড়ক গাছ। তিনি দেখেন, আটার প্যাকেটের গায়ে কোম্পানির পক্ষে মুদ্রিত সামগ্রী প্রস্তুতকরনের তারিখটি বিশেষ কৌশলে মুছে দেওয়া হয়েছে। তিনি আটার প্যাকেটটি নিয়ে লোয়াইরপোয়া আমার দোকান-এ উপস্থিত হয়ে বিষয়টি বিপণি কর্তৃপক্ষের নজরে আনেন।

এখানেই থেমে থকেননি তিনি। সাধারণ গ্রাহকদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্য সরাসরি জেলা খাদ্য ও অসামরিক বিভাগের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। তদন্তক্রমে এ-ধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে তিনি ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাই বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট গণেশ চৌধুরী, জেলাশাসক এমএস মণিভন্নমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ঘটনা সম্পর্কে লোয়াইরপোয়া সমবায় সমিতির সম্পাদক গোপালচন্দ্র দত্তকে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, এই প্রতিষ্ঠানটি অনেক পুরনো। ইতিপূর্বে আমার দোকান-এর নামে কোনও গ্রাহকের অভিযোগ নেই। কিন্তু গতকাল দোকান ইনচার্জ অনাদি পাল অন্য কাজে বাইরে ছিলেন। তাই তাঁর এক সেলসম্যান না দেখে মেয়াদ উর্ত্তণ আটার প্যাকেটটি গ্রাহকের হাতে তুলে দেওয়ায়ত সমস্যা হয়েছে। তিনি আরও জানান, আটাগুলো নতুন চালানে করিমগঞ্জ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, পাইকারি দোকান থেকেই এমন সামগ্রীগুলো সরবরাহ করা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান সমবায় সমিতির সম্পাদক গোপালচন্দ্র দত্ত।

কথা রাখলেন নরেন্দ্র মোদী, দ্বিতীয় মেয়াদে নতুন ‘জলশক্তি’ মন্ত্রকের নাম ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (হি.স.) : নির্বাচনী জনসভায় দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উ দ্বিতীয় মেয়াদে দ্বায়িত্ব নিয়ে নতুন ‘জলশক্তি’ মন্ত্রকের নাম ঘোষণা নরেন্দ্র মোদী উ শুক্রবার এই মন্ত্রকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। এই মন্ত্রকের উদ্দেশ্য হল সারা দেশে সেচ ব্যবস্থা সুষ্ঠু রেখে কৃষি কাজের উপযুক্ত জল যাতে সমস্ত চাষের জমিতে পৌঁছে যায় তার ব্যবস্থা করা উ ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে উনি ক্ষমতায় এলে একটা নতুন মন্ত্রক আনবেন। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী ওই মন্ত্রকের নাম ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় মেয়াদে দ্বায়িত্ব নিয়ে নতুন ‘জলশক্তি’ মন্ত্রকের নাম ঘোষণা নরেন্দ্র মোদী উ জলশক্তি মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছেন গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। এর আগে তিনি ছিলেন ২০১৪ সালের মোদী সরকারের মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী। আর ২০১৯ সালে রাজস্থান থেকে জিতে আসা এই সাংসদকে জলশক্তি মন্ত্রকের দায়িত্বে রেখেছেন নরেন্দ্র মোদী। রাজস্থানে বিজেপির হারানো জমি বসুন্ধরা ফের একবার ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর সেখানে বসুন্ধরার অন্যতম সেনাপতি ছিলেন গজেন্দ্র সিং। তিনি রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলোটের ছেলে বৈভবকে হারিয়ে এই জায়গা দখল করে নিয়েছেন। ফলে বিজেপির জাতীয় নেতৃত্ব তাঁর সাফল্যের পর জলশক্তি মন্ত্রকের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গজেন্দ্রকে দিয়েছেন। শুক্রবার গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত নয়াদিল্লির শ্রমশক্তি ভবন থেকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে এই মন্ত্রক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট। ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালাইন্স (এনডিএ) লোকসভা নির্বাচনের আগে একটি অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট তৈরি করেছিল এবং তারপর ‘জলশক্তি’ মন্ত্রক সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। এই মন্ত্রকের উদ্দেশ্য হল সারা দেশে সেচ ব্যবস্থা সুষ্ঠু করে রেখে কৃষি কাজের উপযুক্ত জল যাতে সমস্ত চাষের জমিতে পৌঁছে যায়, তার ব্যবস্থা করার উদ্যোগই এই মন্ত্রকের লক্ষ্য। পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতের একাধিক জায়গায় জলের সমস্যাও এই মন্ত্রক মিটিয়ে ফেলার আশা নিয়েই কাজ শুরু করবে দাবি মোদী মন্ত্রিসভার।

তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের মধ্যে কাবেরী জলবন্টন নিয়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল একটা সময়। দুই রাজ্যই জলের দাবিতে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে মহারাষ্ট্র থেকে রাজস্থানের কৃষকদেরও জলসংকট বড় বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আর তামিলনাড়ু থেকে রাজস্থান এই সমস্ত জায়গায় বিজেপির হয়ে ভোট প্রচারে গিয়ে মোদী ঘোষণা করেছিলেন সরকারে আসলে তিনি

ছয়ের পাতায় দেখুন

তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষে বিস্তর পরিমাণে তামাক জাত পণ্য বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে ।। ন্যাশনাল হেলথ মিশন ত্রিপুরার পক্ষ থেকে শুক্রবার রাজধানী আগরতলা শহর সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তামাক বিরোধী সচেতনতা কর্মসূচি পালন করা হয়। এর অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন দোকানপাটে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ তামাক উদ্ধার করা হয়েছে। বেশকিছু সংখ্যক দোকানিকে আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে। ৩১ মে বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস। দিবসটি রাজ্যেও স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। তামাক স্বাস্থ্যের পক্ষে ভয়ঙ্কর। তামাকের কুপ্রভাবে ক্যান্সার সহ নানা প্রাণঘাতী রোগের সৃষ্টি হয়। সে কারণেই যে কোন ধরনের তামাক সেবন থেকে মুক্ত থাকা খুবই জরুরি। সরকারিভাবে তামাক সেবনের বিরুদ্ধে আইনি সংস্থান থাকলেও তা সঠিকভাবে মেনে চলছেন না তামাক সেবনকারীরা। যে কোন দোকানে তামাকের ভয়াবহতা সম্পর্কে বোর্ড লাগিয়ে রাখার কথা রয়েছে। ১৮ বছরের নিচে কারোর কাছে তামাক বিক্রি করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। জনবহুল এলাকায় ধূমপান পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এইসব নিয়মকানুন অনেকেই মানছেন না। সে কারণেই বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবসে ত্রিপুরা স্বাস্থ্য মিশনের উদ্যোগে আগরতলা শহরের পুরোনো মোটরস্ট্যান্ড, লেইকচৌমুহনি সহ বিভিন্ন স্থানে তামাক বিরোধী অভিযান চালানো হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর তামাক বিরোধী সচেতনতামূলক কর্মসূচিটিকে কার্যত আনুষ্ঠানিক নির্ভর করে রেখেছে। তামাক বিরোধী দিবস ব্যতিত অন্যান্য দিনে এ বিষয়ে এমন কোনও সচেতনতা পরিলক্ষিত হয় না। তামাকের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা থাকলেও আইন প্রয়োগ হচ্ছে না। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই তামাক সেবন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ত্রিপুরায় তামাক সেবনের হার ৬৪.৫ শতাংশ, যা গোটা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ বলে জানা গেছে। এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা থেকে মুক্তি পেলে সচেতনতামূলক কর্মসূচি জোরদার করার পাশাপাশি আইনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

কোর কমিটির বৈঠকে ঘুরে দাড়ানোর বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৩১ মে (হি.স.): দলের সংগঠন নিয়ে আলোচনা করতে শুক্রবার কোর কমিটির বৈঠকে বসেছে ঘাসফুল শিবিরউ এদিন বেশ কিছু পদের রদবদল করেন তৃনমূল সুপ্রিমোউ লোকসভা নির্বাচনের মর্মান্তিক ফল ঘোষণার পর এই প্রথম আজ কোর কমিটির বৈঠকে বসছে তৃণমূল। এদিনের বৈঠকে সদস্যদের পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবারের কোর কমিটির বৈঠকে মূলত সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা হয়। বিজেপিকে রুখতে তৃণমূল স্তরে সংগঠনকে শক্ত করার প্রয়োজন অনুভূত করেছে শাসকদল। এদিন মালদার পর্যবেক্ষক করা হয় সাধন পান্ডে ও গোলাম রব্বানীকেউ আদিবাসী উন্নয়ন কমিটির দায়িত্ব দেওয়া হয় উমা সোরেনকেউ নদীয়ার দায়িত্ব থেকেও সরিয়ে দেওয়া হল অনুব্রত মন্ডলকে। তাঁর জায়গায় পর্যবেক্ষক হলেন রাজীব বন্দোপাধ্যায়। সংখ্যালঘু সেলের দায়িত্ব পেলেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীউ

অপরদিকে, ‘জয়হিন্দ’ বাহিনীর চেয়ারম্যান নিয়োগ করেন ব্রাত্য বসুকে। ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন ইন্দ্রনীল সেন। সেই সঙ্গে সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গজননীর সভাপতি করা হয় কাকলী ঘোষ দস্তিদারকেউ এদিন মমতা জনান, জয়হিন্দ বাহিনী আগেও ছিল তবে এবার এই বাহিনীকে নতুন করে সাজানো হবে। বঙ্গজননী বাহিনীর মহিলাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবে তৈরী করা হবে।

পাশাপাশি এদিন জানা যায়, আগামী ৭ জুন জেলাওয়ারী বৈঠক করবে তৃনমূলউ সেদিনই বৈঠক হবে হুগলি জেলা নিয়েউ যে সকল জেলায় লোকসভা নির্বাচনের ফল ভালো হয়নি সেই সব জায়গায় বৈঠক হবেউ ভোটে খারাপ ফলের কারণ খতিয়ে দেখা হবে। ঘুরে দাড়ানোর বার্তা দেন এদিন মুখ্যমন্ত্রীউ একই সাথে ভোটার তালিকা নিয়েও এখনই কাজে নামার নির্দেশ দিয়েছেন মমতা বন্দোপাধ্যায়।

তাছাড়া, আগামী দিনে দলীয় কর্মীদের কী বার্তা দেবে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব তাও ঠিক হয় এদিনের কোর কমিটির বৈঠকে। দলের সংগঠনের কোথায় আলগা রয়েছে, কোথায় বন্ধন শক্ত করতে হবে, বিজেপির মেরুকরণের মোকাবিলা কীভাবে করা যায় এসব নিয়েও আলোচনা হয় এদিনের বৈঠকে।

ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক-স্তরে বেশ কিছু রদবদল করা হয়েছেউ সপ্তদশ লোকসভায় কার্যত মুখ থুবরে পরেছে তৃণমূলউ ভোট পরবর্তী পরিস্থিতিতে যেভাবে একের পর এক নেতা,মন্ত্রী গেরুয়া শিবিরে নাম লেখাচ্ছে, তা যে যথেষ্ট চিন্তার, সেকথা মুখে স্বীকার না করলেও বেশ ভালই টের পাচ্ছে তৃণমূলউ বিজেপির আগ্রাসনের সামনে এখন অনেকটাই রক্ষণশীল তৃণমূল। এই পরিস্থিতিতে সংগঠনকে চাঙ্গা করেই একমাত্র বিজেপির মোকাবিলা সম্ভব এমনটাই মনে করছে শাসক শিবিরের একাংশ।

আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের অভিযোগে পুলিশ হেফাজতে দুই যুবক

বসিরহাট, ৩১ মে(হি,স): বৃহস্পতিবার রাতে সন্দেশখালি রাজবাড়ী এলাকা থেকে সন্দেহজনক একটি গাড়ি থেকে আলমগীর হালদার ও হাবিবুল্লাহ গাজী নামে দুই অস্ত্র পাচারকারীকে গ্রেফতার করে ন্যাজাট থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে দুটি পাইপগান তৈরীর সরঞ্জাম উদ্ধার হয় বলে জানা যায় পুলিশের পক্ষ থেকে। ধৃতদের শুক্রবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

বৃহস্পতিবার রাতে রাজবাড়ী এলাকা থেকে একটি সন্দেহজনক টাটা সুমো আটক করে ন্যাজাট থানার পুলিশ। সেই সময় ওই গাড়িতে আনুমানিক দু বস্তা আগ্নেয়াস্ত্র ও গাড়ির চালক সহ চারজন ছিল বলে জানা যায় প্রত্যক্ষদর্শীদের পক্ষ থেকে। যদিও ওই গাড়ি থেকে মাত্র দু''জন আলমগীর হালদার ও হাবিবুল্লাহ গাজী কে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা যায় পুলিশের পক্ষ থেকে। তাদের কাছ থেকে অসমাপ্ত দুটি পাইপ গান উদ্ধার হয়েছে বলে জানায় পুলিশ। প্রাথমিকভাবে আগ্নেয়াস্ত্র-গুলি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোন জায়গা থেকে আনা হচ্ছিল বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হলেও জানা যায় গাড়ি থেকে গ্রেফতার হওয়া আলমগীর হালদার উত্তর ২৪ পরগনা আমডাঙা থানা এলাকার বাসিন্দা ও হাবিবুল্লা গাজী ন্যাজাট থানার লাউখালি গ্রামের বাসিন্দা। হাবিবুল্লাহ গাজী নির্দোষ বলে দাবি করে লাউখালির বাসিন্দা আজিজ মোল্লার গাড়ি থেকেই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি উদ্ধার হয়েছে বলে জানান তার পরিবারের লোকেরা। লাউখালি এলাকার দিক থেকেই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি গাড়িতে করে আনার রাস্তা থেকে হাবিবুল্লা কে গাড়িতে তুলে নিয়েছিল বলে জানান তারা। এখন লাউখালি এলাকা থেকে কোথায় পাঠানো হচ্ছিল আগ্নেয়াস্ত্র গুলি বা অসমাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রগুলি লাউখালি এলাকায় আসলো কোথা থেকে? নাকি এই এলাকাতেই গড়ে উঠেছে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরীর কারখানা এইসবই প্রশ্ন উঠেছে স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে। তবে এসব বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাইনি পুলিশের পক্ষ থেকে। শুক্রবার অভিযুক্তদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে তাদের তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

সিআইডি’র ডিএসপিকে জেরা করছে সিবিআই

কলকাতা,৩১ মে (হি.স) : শুক্রবার দুপুরে সল্টলেকের সিবিআই দফতরে হাজির হলেন সিআইডি’র ডিএসপি শঙ্কর ভট্টাচার্য । সারদা কান্ডে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এদিন তলব করে ‘সিট’-এর অন্যতম সদস্য তথা তৎকালীন বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ আধকারিক শঙ্কর ভট্টাচার্যকে। সারদা তদন্তে ‘সিট প্রধান রাজীব কুমার কিভাবে নির্দেশ দিতেন সিবিআইয়ের অফিসাররা তা জানতে চান শঙ্কর ভট্টাচার্যর কাছে। রাজীব কুমারের নেতৃত্বে সিট আগে কেন এই নথিপত্র দেয়নি সিবিআইকে সেই প্রশ্নও উঠেছে এদিন। এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টে বারবার তাঁদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সি। শুক্রবার জিজ্ঞাসাবাদের সময় শঙ্কর ভট্টাচার্যকে সেই বিষয়ে বারবার প্রশ্ন করে সিবিআই। জানা গেছে, এর আগেও অর্ণব ঘোষ ও শঙ্কর ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য সন্দেহভাজনদের তদন্তে হাজিরার জন্য বেশ কয়েকবার সমন পাঠায় সিবিআই। তবে প্রতিবারই গড়হাজির ছিলেন তাঁরা।

বুধ এবং বৃহস্পতি, পর পর দু’দিন দীর্ঘ জেরা করা হয় সিট-এর অন্যতম সদস্য তথা সেই সময়ের বিধাননগরের গোয়েন্দা প্রধান অর্ণব ঘোষকে। গতকালও দেখা গিয়েছিল প্রিজন ভ্যানে করে পুলিশ আধিকারিকরা ট্রাঙ্ক নামাচ্ছেন সিজিওতে। এদিন ফের এক দফায় নথি পৌঁছল। বিধাননগরের এক পুলিশ আধিকারিক এই ট্রাঙ্ক সম্পর্কে বলেন, ‘সিবিআই অফিসাররা আগে চাননি। এখন চেয়েছেন, তাই দিতে এসেছি’।

‘সিট’-এর প্রধান তথা বিধাননগরের তৎকালীন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে জেরা করা নিয়ে আদালতে টানাপোড়ন চলছিল। সুপ্রিম কোর্ট তাঁর ওপর থেকে রক্ষাকবচ তুলে নেওয়ার পর গত রবিবার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা রাজীব কুমারের সরকারি বাসভবনে গিয়ে নোটিশ সাঁটিয়ে এসেছিলেন। সোমবার দেখা করার কথা বলা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু তিনি যাননি। এর মধ্যে বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজীব। আদালতের অবকাশকালীন বেঞ্চ শর্ত সাপেক্ষে কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারকে সাময়িক রক্ষাকবচ দিয়েছে। যদিও তাকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

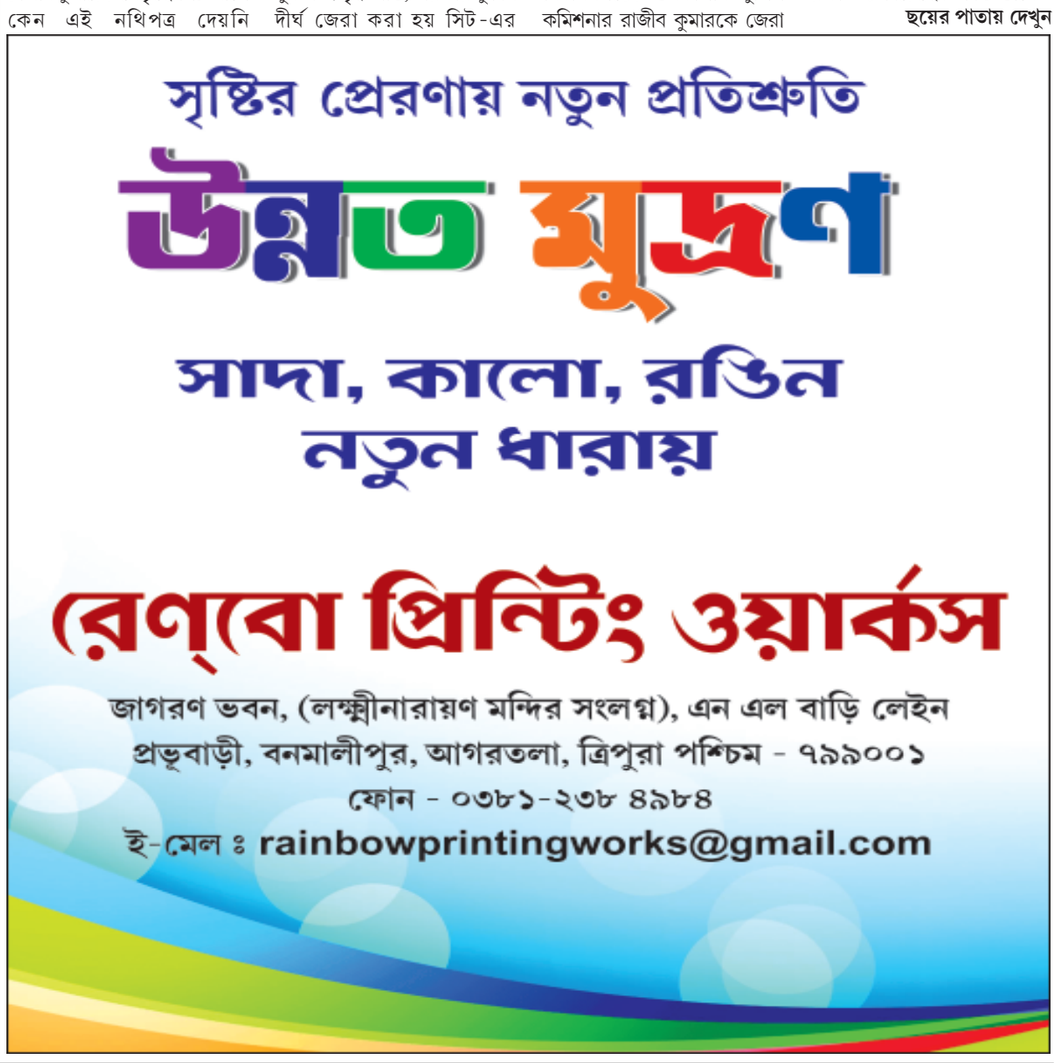

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।